বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১

কেউ রবে না পিছিয়ে ...

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

(১৭ মার্চ ১৯২০ - ১৫ আগস্ট ১৯৭৫)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১

কেউ রবে না পিছিয়ে ...

উপদেশনা
ড. নমিতা হালদার এনডিসি
মোঃ ফজলুল কাদের

সম্পাদনা পর্ষদ
মোঃ মাহফুজুল ইসলাম শামীম
সুহাস শংকর চৌধুরী
মাসুম আল জাকী
সাবরীনা সুলতানা
শারমিন মৃধা

আলোকচিত্র
ফয়জুল তারিক
রাকিব মাহমুদ
পিকেএসএফ সংগ্রহশালা

প্রকাশক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

ডিজাইন: নেটপার্ক

মুদ্রণ: সাইন পাওয়ার

সূচিপত্র

০৪ বাণী: চেয়ারম্যান
০৬ মুখবন্ধ: ব্যবস্থাপনা পরিচালক
০৮ পরিচালন
১৬ ব্যবস্থাপনা
১৮ পিকেএসএফ-এর আর্থিক কার্যক্রম

২৮ বুনিয়াদ
৩০ জাগরণ
৩২ অগ্রসর
৩৪ সুফলন
৩৬ কৃষি ইউনিট
৩৮ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট
৪২ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট
৪৪ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট
৪৬ ঝুঁকি প্রশমন ইউনিট

৫০ সমৃদ্ধি কর্মসূচি
৫৪ LIFT কর্মসূচি
৫৬ LRL বিশেষ ঋণ কর্মসূচি
৫৮ কুয়েত গুডউইল ফান্ড কর্মসূচি
৬০ আবাসন ঋণ কর্মসূচি
৬২ কর্মসূচি সহায়ক তহবিল
৬৪ বিশেষ তহবিল
৬৬ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি
৬৮ কৈশোর কর্মসূচি
৭০ এসডিজি ও পিকেএসএফ
৭২ উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগ

৭৬ BD Rural Wash for HCD
৭৮ ECCCP-Flood
৮০ LICHSP
৮২ MDP
৮৪ PACE
৮৮ PPEPP
৯২ RMTP
৯৪ SEIP
৯৬ SEP
১০০ ঝুঁকি প্রশমনে প্রকল্প

১০৪ প্রশিক্ষণ
১০৬ গবেষণা
১০৮ যোগাযোগ ও প্রকাশনা

১১২ উল্লেখযোগ্য আয়োজন
১২০ নিরীক্ষা প্রতিবেদন
১৩৪ বিভাগভিত্তিক সহযোগী সংস্থার তালিকা

বাণী

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান

"২০২১ ছিল পিকেএসএফ-এর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বছর। পিকেএসএফ চতুর্থ দশকে পা দিল।

পিকেএসএফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-এর জন্য শুভেচ্ছা বাণী লিখতে বসে আমি করোনা মহামারির বিষয়টি এড়াতে পারছি না। আজও বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, স্থানীয়, জাতীয় এবং বৈশ্বিক বিভিন্ন নীতি নির্ধারক, বাস্তবায়নকারী, শ্রমিক, ব্যবসায়ী বা আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান - যেমন বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক - সবখানে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু করোনার ধরন পরিবর্তন ও আন্তঃমহাদেশীয় গতিবিধি এবং প্রভাব। ২০২০ সালে পুরো বিশ্ব করোনা মহামারির প্রাথমিক ধাক্কা সামলাতে ব্যস্ত ছিল। ২০২১ সালে করোনার টিকা আবিষ্কার মানবজাতিকে এই মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস জুগিয়েছে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে সৃষ্ট মহামারিজনিত ব্যাপক ব্যাঘাত এবং ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কিছুটা সক্ষম করে তুলেছে। এখন ২০২২ সালেও প্রায় একই অনিবার্য বাস্তবতায় লড়াই করছে বিশ্ব। কীভাবে এই অদৃশ্য করোনা মোকাবেলা করা যায় এবং ক্ষতি পুষিয়ে কীভাবে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনা যায় তারই ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরিতে নিযুক্ত গোটা বিশ্ব। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

শুরুতেই আমি বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি উল্লেখ করতে চাই। মহামারিটি ২০২১ সালের মার্চ মাসে সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হারের দিক থেকে শক্তিশালীভাবে ফিরে আসে যা দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় একটি বড় ধাক্কা দেয়। বাংলাদেশের মতো এত ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশে (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১,১০০ জনের বেশি) জনগণকে টিকা দেওয়া এবং অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত বিপুল সংখ্যক পরিবারের জীবিকা নিশ্চিত করা একটি কঠিন কাজ। কিছু বিধিনিষেধের প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে ওঠে, তবে স্পষ্টতই দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ওপর এই বিধিনিষেধের প্রভাব ছিল ক্ষতিকর। এই ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের বেশিরভাগই অনানুষ্ঠানিক খাতের সাথে জড়িত, দেশের মোট কর্মসংস্থানে কার্যত যার অবদান ৮৫ শতাংশ। সরকার অসাধারণ সাহস ও দক্ষতার সাথে এই সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছে এবং স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির দিক থেকে অকল্পনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষে রয়েছে। দেশের রপ্তানি আয় এবং রেমিটেন্সও প্রাক-কোভিড রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। বিশেষ ধন্যবাদ লক্ষ লক্ষ কৃষক ও খামারিদের, যারা সমস্ত চ্যালেঞ্জের মুখেও দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশ সফলভাবে অনেক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেছে এবং বাংলাদেশ নিয়ে কিছু বিদেশী বিশেষজ্ঞদের অবিবেচনাপ্রসূত শঙ্কা প্রকাশকে ভুল প্রমাণ করেছে।

২০২১ ছিল পিকেএসএফ-এর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বছর। পিকেএসএফ চতুর্থ দশকে পা দিল। বছরের পর বছর ধরে, বিশেষ করে বিগত ১০-১২ বছর ধরে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার সাথে বহুমাত্রিক মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত ধারণা এবং নির্দেশক নীতিগুলো কর্মসূচি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যবহার করে সফলতা বর্ধিত করা হয়েছে। কিন্তু ২০২১ অন্য বছরগুলোর মতো ছিল না, এমনকি ২০২০-ও না। কারণগুলো বেশ সুস্পষ্ট। ভয়ঙ্কর মহামারিটি সারা বিশ্বে মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের ওপর তার নিষ্ঠুর এবং নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলো মহামারিতে ঝুঁকির মুখে থাকা লক্ষ লক্ষ সদস্যদের পাশে দাঁড়িয়েছে। করোনা মহামারি শুরুর পর থেকেই মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা আমাদের সকলের জন্য অপরিহার্য ছিল এবং এটি এখনও রয়েছে এবং কতোদিন এভাবে চলতে থাকবে, কেউ নিশ্চিতভাবে তা জানে না।

পিকেএসএফ দেশব্যাপী দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলেছে। করোনা মহামারির বিস্তার রোধে আরোপিত ভ্রমণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধের কারণে পিকেএসএফ-এর চলমান আর্থিক ও অ-আর্থিক পরিষেবা প্রাপ্তিতে সদস্যরা নানাবিধ জটিলতার সম্মুখীন হয়। মহামারিতে বিপুল সংখ্যক লোক চাকরি হারায় এবং অনেকের আয় সঙ্কুচিত হয়। চরম সংকটের মুখোমুখি হয় তাদের জীবিকা। অন্যদিকে, করোনার কারণে ভ্রমণ ও কর্মপন্থায় আরোপিত বিধিনিষেধের ফলে পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ও তদারকি কঠিন হয়ে পড়ে। এমন বাস্তবতায়, ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন পদ্ধতি কিছুটা নতুন করে সাজাতে হয়। আমরা যতোটা সম্ভব দক্ষতার সাথে পরিষেবাগুলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছি, যাতে তারা মহামারিসৃষ্ট বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে। পিকেএসএফ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সহযোগী সংস্থাসমূহে তহবিল সরবরাহ করেছে। অপরদিকে, করোনার ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি সত্ত্বেও সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা পৌঁছে দিয়েছে। পিকেএসএফ নিয়মিতভাবে সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছে।

'Livelihood Restoration Loan (LRL)' শীর্ষক একটি বিশেষ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির কথা আমাকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে, যা করোনা মহামারির বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়ন শুরু করে পিকেএসএফ। সরকারের প্রণোদনা তহবিলের আওতায় প্রাপ্ত ৫০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান এবং পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল হতে ১০০ কোটি টাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে এ বিশেষ নমনীয় ঋণ কার্যক্রম। মহামারিতে বিপর্যস্ত দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবনে এই কর্মসূচি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, কোভিড-১৯-এর প্রভাব মোকাবেলায় ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকার পিকেএসএফ-এর অনুকূলে আরও ৫০০ কোটি টাকার অনুদান ঘোষণা করেছে। LRL কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী ও জোরদার করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ডসমূহ পরিদর্শন করছে। ইতোমধ্যেই এর আশাব্যঞ্জক ফলাফল দেখা যাচ্ছে। এই বিশেষ কর্মসূচি ছাড়াও পিকেএসএফ অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পিকেএসএফ নিয়মিতভাবে এর কর্মকাণ্ডসমূহ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে, যা কোভিডকালে অনলাইনে এবং যখনই সম্ভব হয়েছে, শারীরিক উপস্থিতিতে সম্পন্ন করা হয়।

কৃষি এখনও বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। এ বিষয়টি মহামারির সময়ে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কৃষি যথা কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের অবদানের ফলে বৈশ্বিক এ মহামারির মধ্যেও কোনো খাদ্য সংকটের মুখোমুখি হয়নি বাংলাদেশ। এছাড়া, সরকারের সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ এবং এনজিও, সিবিও, সমাজের বিত্তবান মানুষ ও অন্যান্য সংস্থার সহায়তায় ত্রাণ ও প্রণোদনা বিতরণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত প্রকৃত ও সম্ভাব্য সমস্যাগুলো সমাধান করা/এড়ানো গেছে।

যাই হোক, বৈশ্বিক এই মহামারির বহু আগেই পিকেএসএফ ধারণা করতে পেরেছিল যে গ্রামীণ অর্থনীতিকে বহুমুখীকরণ ও শক্তিশালী করতে এবং লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি করতে কৃষির (শস্য, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, বনায়ন) পাশাপাশি উদ্যোগ উন্নয়নও অপরিহার্য। দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি তাই উদ্যোগ উন্নয়নে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়। ইতোমধ্যেই পিকেএসএফ বেশ কয়েকটি খাতে প্রায় ২১ লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করেছে এবং করছে। ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহ যেন 'স্কেল বেনিফিট' অর্জন করতে পারে, সে লক্ষ্যে পিকেএসএফ একটি গুচ্ছভিত্তিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন করছে। ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নকে সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে টেকসই করতে মানবকেন্দ্রিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলোকে এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এক দশকেরও বেশি সময় আগে, পিকেএসএফ-এর দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে, যা ছিল পিকেএসএফ-এর একটি দূরদর্শী উদ্যোগ। পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট ফাউন্ডেশনের সকল কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলো মোকাবেলায় সহায়তা করে। গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর Direct Access Entity (DAE) হিসেবে বাংলাদেশে স্বীকৃত দু'টি প্রতিষ্ঠানের একটি হলো পিকেএসএফ, যার মাধ্যমে জিসিএফ সরাসরি বাংলাদেশে তহবিল সরবরাহ করতে পারে। এছাড়াও, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে অবস্থিত অভিযোজন তহবিল পিকেএসএফ-কে বাংলাদেশে একমাত্র 'জাতীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান' হিসেবে নির্বাচিত করেছে। পিকেএসএফ ইতোমধ্যেই জিসিএফ থেকে কিছু তহবিল পেয়েছে এবং আরও প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বৈশ্বিক মহামারি করোনা এবং বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ফলে পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহের জন্য বিভিন্ন নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে। দেশ এবং দেশের বাইরে মাঠ পর্যায়ে এবং নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ, প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কিং এবং মানব সক্ষমতা বৃদ্ধি এখন সময়ের দাবি। এমন পরিবর্তন যে কেবল সময়ের ব্যাপার, তা পিকেএসএফ-এর কাছে পূর্বানুমিতই ছিলো। এ লক্ষ্যে, একদিকে যেমন পিকেএসএফ-এর বিদ্যমান কর্মপন্থা ও নীতিমালা এবং অন্যদিকে তেমনি সার্বিকভাবে সর্বোচ্চ সহযোগিতা নিশ্চিতের স্বার্থে যথোপযুক্ত নীতিমালার আলোকে পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা-বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী বলয়ে কর্ম পদ্ধতি উন্নয়ন বা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ ও সমন্বয় পদ্ধতি নিরূপণ/সুসংহতকরণ প্রক্রিয়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চলমান রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগতসহ টেকসই উন্নয়নের সকল মাত্রায় ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির সম্ভাব্য সকল সুফল গ্রহণে সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্যকে সক্ষম করে তোলা।

আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এই কারণে যে, গ্রামীণ বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন এবং মানবকেন্দ্রিক বহুমাত্রিক অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালনে সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে তিনি পিকেএসএফ-এর ওপর আস্থা রেখেছেন। আমাদের সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে অব্যাহতভাবে সহযোগিতা করার জন্য উন্নয়ন সহযোগীদেরও ধন্যবাদ জানাই। করোনা মহামারির ফলে সৃষ্ট কঠিন পরিস্থিতিতেও পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ কঠোর পরিশ্রম করেছেন। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভাশিস তাদের জন্য। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা কর্মসূচিসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য পিকেএসএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থাকে ধন্যবাদ জানাই।

(ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ)

মুখবন্ধ

ড. নমিতা হালদার এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

"ইতোমধ্যে পিকেএসএফ-এর কাজ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে

সময়ের পরিক্রমায় আবার এলো নতুন একটি বছর। বিগত দুই বছর ধরে চলা বৈশ্বিক মহামারি বা কোভিড-১৯ বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে মানব জীবনের সকল দিক প্রভাবিত করেছে। অর্থনীতি, সমাজ ও মানুষের পারিবারিক জীবনে এনেছে ব্যাপক পরিবর্তন। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) বর্তমান পরিস্থিতিকে একটি নতুন মন্দা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এত মারাত্মক যে বিশ্বের শক্তিশালী অর্থনীতিগুলো এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। নতুন এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সকল মানুষের আজ একটিমাত্র চাওয়া - মহামারির অবসান।

একদিকে সংক্রমণ ও মৃত্যু ঠেকাতে এবং অপরদিকে অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত কোটি মানুষের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করতে এবং তাদের পুনর্বাসন ও ঘুরে দাঁড়ানো নিশ্চিত করতে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেশের শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সরকারের পাশপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের প্রায় দেড় কোটি পরিবারকে আর্থিক এবং অ-আর্থিক প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করছে। কোভিড-১৯-এর কারণে সাধারণ ছুটির মধ্যেও তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে দরিদ্র মানুষের কল্যাণে সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ নিজস্ব উদ্যোগে ২৭ কোটি টাকা ব্যয় করে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়া, করোনায় আক্রান্তদেরকে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর অনেক সহযোগী সংস্থা ডাক্তার ও নার্সদের সমন্বয়ে টিম গঠন করে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেছে।

বিগত ১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের অনুকূলে প্রায় ৪,৮৩৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। একই সময়ে মাঠ পর্যায়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের ঋণ বিতরণের পরিমাণ প্রায় ৫৭,০১২ কোটি টাকা। আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি পিকেএসএফ অ-আর্থিক ও কারিগরি সেবাসমূহও পুরোদমে চালু রেখেছে। ফলে দরিদ্র সদস্যরা তাদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে।

করোনা সংক্রমণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক খাতসমূহের পুনরুদ্ধারে সরকার বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও ব্যবসাকে গুরুত্ব দিয়ে এ খাতের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অপর এক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ১,০০০ কোটি টাকার তহবিল বরাদ্দ দেয়া হয়। পিকেএসএফ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মাঠ পর্যায়ে এ অর্থ বিতরণ সম্পন্ন করেছে।

আর্থিক ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় ইতোমধ্যে পিকেএসএফ-এর বেশ কয়েকটি কাজ আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসা অর্জন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে অবস্থিত

অভিযোজন তহবিল পিকেএসএফ-কে আগামী পাঁচ বছরের জন্য বাংলাদেশে ‘জাতীয় বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠান’ হিসেবে নির্বাচিত করেছে। বাংলাদেশের বেশকিছু সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এ স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করে। সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় পিকেএসএফ-কে মনোনীত করে। আশা করা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক তহবিলে পিকেএসএফ-এর অভিগম্যতা এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশে এ বিষয়ক কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

১৯৯০ সালে যে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলো কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন। এ লক্ষ্য অর্জনে পিকেএসএফ ক্ষুদ্রঋণের আওতা সম্প্রসারণ করে প্রয়োজন মাফিক ঋণ বিতরণের প্রচলন করে সুফল পাচ্ছে। পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলের জন্য সুনির্দিষ্ট আর্থিক কর্মসূচি নিয়ে পিকেএসএফ-এর চলমান প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এর মাধ্যমেই এসডিজি-এর মূলমন্ত্র ‘কাউকে পেছনে ফেলে নয়’ অর্জনের পথ সুগম হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার গণমুখী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে পিকেএসএফ সর্বদা তৎপর। আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি, বিশেষত অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সহযোগী সংস্থাসমূহ এবং পিকেএসএফ-এর সকল পর্যায়ের কর্মীদল তাদের অক্লান্ত তৎপরতার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে সহায়তা পৌঁছে দিয়েছে। আমি তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মহামারি কাটিয়ে পৃথিবী আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুক, এ কামনা করছি।

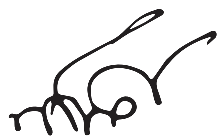

(ড. নমিতা হালদার এনডিসি)

“

পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলের জন্য সুনির্দিষ্ট আর্থিক কর্মসূচি নিয়ে পিকেএসএফ-এর চলমান প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এর মাধ্যমেই এসডিজি-এর মূলমন্ত্র ‘কাউকে পেছনে ফেলে নয়’ অর্জনের পথ সুগম হবে।

পরিচালন

সাধারণ পর্ষদ

পিকেএসএফ-এর সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম হলো সাধারণ পর্ষদ

পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদ পিকেএসএফ-এর নীতিমালা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব পালন করে। কর্মসৃজনকে প্রাধান্য দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবে রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে এই পর্ষদ ব্যবস্থাপনাকে সার্বিক নির্দেশনা প্রদান করে।

সকলের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পিকেএসএফ-এর মূলমন্ত্রকে ধারণ করে সাধারণ পর্ষদ পিকেএসএফ-গৃহীত সকল উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ড তদারকি ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে।

পর্ষদের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে পিকেএসএফ-এর বার্ষিক বাজেট এবং নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী অনুমোদন।

এছাড়া, পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক উপস্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার দায়িত্বও পালন করে সাধারণ পর্ষদ।

সাধারণ পর্ষদের সভা বছরে দু'বার অনুষ্ঠিত হয়। নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভা ডিসেম্বর মাসে এবং অপর সাধারণ সভাটি জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ২৫ জন। প্রজাতন্ত্রের সেবায় বর্তমানে নিযুক্ত নন, এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যানসহ সর্বোচ্চ ১৫ জন সদস্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। অন্য সদস্যরা সাধারণত সরকারি সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে বিশেষভাবে অবদান রেখেছেন বা আগ্রহ রাখেন, এমন ব্যক্তিবর্গ। বার্ষিক সাধারণ সভায় পর্ষদের বাকি ১০ জন সদস্য সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত হন।

সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ
২০০৭ সালে শান্তিতে নোবেলজয়ী 'ইন্টারগভার্নমেন্টাল
প্যানেল অন ক্লাইমেট চেইঞ্জ (আইপিসিসি)'-এর সদস্য

ড. নমিতা হালদার এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অরিজিৎ চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব (বর্তমানে অবসরোত্তর ছুটিতে)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পারভীন মাহমুদ, এফসিএ
চেয়ারপার্সন, ইউসেপ বাংলাদেশ
সাবেক প্রেসিডেন্ট, দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ বাংলাদেশ (আইসিএবি)

নাজনীন সুলতানা
সাবেক ডেপুটি গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী
সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)

ড. মোঃ আবদুল মুঈদ
সাবেক মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ রইছউল আলম মণ্ডল
চেয়ারম্যান, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
সাবেক সিনিয়র সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আকতারী মমতাজ
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এ.এন. শামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী
সাবেক সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ রুহুল আমিন
সাবেক সরকারি কর্মকর্তা (গ্রেড-০১)
সাবেক চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা

ড. রমণীমোহন দেবনাথ
অর্থনীতি বিষয়ক কলামিস্ট

ড. নিয়াজ আহমেদ খান
উপ-উপাচার্য, ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

ড. শরীফা বেগম
সাবেক সিনিয়র রিসার্চ ফেলো
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)

হেলাল আহমদ চৌধুরী
সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)
সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

হুমায়রা ইসলাম, পিএইচডি
প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক
শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিজএ্যাডভান্টেজড উইমেন (পিকেএসএফ-এর একটি সহযোগী সংস্থা)

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
নির্বাহী পরিচালক
ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) (পিকেএসএফ-এর একটি সহযোগী সংস্থা)

মোঃ আবদুল হান্নান
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সাবেক চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আবুল কালাম আজাদ
সাবেক সদস্য (সচিব), পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উম্মুল হাছনা
সাবেক সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ রেজাউল আহসান
সাবেক সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাহমুদা বেগম
সাবেক অতিরিক্ত সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সুধাংশু শেখর বিশ্বাস
সাবেক অতিরিক্ত সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সনৎ কুমার সাহা
সাবেক অতিরিক্ত সচিব
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (গ্রেড-১), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষিবিদ মোঃ আজহারুল ইসলাম
সাবেক সদস্য পরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিচালনা পর্ষদ

পরিচালনা পর্ষদের নির্ধারিত কর্মপরিধিতে ও দিক-নির্দেশনায় পরিচালিত হচ্ছে পিকেএসএফ-এর ব্যাপক বিস্তৃত কর্মযজ্ঞ

পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব হলো ফাউন্ডেশনের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রমের দিকনির্দেশনা প্রদান ও কর্মপরিধি নির্ধারণ। প্রকল্প বা কর্মসূচির অনুমোদন, অনুদান, ঋণ বা সহযোগী সংস্থাকে প্রদেয় অন্যান্য আর্থিক সহায়তাসহ এই পর্ষদ পিকেএসএফ-এর আর্থিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা সাত। দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে সাফল্যের যথাযথ স্বীকৃতি আছে বা এ বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও অন্য দুইজন সদস্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। পরিচালনা পর্ষদের অন্য তিনজন সদস্য পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা বা উন্নয়ন খাতে বিশেষ অবদান রেখেছেন, এমন ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত হন।

সরকারের পরামর্শ সাপেক্ষে পরিচালনা পর্ষদ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে নিয়োগ প্রদান করে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পদাধিকারবলে তিনি পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদের সদস্য।

পরিচালনা পর্ষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন চিন্তাবিদ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান ঢাকা স্কুল অফ ইকনোমিকস-এর পরিচালনা পরিষদের সভাপতি। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের উন্নয়ন দর্শনের কেন্দ্রে রয়েছে সবার জন্য মানবাধিকার ও মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ হচ্ছে মৌলিক শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ। তার ধারণাগত উন্নয়ন ভাবনা এবং নেতৃত্বে পিকেএসএফ প্রাথমিকভাবে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে মানবকেন্দ্রিক সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে।

আদর্শভিত্তিক মূল্যবোধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গুণগত মানের শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়নে গঠিত জাতীয় কমিটির কো-চেয়ারম্যান হিসেবে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, তিনি একজন প্রথিতযশা জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ, যিনি পরিবেশ ও মানুষের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের বৈরি প্রভাবসমূহ এবং তা থেকে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে একজন নিরলস গবেষক।

তিনি বহু বছর ধরেই টেকসই উন্নয়ন ধারণার অন্যতম পথিকৃৎ। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে জাতিসংঘে উপস্থাপিত বাংলাদেশের Post-2015 Development Agenda সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালা প্রণয়নে তিনি জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক বিবেচনা ও গ্রহণ করার জন্য খসড়া টেকসই উন্নয়ন-২০৩০ কর্মসূচি প্রণয়নকল্পে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ Open Working Group-এ তিনি বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এই প্রস্তাবনা গ্রহণ করে।

১৯৮০-এর দশক থেকে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের গবেষণা, সংলাপ ও এ্যাডভোকেসির অন্যতম প্রধান প্রসঙ্গ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা। বিশেষত, পানিসম্পদ বিষয়ে তিনি দেশীয় ও দক্ষিণ এশীয় বিশেষজ্ঞদের সাথে যৌথভাবে এ অঞ্চলের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী অববাহিকায় পানি ব্যবস্থাপনা বিষয় নিয়ে কয়েকটি দিকনির্দেশনামূলক গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেন। পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তার আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা রয়েছে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ নীতি পরিকল্পনা, খাদ্য ও কৃষি, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন, পানিসম্পদ, পল্লী উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, মানব উন্নয়ন, উন্নয়নে নারী ও জেন্ডার ইস্যুসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত পরিসরে গবেষণা করেছেন। তার প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত ৪০টি গ্রন্থ এবং ২৫০টির বেশি প্রবন্ধ (একক বা যৌথভাবে)।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক প্রেসিডেন্ট (টানা তিন মেয়াদে নির্বাচিত), বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-এর সাবেক গবেষণা পরিচালক। তিনি ১৯৭৯-১৯৮৩ মেয়াদে কুয়ালালামপুরভিত্তিক এ্যাসোসিয়েশন অফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটস অফ এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক (ADIPA, পরবর্তীকালে APISA)-এর সভাপতি এবং ১৯৮৮-১৯৯১ মেয়াদে রোমভিত্তিক সোসাইটি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (SID)-এর সহ-সভাপতি ছিলেন। ২০১১ থেকে ২০১৪ মেয়াদে তিনি জাতিসংঘের কিয়োটো প্রোটোকল-এর আওতায় ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (CDM)-এর নির্বাহী সদস্য ছিলেন। ২০০৭ সালে ইন্টারগভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেইঞ্জ (IPCC)-এর শান্তিতে নোবেল বিজয়ে যেসব অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক ভূমিকা রাখেন, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি IPCC-র তৃতীয় ও চতুর্থ মূল্যায়নে একজন সমন্বয়কারী/প্রধান সমন্বয়কারী প্রণেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই দু'টি মূল্যায়ন যথাক্রমে ২০০১ ও ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়।

তিনি ১৯৯৭-২০০১ মেয়াদ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় পানিসম্পদ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন এবং ১৯৯৮-২০০১ সালে সরকার প্রণীত জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এবং জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা-এর অবৈতনিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। তিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-এর একজন সদস্য।

জনসেবা ও সমাজসেবায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ২০১৯ সালে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার' এবং দরিদ্রবান্ধব উন্নয়ন ভাবনা ও দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৯ সালে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'একুশে পদক'-এ ভূষিত হন। এছাড়াও, তিনি 'জাতীয় পরিবেশ পদক ২০১৯' লাভ করেন।

ড. নমিতা হালদার এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ

পিকেএসএফ-এর ১১তম ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি কর্মজীবনে ছিলেন একজন শীর্ষ সরকারি কর্মকর্তা। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে তিনি নিষ্ঠার সাথে রাষ্ট্র-অর্পিত দায়িত্বাবলী সম্পাদন করেন। ৩১ বছরের দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি মাঠ প্রশাসন এবং নীতি নির্ধারণী- উভয় পর্যায়েই দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। বহুমুখী গুণের অধিকারী ড. হালদার পেশাগত জীবনে মানবসেবায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

একজন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে প্রজাতন্ত্রে কর্মজীবন শুরু করে তিনি সরকারি চাকরির শীর্ষ পদে উন্নীত হন এবং সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। এই যাত্রাকালে তিনি মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন পদে, যেমন রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মাঠ প্রশাসনে কাজের অভিজ্ঞতা তৃণমূলে মানুষের চাহিদা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তার জ্ঞানভাণ্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করে। অনগ্রসর ও প্রান্তিক মানুষের সেবায় নিজেকে আরো কার্যকরভাবে নিয়োজিত করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর দীর্ঘদিনের।

সরকারি কাঠামোতে তিনি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি 'এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন (ইপিসি)' শীর্ষক প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন। প্রকল্পটির আওতায় বাল্যবিয়ে, যৌতুক, নারী ও শিশু পাচার এবং সব ধরনের শিশু নির্যাতন ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা তৈরিতে কাজ করেন।

ড. হালদার ২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন। এ সময় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ নির্বাহী এবং বৈশ্বিক এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ তৈরি হয়। এছাড়া, সংসদীয় বিষয়াবলী ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত ধারণা লাভ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তৎকালীন বিভিন্ন বৈদেশিক সফরে যোগ দিয়ে তিনি বহু দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশ নেন।

২০১৭ সালের জুলাই মাসে ড. হালদার সচিব পদে পদোন্নতি পান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন। এ সময় তিনি অভিবাসী কর্মীদের অধিকার রক্ষা এবং মানব পাচার প্রতিরোধে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন। তিনি অভিবাসন প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্যও নিরলস পরিশ্রম করেন। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যসমূহ অর্জন সংক্রান্ত কার্যক্রমে তাঁর নিবিড় কৌশলগত সংযোগ ছিল।

ড. হালদার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিতে স্নাতক (সম্মান) এবং প্ল্যান্ট প্যাথলজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে উন্নয়ন প্রশাসনে আরো একটি স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। পরবর্তীকালে, তিনি নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চের ক্যান্টারবেরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ইফেক্টিভ রিপ্রেজেন্টেশন অফ উইমেন লেজিসলেটরস ইন পার্লামেন্টস' বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও, তিনি পাবলিক রিলেশনস, পাবলিসিটি অ্যান্ড প্রোমোশন-এ ডিপ্লোমা করেন।

প্রজাতন্ত্রের সেবায় নিয়োজিত কর্মজীবনে ড. হালদার ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্স (এনডিসি), নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নে ই-পরিষেবা, অ্যাডভান্সড কোর্স অন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এসিএডি), ই-গভর্নেন্স প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজিং অ্যাট দ্য টপ (এমএটিটি), পপুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট, আইন ও প্রশাসন, ট্রেজারি বিধিসহ বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশ নেয়ার মাধ্যমে তার পেশাগত দক্ষতাকে শাণিত করেন।

ড. নমিতা হালদার এনডিসি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ-এর একজন সম্মানীয় সদস্য এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসরিয়াল ফেলো হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

সদস্য

অরিজিৎ চৌধুরী

অরিজিৎ চৌধুরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব (বর্তমানে অবসরোত্তর ছুটিতে)। তিনি রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড এবং সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। অরিজিৎ চৌধুরী বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন স্ট্র্যাটেজি পিয়ার লার্নিং গ্রুপ, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) ফাউন্ডেশন-এর সদস্য। এর আগে তিনি আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক এবং নেপাল বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড-এর পর্ষদে দায়িত্ব পালন করেন। অরিজিৎ চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন।

পারভীন মাহমুদ, এফসিএ

বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনে পারভীন মাহমুদ, এফসিএ, টেকসই উন্নয়নে পরিবর্তনের প্রবক্তা এবং পেশাগতভাবে হিসাবশাস্ত্রে অনন্য দক্ষতার অধিকারী একজন ব্যক্তিত্ব। বর্তমানে তিনি ইউসেপ বাংলাদেশ এবং হার স্টোরি ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারপার্সন।

পারভীন মাহমুদ ব্র্যাকে যোগদানের মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। পারভীন মাহমুদ গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট (জিটিটি)-এর প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি ACNABIN চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টসের সহযোগী ছিলেন। তিনি দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ বাংলাদেশের (ICAB)-এর প্রথম নারী কাউন্সিল সদস্য এবং তিন মেয়াদে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে তিনি ICAB-র প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সার্ক-এর অ্যাকাউন্টিং পেশাজীবীদের সংগঠন সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অফ অ্যাকাউন্টেন্টস (SAFA)-এর প্রথম নারী পর্ষদ সদস্য। তিনি সিএ ফিমেইল ফোরাম - উইমেন ইন লিডারশিপ কমিটি, ICAB-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন।

তিনি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (TIB), ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল, আরডিআরএস, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), ফ্রেন্ডশিপ, ঘাসফুল-সহ অনেক প্রতিষ্ঠানের পর্ষদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি এপেক্স ফুটওয়্যার, বার্জার পেইন্টস এবং মারিকো বাংলাদেশ লিমিটেড-এর স্বতন্ত্র পরিচালক। তিনি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (CPD) ও বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য।

পারভীন মাহমুদ মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এসিস্ট্যান্স সার্ভিস (MIDAS), এ্যাসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন এবং শাশা ডেনিম লিমিটেড-এর সাবেক চেয়ারপার্সন। তিনি ন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি প্যানেল ফর এসএমই ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশ-এর সদস্য ছিলেন। এছাড়াও, পারভীন মাহমুদ ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা পর্ষদ সদস্য এবং এসএমই উইমেন'স ফোরাম-এর আহ্বায়ক।

সমাজসেবা ও সমাজ পরিবর্তনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০২০ সালে চিটাগং ডাইজেস্ট কর্তৃক টপ টেন শাইনিং পার্সোনালিটি পুরস্কার, ২০১৯ সালে ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক উন্নয়ন ক্যাটাগরিতে অনন্যা শীর্ষ দশ পুরস্কার-২০১৮, উদ্যোক্তা ও নারীর ক্ষমতায়নে অবদানের জন্য আরটিভি কর্তৃক জয়া আলোকিত নারী-২০১৮ পুরস্কার, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (BASIS) কর্তৃক উইমেন অ্যাট ওয়ার্ক-২০১৭, ২০১৭ সালে বাংলাদেশ অর্গানাইজেশন ফর লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (BOLD) কর্তৃক উইমেন অফ ইন্সপিরেশন এ্যাওয়ার্ডস ইত্যাদি সম্মাননা অর্জন করেন। কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট ২০১৫ সালে তাকে দক্ষিণ এশীয় অগ্রণী নারী হিসেবে চিহ্নিত করে এবং যুক্তরাজ্যের ম্যাকমিলান পাবলিশার্স লিমিটেড থেকে তাকে নিয়ে 'চ্যাম্পিওনিং উইমেন' শীর্ষক একটি কেস স্টাডি প্রকাশ করে।

নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদানের জন্য পারভীন মাহমুদ ২০০৬ সালে নারীকণ্ঠ ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'বেগম রোকেয়া শাইনিং পার্সোনালিটি এ্যাওয়ার্ড- ২০০৬' লাভ করেন।

নাজনীন সুলতানা

নাজনীন সুলতানা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম নারী ডেপুটি গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ডেপুটি গভর্নর হিসেবে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের জনবল বিভাগ, ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট বিভাগ, আইটি অপারেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি), ফরেন এক্সচেঞ্জ ইনভেস্টমেন্ট বিভাগ এবং ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি বিভাগে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে, নাজনীন সুলতানা বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক-এর দায়িত্ব পালন করেন। বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত 'বাংলাদেশ ব্যাংক ফর স্ট্যান্ডার্ড হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সফটওয়্যার প্যাকেজ অ্যান্ড ইআরপি প্যাকেজ'-এ তিনি প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত বিষয়াবলী ব্যবস্থাপনায় তিনি ৩০ বছরের বেশি সময় নিয়োজিত ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাইজেশন টিমে তিনি নেতৃত্ব দেন। তিনি ইন্সটিটিউট অফ ব্যাংকারস, বাংলাদেশ (আইবিবি)-এর কোয়েশ্চেন মডারেটর ও হেড এক্সামিনার। তিনি ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (InM)-এর পরিচালনা পর্ষদেরও একজন সদস্য। বর্তমানে তিনি MIDAS ফাইন্যান্সিং লিমিটেড-এর একজন স্বতন্ত্র পরিচালক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ থেকে নাজনীন সুলতানা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী

ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আওতাধীন বাংলাদেশ একাডেমি ফর সিকিউরিটিজ মার্কেটস (বিএএসএম)-এর মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত। তিনি ১৯৮১-২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (BIBM)-এ কর্মরত ছিলেন। সেখানে, শেষ ১০ বছর (২০১০-২০১৯) তিনি BIBM-এর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। BIBM-এ চাকরিকালে তিনি ব্যাংকিং খাতে সংস্কার কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ২০১০-২০১৪ পর্যন্ত পরপর দুই মেয়াদে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির নির্বাচিত মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড (ইবিএল)-এর একজন স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ইবিএল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এবং ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (InM), মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের পর্ষদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ঢাকা স্কুল অফ ইকোনমিক্স-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সচিব এবং ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স, বাংলাদেশ (ICCB)-এর ব্যাংকিং কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়নে পরিকল্পনা কমিশনের জন্য 'ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট' বিষয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার প্রস্তুত করেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ সালে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রিধারী ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী ভারতের শিমলাস্থ হিমাচল প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. মোঃ আবদুল মুঈদ

ড. মোঃ আবদুল মুঈদ সাড়ে তিন দশক ধরে টেকসই কৃষি, ক্লাইমেট-স্মার্ট কৃষি, জলবায়ু অভিযোজন ও ঝুঁকি প্রশমন, কৃষি আবহাওয়া, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়নের কাজে সম্পৃক্ত। বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার হিসেবে কর্মজীবনে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয়ভুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ইন্টারন্যাশনাল মেইজ অ্যান্ড হোয়েট ইম্প্রুভমেন্ট সেন্টার (CIMMYT-Bangladesh)-এর একজন সিনিয়র কনসালটেন্ট এবং USAID-এর ফিড দ্যা ফিউচার বাংলাদেশ নিউট্রিশন এ্যাক্টিভিটি-এর একজন ন্যাশনাল কনসালটেন্ট। তিনি সাউথ এশিয়ান ফোরাম অন এগ্রিকালচার মেটেওরোলজি-এর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন-এর কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির সদস্য এবং BSAFE ফাউন্ডেশন-এর একজন সদস্য। সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর ড. মোঃ আবদুল মুঈদ পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার-এ একজন সেক্টর এক্সপার্ট-এগ্রিকালচার হিসেবে এবং বিশ্বব্যাংক অর্থায়িত ও RIMES কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্লাইমেট এডাপটেশন অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট-এ ন্যাশনাল সেক্টোরাল এক্সপার্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর সিন্ডিকেট সদস্য, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন-এর বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর সদস্য এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং Hortex ফাউন্ডেশন-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ড. মোঃ আবদুল মুঈদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যুক্তরাজ্যের ব্যাঙ্গর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোলাবোরেশনে পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি DANIDA ফেলোশিপ, ব্রিটিশ কাউন্সিল ইন্সপায়ার ফেলোশিপ এবং ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এনএসটি) ফেলোশিপ অর্জন করেন।

ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শীর্ষ উন্নয়ন সংস্থা পিকেএসএফ তার সকল স্তরের সুদক্ষ জনবল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারা একটি সমন্বিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করে। তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং অত্যন্ত স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণে অংগ্রহণের মাধ্যমে পেশাগত এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে দক্ষতা প্রমাণের ক্ষেত্রে কৌশলগত এবং নৈতিকভাবে প্রণোদিত বোধ করেন।

পিকেএসএফ-এর সার্বিক কর্মকাণ্ড মূলত দুজন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, একজন সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চারজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনবল শাখার প্রধান হিসেবে একজন সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক এবং নিরীক্ষা শাখার প্রধান হিসেবে একজন মহাব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়, যারা সরাসরি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে রিপোর্ট করেন। এছাড়া, ০৮টি প্যানেলের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কার্যক্রম (জাগরণ, অগ্রসর, বুনিয়াদ এবং সুফলন) পরিচালিত হয়। প্যানেলসমূহই পিকেএসএফ-এর সাথে সহযোগী সংস্থাসমূহের যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিটি প্যানেল প্রায় ২৫টি সহযোগী সংস্থার তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত। এই প্যানেলসমূহ চারজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান, গ্রামীণ ক্ষুদ্র উদ্যোগ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, স্যানিটেশন, স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসনসহ দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। সাধারণত প্রতিটি প্রকল্পের জন্য এক একটি স্বতন্ত্র প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের মাধ্যমে পিকেএসএফ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে। একজন প্রকল্প পরিচালক/সমন্বয়কারী প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের প্রধান হিসেবে কাজ করেন। প্রকল্প পরিচালক/সমন্বয়কারী সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের তত্ত্বাবধানে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করেন। এছাড়া, তিনি বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পিকেএসএফ-এর যোগাযোগ রক্ষা করেন।

অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১ দেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রাধিকারের প্রেক্ষিতে নতুন ও সম্ভাব্য নতুন বাস্তবতায় নীতি ও করণীয় নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এই দায়িত্ব পালনে একদিকে গ্রামীণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট এবং অপরদিকে আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিক বিবেচনায় রাখা হয়। তিনি পিকেএসএফ-এর পাঁচটি প্রকল্প [Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE), Sustainable Enterprise Project (SEP), Microenterprise Development Project (MDP), Rural Microfinance Transformation Project (RMTP) এবং Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE)] তত্ত্বাবধান করেন। যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিট, ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ নীতিমালা এবং প্রস্তাবিত ডিজিটালাইজেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১-এর অধীনে পরিচালিত হয়।

অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২ সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে সম্পর্ক ও তাদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা এবং পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় প্রয়োজনে তাদের কর্মকাণ্ড পুনর্বিন্যাস বা পরিমার্জন করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। তিনি সমৃদ্ধি কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ শাখা, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য Learning and Innovation Fund to Test New Ideas (LIFT) কর্মসূচি এবং পিকেএসএফ প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার

বিষয়টি তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি Bangladesh Rural Water Supply and Sanitation for Human Capital Development (BD-Rural-WASH) প্রকল্প, Skills of Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্প ও Sanitation Development Loan প্রকল্প তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর অধীনে ০৩টি প্যানেলের মাধ্যমে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এছাড়া তিনি সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এন্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট, সমন্বিত কৃষি ইউনিট, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে থাকেন। পিকেএসএফ-এর চারটি প্রকল্প যথা Strengthening Resilience of Livestock Farmers through Risk Reducing Services (LRMP), Inclusive Risk Mitigation Project (IRMP), Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) ও Kuwait Goodwill Fund (KGF)-এর কার্যক্রম সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২ সাধারণ প্রশাসন এবং রক্ষণাবেক্ষণ শাখার মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে সকল প্রকার প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করে থাকেন। এছাড়া, তিনি ইনফরমেশন ও টেকনোলজি শাখা, আইন শাখা, বিশেষ তহবিল-এর কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি ২টি প্যানেলের মাধ্যমে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কর্মসূচি এবং Livelihood Restoration Loan (LRL)-এর কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৩ অর্থ ও হিসাব শাখার পাশাপাশি ২টি প্যানেলের মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর মুলকাঠামোভুক্ত ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়া মূলস্রোতভুক্ত সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি, কর্মসূচি সহায়ক তহবিল, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি, কৈশোর কর্মসূচি উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-২-এর অধীনে পরিচালিত হয়।

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৪ উদ্ভাবন, শুদ্ধাচার, প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্ব ও সুশাসন, গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়া, তার তত্ত্বাবধানে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কর্মসূচির একটি প্যানেল পরিচালিত হয়।

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৫ বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের সম্মুখীন হতে পারে এমন জনগোষ্ঠীর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসার (Resilience) সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রয়োগিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, পিকেএসএফ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-ভুক্ত Green Climate Fund (GCF) এবং Adaptation Fund-এর National Implementing Entity (NIE) হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৫ GCF-এর সাথে পিকেএসএফ সম্পর্কিত যাবতীয় যোগাযোগ রক্ষা করেন। এছাড়া Extended Community Climate Change Project (ECCCP)-Flood এবং Low Income Community Housing Support (LICHS) শীর্ষক প্রকল্প উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-৫-এর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

একজন সিনিয়র মহাব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত জনবল শাখা প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মেধাবী এবং বিচক্ষণ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করে। এছাড়া, কর্মকর্তা/কর্মচারিদের কাজের মান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ আয়োজন, কর্মকর্তা/কর্মচারিদের কার্য-সম্পাদনের মান ও পরিমাণ মূল্যায়ন, কর্মকর্তা/কর্মচারিদের যোগ্যতা ও কর্ম-দক্ষতা ও সম্পাদিত কাজের মান অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদান এবং কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখা জনবল শাখার অন্যতম দায়িত্ব। সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক (জনবল) সরাসরি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট রিপোর্ট করেন।

একজন মহাব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে নিরীক্ষা শাখা পরিচালিত হয়। তিনি নিরীক্ষা শাখা, পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহের আর্থিক লেনদেনসহ যাবতীয় বিষয়ে প্রতারণা শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধ এবং পিকেএসএফ-এর নীতিমালা ও সরকারি নীতিমালা মোতাবেক পিকেএসএফ-এর যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে কি না, তা নিরীক্ষার মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে থাকেন। নিরীক্ষা শাখা 'অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা' এবং 'বহিঃনিরীক্ষা' নামে দুটি ভাগে বিভক্ত। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা শাখা পিকেএসএফ পর্যায়ে সংঘটিত ব্যয়সমূহের প্রাক-নিরীক্ষা এবং সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির ব্যয়ের পুনঃভরণ বিল নিরীক্ষা করে। বহিঃনিরীক্ষা শাখা পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের নিরীক্ষা সম্পাদন এবং সিএ ফার্ম-এর মাধ্যমে সহযোগী সংস্থাসমূহের নিরীক্ষার ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় করে। মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) সরাসরি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের তত্ত্বাবধানে কাজ করেন।

কর্মকর্তা/কর্মচারী

৩০ জুন ২০২১ তারিখে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, পিকেএসএফ-এ সর্বমোট ৪১৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। এদের মধ্যে ২৪৭ জন নিয়মিত কর্মকর্তা, ১৭ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা, ৭৪ জন প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তা এবং ৮১ জন কর্মচারী (সাপোর্ট স্টাফ)।

পিকেএসএফ-এর

আর্থিক কার্যক্রম

সর্বমোট সদস্য

১.৫৪ কোটি

সংগঠিত গ্রুপ সদস্যগণ মাঠ পর্যায়ের সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত পিকেএসএফ-এর সকল কার্যক্রমের মূল চালিকা শক্তি। ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থার সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ১.৫৪ কোটি, যার ৯০.৭৩% নারী। একই তারিখে, ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ১.১৭ কোটি। এর মধ্যে নারী ১.০৭ কোটি, যা মোট ঋণ গ্রহীতার (৯১.৪৫%)।

২২১

সহযোগী সংস্থা

৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার সংখ্যা ২২১টি। প্রতিষ্ঠার পর থেকে পিকেএসএফ যথাযথভাবে সহযোগী সংস্থা বাছাই করার জন্য কঠোর পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে। এই সহযোগী সংস্থাগুলো পিকেএসএফ-এর সকল কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

২০২০-২১ অর্থবছরে

৯.৪৫ লক্ষ

নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত

নারীর অংশগ্রহণ

মোট
ঋণ গ্রহীতার

৯১.৪৫% নারী

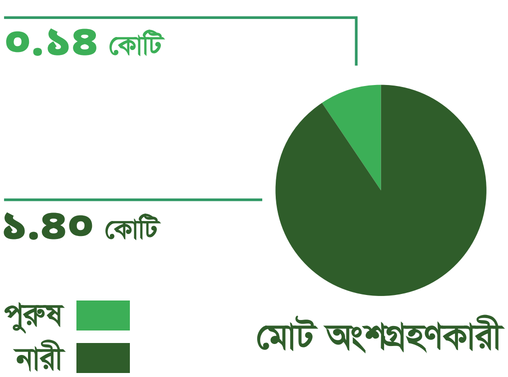

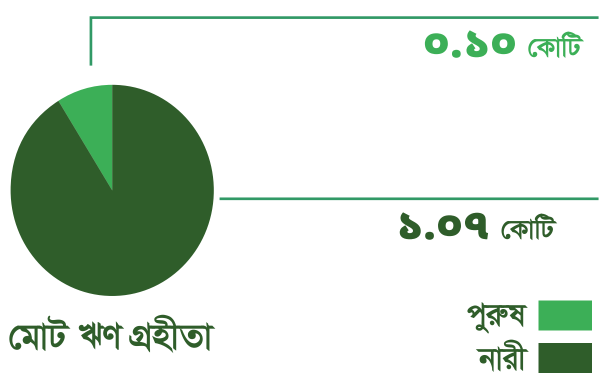

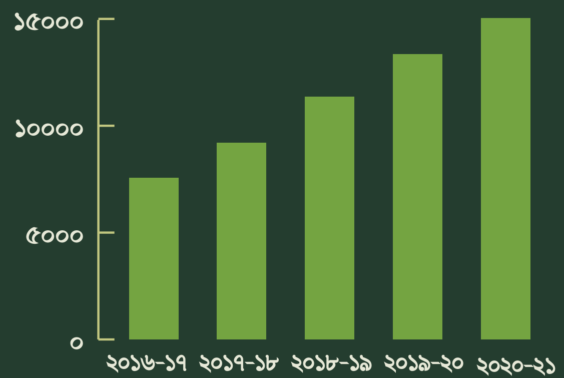

৫ বছরের সঞ্চয় প্রবৃদ্ধি
(কোটি টাকায়)

সদস্যদের মোট সঞ্চয়

১৫,০১৯.৩৫ কোটি টাকা

২০২০-২১ অর্থবছরে সঞ্চয়

১,৬৮৮.৪১ কোটি টাকা

পিকেএসএফ - সহযোগী সংস্থা

ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতি

পিকেএসএফ-এর আর্থিক পরিষেবা ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে অবিচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধি রেকর্ড করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ ছিল ৩,৮৬৬.৫২ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে আর্থিক এ পরিষেবার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৮৩২.৪২ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ২৪.৯৫% বেশি।

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সহযোগী সংস্থাগুলোর নিকট পিকেএসএফ-এর ঋণস্থিতি

৭,২১১.৩২ কোটি টাকা

৩০ জুন ২০২১ তারিখে সহযোগী সংস্থাগুলোর নিকট পিকেএসএফ-এর ঋণস্থিতি দাঁড়িয়েছে ৭,২১১.৩২ কোটি টাকা।

সহযোগী সংস্থা - ঋণ গ্রহীতা

২০২০-২১ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্যদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ

৫৭,০১১.৫৭ কোটি টাকা

২০১৯-২০ অর্থবছরে সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্যদের মাঝে ৪৭,১৬১.৮৮ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়।

ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতি

২০২০-২১ অর্থবছরে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৭০১১.৫৭ কোটি টাকায়, যা আগের বছরের তুলনায় ২০.৮৮% বেশি। ৩০ জুন ২০২১ তারিখে সদস্যদের নিকট সহযোগী সংস্থাগুলোর ঋণস্থিতি ৩৭,৯৯৫.৮৩ কোটি টাকা।

পিকেএসএফ-এর যাত্রালগ্ন থেকে ঋণস্থিতি (কোটি টাকায়)

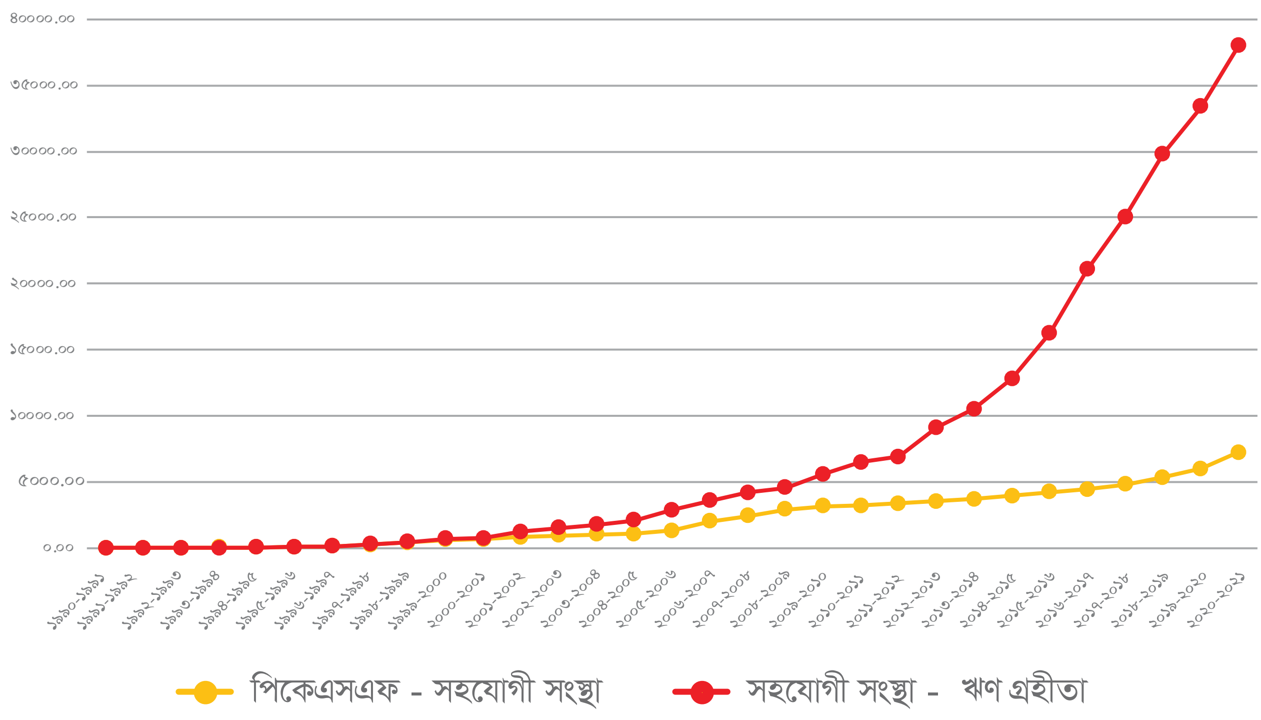

কর্মসূচি অনুযায়ী গড় ঋণের আকার (টাকায়)

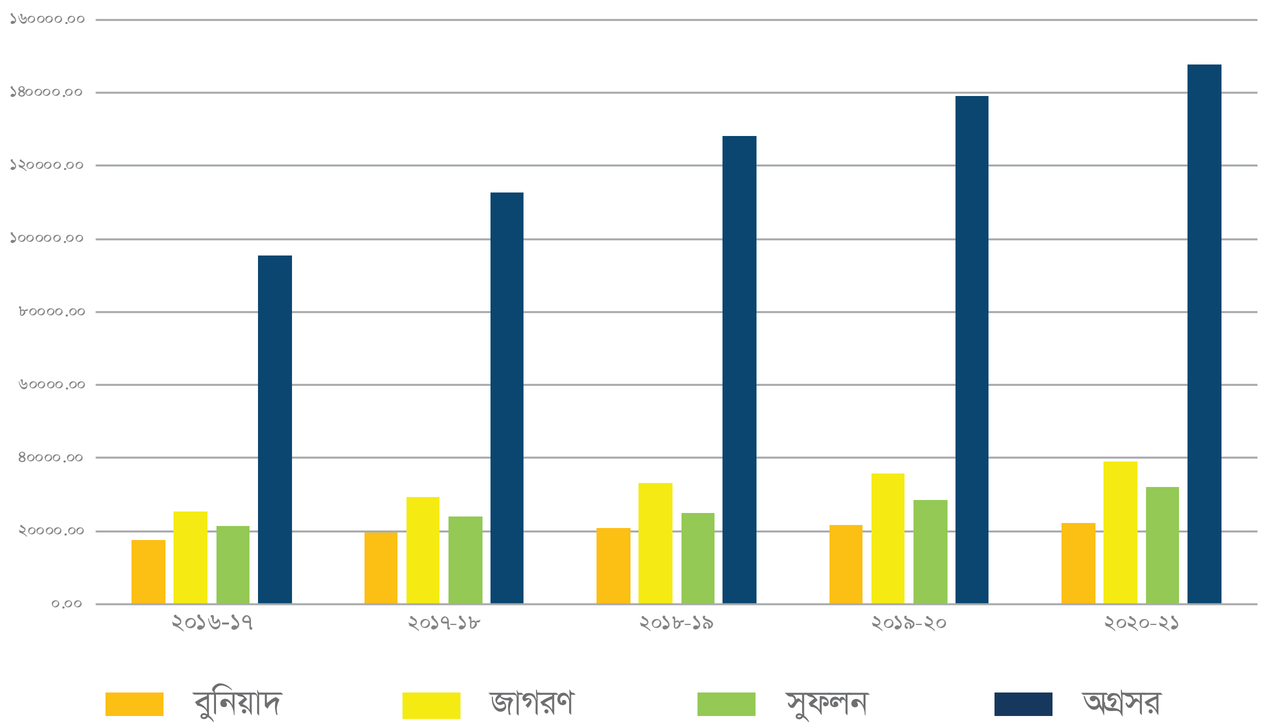

সহযোগী সংস্থা থেকে সদস্য পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচিতে ঋণস্থিতির হার
(জুন ২০২১ পর্যন্ত)

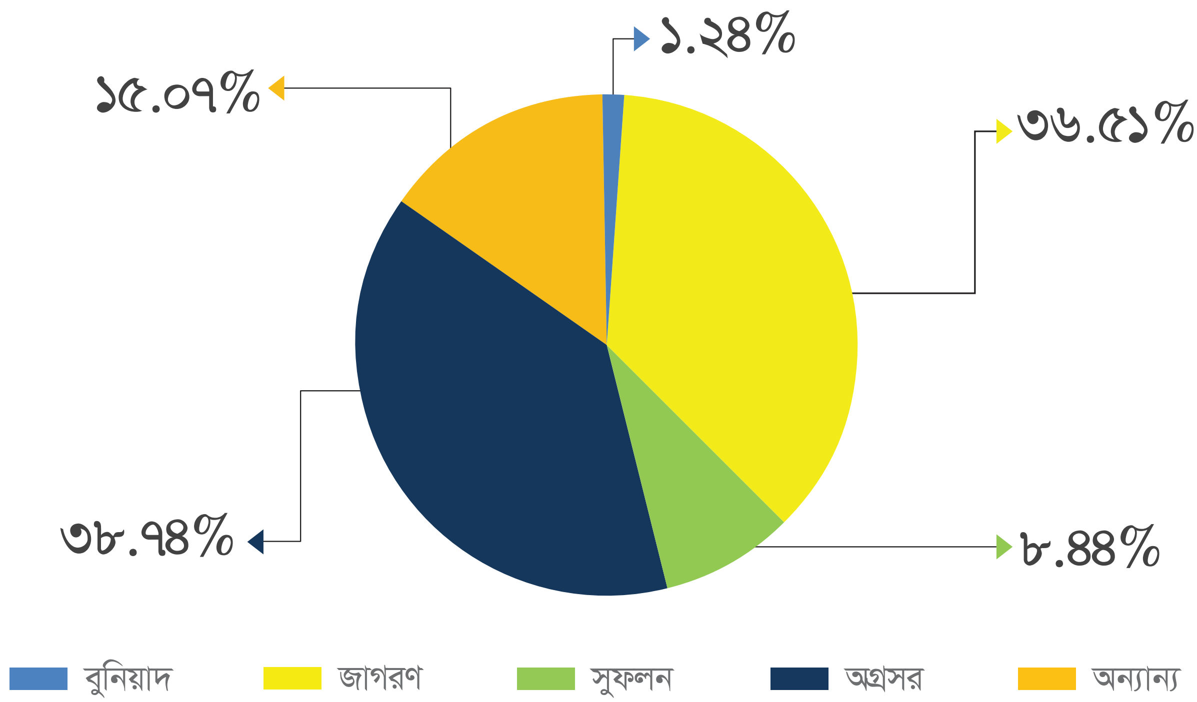

খাতওয়ারী উদ্যোগ উন্নয়ন ঋণস্থিতির হার (জুন ২০২১ পর্যন্ত)

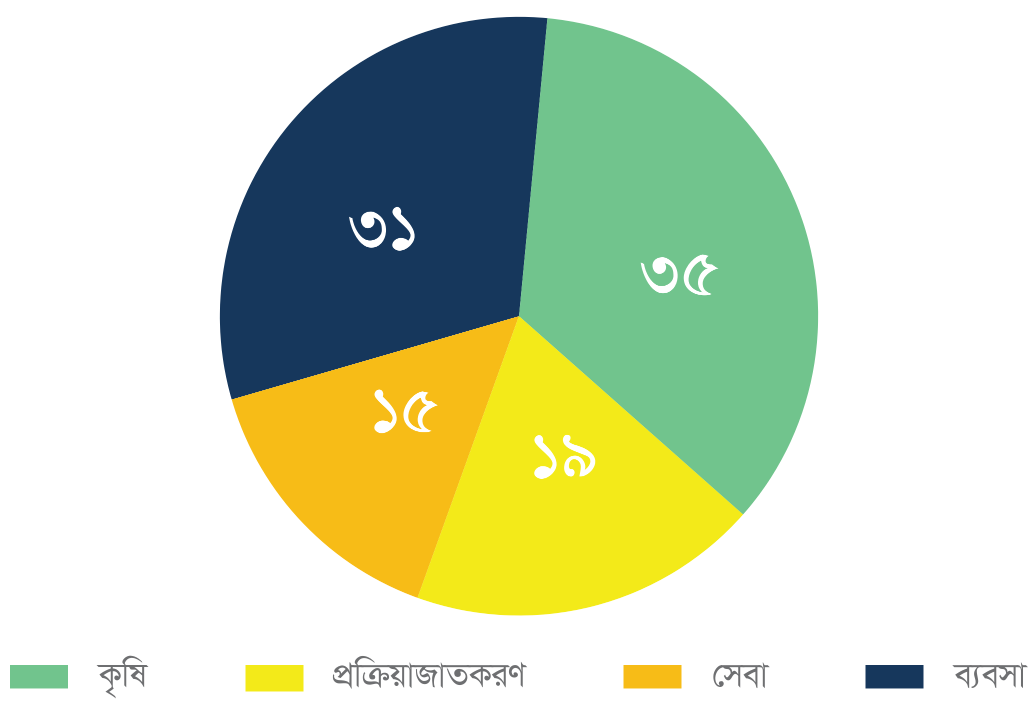

কালের পরিক্রমায় পিকেএসএফ...

সাল	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	মূল বৈশিষ্ট্য	সহযোগিতায়
১৯৯১	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	দরিদ্রদের অর্থায়ন	বাংলাদেশ সরকার
১৯৯৬	পভার্টি এলিভিয়েশন মাইক্রোফিন্যান্স প্রজেক্ট-১	বিদ্যমান ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সম্প্রসারণ	বিশ্বব্যাংক
১৯৯৭	পার্টিসিপেটরি লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (PLDP)	কারিগরি সহায়তাসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন অর্থায়ন	এডিবি
১৯৯৮	ট্রেনিং এমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড ইনকাম জেনারেটিং প্রজেক্ট (যমুনা মাল্টিপারপাস ব্রিজ অথরিটি- JMBA)	ক্ষতিগ্রস্তদের ঋণ প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
১৯৯৯	ইন্টিগ্রেটেড ফুড এসিসটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (IFADEP)	অতিদরিদ্রদের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
১৯৯৯	সুন্দরবন বায়োডাইভার্সিটি কনজারভেশন প্রজেক্ট (SBCP)	বন ব্যবহারকারীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিশ্চিতকরণ অর্থায়ন	এডিবি
১৯৯৯	নগর অঞ্চলের জন্য ক্ষুদ্রঋণ	নগরের দরিদ্রদের অর্থায়ন	পিকেএসএফ
২০০০	সোশিও-ইকোনমিক রিহ্যাবিলিটেশন লোন প্রোগ্রাম (SRLP)	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অর্থায়ন	এডিবি
২০০১	ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ	অগ্রগামী ঋণগ্রহীতাদের অর্থায়ন	বাংলাদেশ সরকার
২০০১	পভার্টি এলিভিয়েশন মাইক্রোফিন্যান্স প্রজেক্ট -২	দরিদ্রদের জন্য গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ, নগর ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০২	ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দ্য পুওরেস্ট (FSP)	অতিদরিদ্রদের অর্থায়ন	বিশ্বব্যাংক
২০০৩	মাইক্রোফিন্যান্স এন্ড টেকনিক্যাল সাপোর্ট (MFTS) প্রজেক্ট	কারিগরি সহায়তাসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন অর্থায়নে	ইফাদ
২০০৪	লাইভলিহুড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট (LRP)	দুর্যোগ উত্তরণে ঋণ সহায়তা প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০৪	পার্টিসিপেটরি লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২ (PLDP-ll)	কারিগরি সহায়তাসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অর্থায়ন	এডিবি
২০০৪	অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	অতিদরিদ্রদের জন্য ঋণ প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
২০০৫	মাইক্রোফিন্যান্স ফর মার্জিনাল এন্ড স্মল ফারমার্স প্রজেক্ট (MFMSFP)	ক্ষুদ্র ও প্রান্তি কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান	ইফাদ
২০০৫	মঙ্গা মিটিগেশন ইনিশিয়েটিভ পাইলট প্রোগ্রাম (MMIPP)	মৌসুমী ক্ষুধা নিরসনে উদ্যোগ	বিশ্বব্যাংক
২০০৬	মৌসুমী ঋণ	জীবিকায়নের সুযোগসমূহ শক্তিশালীকরণে সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০০৬	লার্নিং এন্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াস (LIFT)	দরিদ্রবান্ধব উদ্ভাবনীমূলক ধারণাসমূহে অর্থায়ন	ডিএফআইডি
২০০৬	প্রোগ্রামড ইনিশিয়েটিভস ফর মঙ্গা ইরাডিকেশন (PRIME)	মৌসুমী ক্ষুধা নিরসনে উদ্যোগ	ডিএফআইডি
২০০৭	ইমার্জেন্সি ২০০৭ ফ্লাড রিস্টোরেশন এন্ড রিকভারি এসিসটেন্স প্রোগ্রাম (EFRRAP)	দুর্যোগ উত্তরণে ঋণ সহায়তা প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০৭	ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দ্য ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অব দ্য আল্ট্রাপুওর প্রজেক্ট (FSOEUP)	অতিদরিদ্রদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানে সহায়তা	পিকেএসএফ
২০০৭	মাইক্রোফিন্যান্স সাপোর্ট ইন্টারভেনশন ফর এফএসভিজিডি এন্ড ইউপি বেনিফিশিয়ারিজ প্রজেক্ট	অতিদরিদ্রদের ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
২০০৭	রিহ্যাবিলিটেশন অব নন-মটোরাইজড ট্রান্সপোর্ট পুলার্স এন্ড পুওর ওনার্স (RNPPO) প্রজেক্ট	অযান্ত্রিক পরিবহন চালকদের পুনর্বাসন ঋণ প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০০৭	রিহ্যাবিলিটেশন অব সিডর এ্যাফেক্টেড কোস্টাল ফিশারি, স্মল বিজনেস এন্ড লাইভস্টক এন্টারপ্রাইজ (RESCUE)	দুর্যোগ উত্তরণে আর্থিক সহায়তা প্রাদান	বাংলাদেশ সরকার
২০০৭	রুরাল ইলেক্ট্রিফিকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (REDP)	বিদ্যুৎ সেবাপ্রাপ্তিতে সহায়তা	ডিএফআইডি
২০০৭	স্পেশাল এ্যাসিসটেন্স ফর হাউজিং অব সিডর এ্যাফেক্টেড বরোয়ার্স (SAHOS)	দুর্যোগ উত্তরণে আর্থিক সহায়তা প্রাদান	বাংলাদেশ সরকার
২০০৮	ফিন্যান্স ফর এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন (FEDEC) প্রজেক্ট	ক্ষুদ্র উদ্যোগক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন	ইফাদ
২০০৮	কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	দেশের খাদ্য উৎপাদনে কৃষকদের সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০১০	ডেভেলপিং ইনক্লুসিভ ইন্সুরেন্স সেক্টর প্রজেক্ট (DIISP)	দরিদ্রদের বীমা সহায়তা প্রদান	এডিবি
২০১০	দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)	মানবমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় পরিবারভিত্তিক সামগ্রিক উন্নয়ন	বাংলাদেশ সরকার ও পিকেএসএফ
২০১০	বিশেষ তহবিল	দরিদ্রদের জরুরি সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০১০	হেলথ ইন্সুরেন্স ফর দ্য পুওর অব বাংলাদেশ (HIPB)	বীমা প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক সহায়তা প্রদান	Rockefeller Foundation
২০১১	কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (CCCP)	জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় দরিদ্রদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান	বিসিসিআরএফ
২০১১	কুয়েত গুডউইল ফান্ড ফর দ্য প্রমোশন অব ফুড সিকিউরিটি ইন ইসলামিক কান্ট্রিজ (KGFPFSIC)	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বর্ধিত ঋণ সহায়তা প্রদান	কেএফএইডি
২০১১	কর্মসূচি সহায়ক তহবিল	দরিদ্রদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ

কালের পরিক্রমায় পিকেএসএফ...

সাল	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	মূল বৈশিষ্ট্য	সহযোগিতায়
২০১২	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড	বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব মোকাবেলায় দরিদ্রদের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে আর্থিক সহায়তা প্রদান	বাংলাদেশ সরকার
২০১৩	ইউপিপি-উজ্জীবিত	সম্বলহীন ও নারীপ্রধান খানাসমূহের অতিদারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসই উত্তরণ	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সরকার ও পিকেএসএফ
২০১৩	প্রাণিসম্পদ ইউনিট এবং কৃষি ইউনিট	দরিদ্রদের কর্মসংস্থান, দারিদ্য দূরীকরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্য চাষ উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ	পিকেএসএফ
২০১৩	সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট	দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানবমর্যাদা নিশ্চিত এবং সমাজে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন সংশ্লিষ্ট তথ্য, উন্নয়ন ধারণা এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিস্তরণ	পিকেএসএফ
২০১৩	রেজাল্ট- বেজড মনিটরিং (RBM)	বিভিন্ন উদ্যোগের ফলাফল, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও প্রভাব পর্যবেক্ষণ	পিকেএসএফ
২০১৪	প্রমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন এ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস (PACE)	দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিতকরণে কৃষি ও অকৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণ	ইফাদ ও পিকেএসএফ
২০১৫	স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)	আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়েপড়া পরিবারের তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মজুরিভিত্তিক ও স্ব-কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ	এডিবি, বাংলাদেশ সরকার ও এসডিসি
২০১৬	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	দুর্দশাগ্রস্ত প্রবীণদের সহায়তা প্রদান	পিকেএসএফ
২০১৬	সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানুষের সুকুমার বৃত্তির সমন্বয়ে দেশীয় সংস্কৃতি ও ক্রীড়া চর্চার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি ও কীড়ামনস্ক সমাজ ও জাতি গঠন	পিকেএসএফ
২০১৬	নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প	বাংলাদেশে নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে অপরিকল্পিতভাবে বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন	বিশ্বব্যাংক
২০১৭	ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম	স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্রদের উপযুক্ত ঋণ সহায়তা প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০১৭	গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF)	বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন অভিযোজন পদক্ষেপ গ্রহণ	ইউএনএফসিসিসি
২০১৮	সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (SEP)	লক্ষ্যভুক্ত ক্ষুদ্রউদ্যোক্তাদের পরিবেশগতভাবে টেকসই উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা প্রদান	বিশ্বব্যাংক
২০১৯	মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (MDP)	অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগে সহায়তা প্রদান	এডিবি
২০১৯	পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (PPEPP)	অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, তাদের মূলস্রোত অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে যুক্ত করা: অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সরকারি ও বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো জোরদার করতে সহযোগিতা প্রদান	ডিএফআইডি ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
২০১৯	The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP)	দুর্যোগপ্রবণ এলাকার দরিদ্র মানুষের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অণ্যান্য দুর্যোগজনিত ঝুঁকি নিরসনে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা উদ্ভাবন প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন	জাইকা
২০২০	রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (RMTP)	বিভিন্ন সম্ভাবনাময় উচ্চ মূল্যমানের কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিচালনা; পুষ্টি ও খাদ্যের গুনগতমান নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তম কৃষি চর্চা প্রয়োগের পাশাপাশি কৃষি পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও বিপণনে সার্টিফিকেশন ও শনাক্তকরণের পদক্ষেপ; ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে আর্থিক পরিষেবা এবং তথ্য-প্রযুক্তিসহ উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তির প্রচলন	ইফাদ
২০২০	Strengthening Resilience of Livestock Farmers Through Risk Reducing Services (LRMP)	গবাদিপ্রাণী খাতে সম্প্রসারিত পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে গবাদিপ্রাণীর অসুস্থতা ও মৃত্যুঝুঁকি কমানো	এসডিসি
২০২০	Extended Community Climate Change Project Flood (ECCCP-Flood)	দুর্যোগপ্রবণ এলাকার দরিদ্র মানুষের জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও চর্চা করার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	জিসিএফ ও পিকেএসএফ
২০২১	মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) প্রকল্প	এসডিজির ৬.১ ও ৬.২ লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও ওয়াশ সেবার মানোন্নয়নের জন্য 'নিরাপদে পরিচালিত' পরিষেবাদি নিশ্চিতকরণ	বিশ্বব্যাংক, এআইআইবি ও পিকেএসএফ
২০২১	Livelihood Restoration Loan (LRL)	কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলায় গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র উদ্যোক্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবন আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	বাংলাদেশ সরকার ও পিকেএসএফ

পিকেএসএফ-এর প্রধান সেবাসমূহ

কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	প্রারম্ভকাল	মূল বৈশিষ্ট্য
জাগরণ - গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	১৯৯০-৯১	সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ
জাগরণ - নগর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	১৯৯৮-৯৯	সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ
বুনিয়াদ - অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	২০০৪-০৫	সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ
অগ্রসর - ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ	২০০৪-০৫	সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ
সুফলন - মৌসুমী ঋণ	২০০৬-০৭	সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ
প্রোগ্রামড ইনিশিয়েটিভস ফর মঙ্গা ইরাডিকেশন (PRIME)	২০০৬-০৭	● নমনীয় ক্ষুদ্রঋণ ও জরুরি ঋণ ● কাজের বিনিময়ে অর্থ ● প্রশিক্ষণ ● সুপেয় পানির ব্যবস্থা ● টিকা ও স্বাস্থ্যক্যাম্প ● প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ● প্রাগ্রসর ও সহায়তাকারী সংযোগ
লার্নিং এন্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াস (LIFT)	২০০৬-০৭	বিভিন্ন ধরনের অর্থায়ন পদ্ধতি যেমন, সহজশর্তে ঋণ, অনুদান, সাম্যভিত্তিক অংশীদারিত্ব, ঋণ ও অনুদানের মিশ্র পদ্ধতি
সাহস (SAHOS)	২০০৭-০৮	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন সহয়তা প্রদান
সুফলন - কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	২০০৮-০৯	সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ঋণ
ফিন্যান্স ফর এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন (FEDEC) প্রজেক্ট	২০০৮-০৯	● ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ● নির্বাচিত উদ্যোগসমূহের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন
দরিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)	২০০৯-১০	● স্বাস্থ্য ● শিক্ষা ● উপযুক্ত ঋণ ● বিশেষ সঞ্চয় ● উন্নয়নে যুব সমাজ ও কর্মসংস্থান ● সমৃদ্ধ বাড়ি ● সমৃদ্ধি কেন্দ্র ● উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন ● কমিউনিটিভিত্তিক উন্নয়ন
ডেভেলপিং ইনক্লুসিভ ইন্সুরেন্স সেক্টর প্রজেক্ট (DIISP)	২০১০-১১	● ক্ষুদ্রবীমা পাইলট স্কিম ● বাজার যাচাইকরণ ও পণ্যের মানোন্নয়ন ● নিয়মনীতি, আইন ও নিয়ন্ত্রণকাঠামো শক্তিশালীকরণ ● সচেতনতা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন
কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (CCCP)	২০১০-১১	জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় দরিদ্রদের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান
বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF)	২০১২-১৩	● গবেষণা ও বাস্তবায়ন ● বনায়ন ● স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ● নলকূপ স্থাপন ● বন্ধুচুলা স্থাপন
ইউপিপি - উজ্জীবিত	২০১৩-১৪	● দক্ষতা উন্নয়ন ● বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ ● নিয়মিত পরামর্শদান/সচেতনতা সৃষ্টি ● পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচেতনীকরণ ● জনমত সৃষ্টিতে স্থানীয় উদ্যোগ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট এবং কৃষি ইউনিট	২০১৩-১৪	● প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্য ভ্যালু চেইন উন্নয়নে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি এবং সেবা সম্প্রসারণ ● প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ● প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্যচাষে বিভিন্ন শ্রেণিতে উপযুক্ত আর্থিক সেবার (ঋণ ও বীমা) বিকাশ ● প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্যচাষে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি বাধ্যবাধকতা/বিধিসমূহ অনুসরণ ● জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাণিসম্পদ, শস্য ও মৎস্যচাষের বিকাশ
সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট	২০১৩-১৪	● সেমিনার, কর্মশালা ও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন ● সচেতনতামূলক ও জ্ঞানভিত্তিক বই, পোস্টার ও লিফলেট প্রকাশনা ও বিতরণ ● জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিলবোর্ড ও মোবাইল সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে জনসেবামূলক ঘোষণা প্রচার ও ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন ● কমিউনিটি রেডিও এবং তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত সংস্থাগুলির নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে জনসভা, বিতর্ক, চিত্রঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে অংশীজনদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ● দরিদ্রবান্ধব নীতি সমর্থন

পিকেএসএফ-এর প্রধান সেবাসমূহ

কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	প্রারম্ভকাল	মূল বৈশিষ্ট্য
রেজাল্ট-বেজডস মনিটরিং (RBM)	২০১৩-১৪	● ফলাফলের মেলবন্ধন সৃজন এবং ফলাফল পরিমাপ উদ্যোগসমূহের সাফল্যের ধারা ও অধিকতর উৎকর্ষ সাধনের জন্য ফলাফল বিনিময়
প্রোমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন এ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস (PACE)	২০১৪-১৫	● দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিত করতে কৃষি ও অকৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণ
স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)	২০১৫-১৬	● চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ● প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের কর্মসংস্থান
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	২০১৬-১৭	● প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন ● বয়স্ক ভাতা প্রদান ● বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম ও পেনশন ফান্ড গঠনের উদ্যোগ ● সমাজে বয়স্কদের অবদানের স্বীকৃতি ● পিতা-মাতা ও বয়স্কদের কল্যাণে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা প্রদান ● দরিদ্র প্রবীণদের উপযুক্ত ঋণ ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান ● প্রবীণদের জেরিয়াট্রিক ফিজিওথেরাপি প্রদানের লক্ষ্যে প্যারাফিজিও-থেরাপিস্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান
সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি	২০১৬-১৭	● দেশীয় সাংস্কৃতির কর্মকাণ্ডের প্রসার (চিত্রাঙ্কন, সুন্দর হাতের লেখা, দেয়াল পত্রিকা, আবৃত্তি, বিতর্ক, গান, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি) ● ক্রীড়া চর্চা (ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, ক্রিকেট, শরীর চর্চা ইত্যাদি)
নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন সহায়তা প্রকল্প	২০১৬-১৭	● গৃহ ঋণ ● গৃহ নির্মাণে কারিগরি সহায়তা প্রদান
ওবিএ স্যানিটেশন মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম	২০১৬-১৭	● স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণে কারিগরি সহায়তা ● পয়ঃনিষ্কাশন উন্নয়ন ঋণ (এসডিএল) বিতরণ ● পায়খানা নির্মাণ
গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF)	২০১৬-১৭	● বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় বিভিন্ন অভিযোজন পদক্ষেপ গ্রহণ
সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (SEP)	২০১৮-১৯	● ব্র্যান্ড উন্নয়নের জন্য ইকো-লেবেলিং এবং প্রধান বাজারসমূহে অভিগম্যতা বৃদ্ধি ● রাজস্ব বৃদ্ধিমূলক সাধারণ সেবাসমূহে বিনিয়োগ ● রাজস্ব বহির্ভূত কায়িক কার্যাবলিতে বিনিয়োগ ● পরিবেশবান্ধব এবং উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি ও চর্চা
মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (MDP)	২০১৯-২০	● পরিবেশবান্ধব ও আর্থিকভাবে টেকসই উদ্যোগ গ্রহণে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান
পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (PPEPP)	২০১৯-২০	● কর্মসংস্থান সৃষ্টি ● লক্ষ্যভুক্ত খানাসমূহে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার বাজার চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লক্ষ্যভুক্ত জেলাসমূহে টেকসই বাজার চাহিদার উন্নয়ন ● দুর্যোগ ও অভিঘাতসহিষ্ণু বিকল্প জীবিকায়ন ব্যবস্থা
The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (IRMP)	২০১৮-১৯	● দুর্যোগপ্রবণ এলাকার দরিদ্র মানুষের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অন্যান্য দুর্যোগজনিত ঝুঁকি নিরসনে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা উদ্ভাবন ● প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন
রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (RMTP)	২০২০-২১	● বিভিন্ন সম্ভাবনাময় কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণ ● পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ● ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক প্রযুক্তি প্রচলন ● প্রান্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের টেকসই সম্প্রসারণ
মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) প্রকল্প	২০২০-২১	● দেশের বাছাইকৃত গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ 'ব্যবস্থাপনায়' পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অভিগম্যতায় উন্নয়ন সাধন ● পানি ও স্যানিটেশনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রকে শক্তিশালীকরণ
Livelihood Restoration Loam (LRL)	২০২০-২১	● বৈশ্বিক কোভিড মহামারি মোকাবেলার গ্রামঞ্চলে দরিদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবন এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ● ঋণ সহায়তা কৃষি ও কৃষি-সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প-সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা প্রশিক্ষিত তরুণ, বেকার যুব এবং বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিকদের ঋণ সহায়তা
Strengthening Resilience of Livestock Farmers Through Risk Reducing Services(LRMP)	২০১৯-২০	● গবাদিপ্রাণী খাতে সম্প্রসারিত পরিষেবা প্রদান ● গবাদিপ্রাণীর অসুস্থতা ও মৃত্যু ঝুঁকি কমানো
Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood)	২০১৯-২০	● দুর্যোগপ্রবণ এলাকার দরিদ্র মানুষের জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও চর্চা করার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

মূলস্রোতভুক্ত কর্মসূচি

শুধু ঋণ দিয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। মানুষের বহুমাত্রিক চাহিদার নিরিখে পিকেএসএফ যথাপ্রয়োজনীয় আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান করে। এছাড়া, সমাজে পিছিয়ে পড়া, পিছিয়ে থাকা ও পিছিয়ে রাখা মানুষের জন্য ন্যায্যতা ও সমতা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বুনিয়াদ

‘বুনিয়াদ’-এর শাব্দিক অর্থ ভিত্তি। ২০০৪ সাল থেকে দেশব্যাপী বাস্তবায়নাধীন এ কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো, আর্থিক ও অ-আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের জন্য টেকসইভাবে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি ও প্রাপ্য মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।

২০২০-২১ অর্থবছরে অগ্রগতি

সহযোগী সংস্থাদের ঋণ তহবিল সরবরাহ

১৯৫.০৫ কোটি টাকা

ঋণ তহবিল স্থিতির পরিমাণ

২৮৭.৪২ কোটি টাকা

এক নজরে কর্মসূচি

৪.০৬ লক্ষ

মোট ঋণ গ্রহীতা

সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহীতা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ

৭৯২.৯৮ কোটি টাকা

ঋণস্থিতির পরিমাণ

৪৬৯.৮০ কোটি টাকা

গড় ঋণের পরিমাণ

২২,০০০ টাকা

স্ব-বর্জন, সামাজিক বর্জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক বর্জনের কারণে অতিদরিদ্ররা গতানুগতিক আর্থিক পরিষেবা থেকে বাদ পড়তেন। এর মৌলিক কারণগুলোর মধ্যে ছিল, তাদের দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব। অনেকক্ষেত্রে, উদ্যোগের ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবও এর জন্য দায়ী। এমন বাস্তবতায়, সনাতন আর্থিক পরিষেবা থেকে বাদ পড়াদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পিকেএসএফ ‘বুনিয়াদ’ শীর্ষক এ কার্যক্রম চালু করে। এ পরিষেবার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো স্বল্প সার্ভিস চার্জ এবং ঋণ পরিশোধের ধরনে নমনীয়তা। সঞ্চয় জমা, উত্তোলন, ঋণ পরিশোধ, সমিতির সভায় উপস্থিতি, নতুন ঋণের জন্য ন্যূনতম সঞ্চয় জমা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও নমনীয়তা রয়েছে। এছাড়া, পিকেএসএফ ‘বুনিয়াদ’-এর আওতায় অতিদরিদ্রদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ এবং ভূমি ইজারা ঋণ প্রদান করে।

বুনিয়াদের আওতায় বছরভিত্তিক ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)

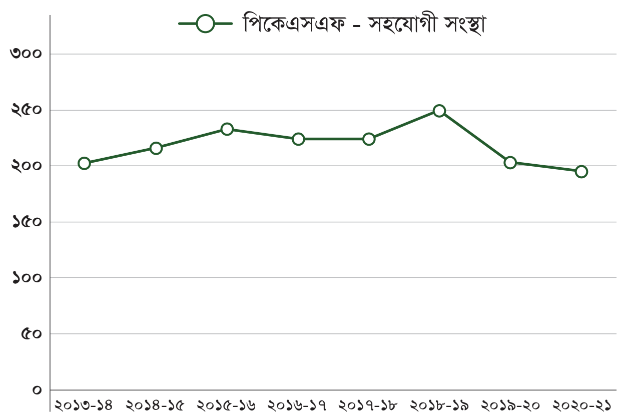

জাগরণ

‘জাগরণ’ বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে পরিবারভিত্তিক উদ্যোগ উন্নয়নের জন্য পিকেএসএফ-এর একটি ঋণ কার্যক্রম। অক্টোবর ১৯৯০ সাল থেকে ‘জাগরণ’ (পূর্বে ‘গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ’ হিসেবে পরিচিত) কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য আর্থিক পরিষেবা সম্প্রসারিত করা হচ্ছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে অগ্রগতি

সহযোগী সংস্থাদের ঋণ তহবিল সরবরাহ

১,০২৩.৮৯ কোটি টাকা

ঋণ তহবিল স্থিতির পরিমাণ

২,০৭৫.০৫ কোটি টাকা

এক নজরে কর্মসূচি

মোট ঋণ গ্রহীতা

৭০.৭৮ লক্ষ

সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহীতা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ

২২,৬৩৩.৬৩

কোটি টাকা

ঋণস্থিতির পরিমাণ

১৩,৮৭৩.০০

কোটি টাকা

গড় ঋণের পরিমাণ

৩৯,০০০ টাকা

'জাগরণ'র কার্যক্রম শুরুতে গ্রামাঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৯৯৯ সালে পিকেএসএফ শহরাঞ্চলের দরিদ্রদের এ আর্থিক পরিষেবার পরিধির মধ্যে নিয়ে আসে। শহরাঞ্চলে 'জাগরণ' কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ গ্রামাঞ্চলের তুলনায় বেশি এবং শ্রম বাজারে তাদের উচ্চতর অংশগ্রহণ, বস্তুগত সম্পদে আরও বেশি প্রবেশাধিকার, পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অর্থবহ ভূমিকা রয়েছে। শহরাঞ্চলে 'জাগরণ' সদস্যরা সাধারণত ভূমিহীন। তারা অননুমোদিত জায়গায় বসতি স্থাপন করে এবং ছোট ব্যবসার জন্য ঋণ নেয়।

জুন ২০২১ অবধি, 'জাগরণ'-এর অধীনে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ১৫,৬০১.৮০ কোটি টাকা এবং ১,৯৯,৮৬৫.২৭ কোটি টাকা।

জাগরণ-এর আওতায় বছরভিত্তিক ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)

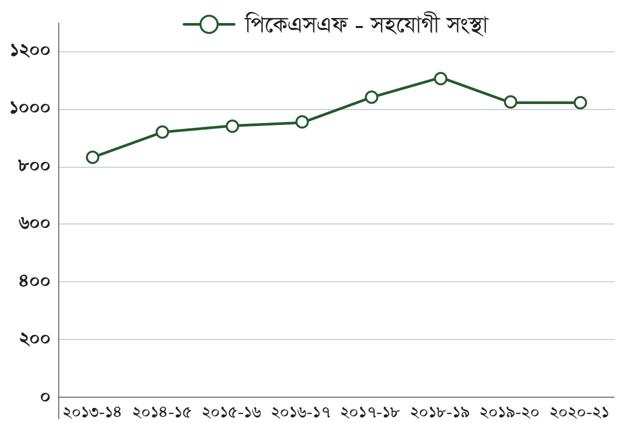

অগ্রসর

দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রক্রিয়া টেকসই করতে হলে উদ্যোক্তা সৃষ্টির বিকল্প নেই - এই অনুধাবন থেকে পিকেএসএফ ২০০১ সালে ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে। নাম দেয়া হয় 'অগ্রসর'। যেকোনো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে ১৫ লক্ষ টাকা (জমি ও স্থাপনা বাদে) বিনিয়োগ থাকলে, তাকে অগ্রসর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একজন উদ্যোক্তা অগ্রসর কর্মসূচির আওতায় ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারেন।

২০২০-২১ অর্থবছরে অগ্রগতি

সহযোগী সংস্থাদের ঋণ তহবিল সরবরাহ

১,৭৪২.১০ কোটি টাকা

ঋণ তহবিল স্থিতির পরিমাণ

২,৮৯৪.৭৭ কোটি টাকা

এক নজরে কর্মসূচি

মোট ঋণ গ্রহীতা

১৭.২৮ লক্ষ

সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহীতা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ

২০,৬০০.৪১

কোটি টাকা

ঋণস্থিতির পরিমাণ

১৪,৭২০.৫৭

কোটি টাকা

গড় ঋণের পরিমাণ

১,৪৮,০০০ টাকা

হার্টউইগ শেফার
ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিশ্বব্যাংক

... পিকেএসএফ ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নকারী বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান ...

অগ্রসরের আওতায় বছরভিত্তিক ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)

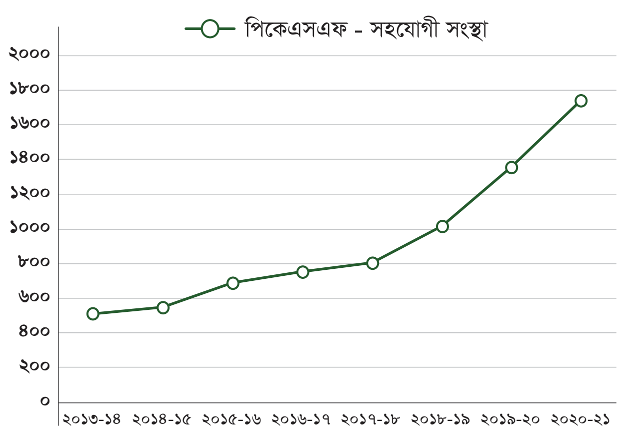

সুফলন

পিকেএসএফ ২০০৫ সালে প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের কল্যাণে ‘এমএফএমএসএফপি’ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এর সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে পিকেএসএফ ২০০৮ সালে ‘কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি’ গ্রহণ করে। এছাড়াও, কৃষকদের মৌসুমি ফসল উৎপাদনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৬ সালে পিকেএসএফ ‘মৌসুমী ঋণ কর্মসূচি’ শুরু করে। ২০১৪ সালে ‘কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি’ এবং ‘মৌসুমী ঋণ কর্মসূচি’-কে একীভূত করে ‘সুফলন’ নামকরণ করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবার সুবাদে নানাবিধ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড যেমন, শস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, গবাদিপ্রাণী পালন, মৎস্য চাষ, কৃষি-বনায়ন, কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে অগ্রগতি

সহযোগী সংস্থাদের ঋণ তহবিল সরবরাহ

৭৮৫.১০ কোটি টাকা

ঋণ তহবিল স্থিতির পরিমাণ

৫৬৫.০০ কোটি টাকা

এক নজরে কর্মসূচি

মোট ঋণ গ্রহীতা

৯.৬৩ লক্ষ

সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহীতা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ

৫,৮২৮.৫৮

কোটি টাকা

ঋণস্থিতির পরিমাণ

৩,০৩৬.৭৫

কোটি টাকা

গড় ঋণের পরিমাণ

৩২,০০০ টাকা

'সুফলন'-এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো নমনীয় ঋণ পরিশোধের ধরন (যেমন, মৌসুমী কৃষি কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এককালীন পরিশোধ, মৌসুমী বা 'বেলুন' পরিশোধ) এবং বিভিন্ন ধরনের কৃষি উৎপাদনের জন্য একাধিক ঋণ গ্রহণের বিধান। পণ্য বিক্রির পর এক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের বিধান 'সুফলন' কর্মসূচিকে ঋণগ্রহীতাদের, বিশেষত গরু মোটাতাজাকরণ এবং শস্য উৎপাদনে নিয়োজিত কৃষকদের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছে।

জুন ২০২১ অবধি, 'সুফলন'-এর অধীনে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক পরিষেবার পরিমাণ যথাক্রমে ১০,৪৪৫.৮৬ কোটি টাকা এবং ৩৮,৬৮৬.২৪ কোটি টাকা।

সুফলনের আওতায় বছরভিত্তিক ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)

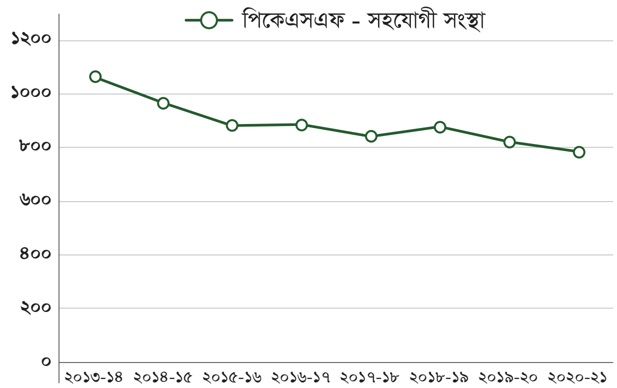

কৃষি ইউনিট

আধুনিক, লাগসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশে টেকসই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে পিকেএসএফ-এর কৃষি ইউনিট। প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের দোরগোড়ায় লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ও সেবা পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি এ ইউনিটের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন সহায়ক উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার প্রাপ্তিতে সহায়তা, কৃষিভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠা এবং কৃষির খাতভিত্তিক মেয়াদকাল, ভৌগোলিক অবস্থান, মৌসুম, উৎপাদন খরচ, খামারের প্রকৃতি ও আকার এবং চাহিদা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত ঋণ প্রদানেও সহায়তা করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৮ জেলায় কৃষি ইউনিটের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

কর্মএলাকা

৬৯
উপজেলা

২৮
জেলা

২৬
কৃষি পরিবেশ অঞ্চল

প্রযুক্তি সম্প্রসারণ

জুন ২০২১ পর্যন্ত কৃষি ইউনিটের আওতায় ৩০টি কৃষি প্রযুক্তি ও উচ্চমূল্যের ফসলের জাতের ওপর ২৬,৮৬৭টি প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। এছাড়া, বিভিন্ন বিরতিতে ১,২১৭টি মাঠ দিবস ও ৫টি উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ আয়োজিত হয়।

পাশাপাশি, পিকেএসএফ-এর কৃষি ইউনিটভুক্ত কর্মএলাকায় কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রে ২,৪৩৪টি সভা পরিচালনা করা হয়েছে, যেখানে কৃষকগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলার সরকারি অফিসের কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও পরামর্শ গ্রহণ করেছেন।

সক্ষমতা বৃদ্ধি

কৃষি ইউনিটের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহের সংগঠিত কৃষকদের কারিগরি জ্ঞান ও আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে জুন ২০২১ পর্যন্ত ৩৬,৬৫০ জন সদস্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়া, সহযোগী সংস্থাসমূহের সংগঠিত ৪০৭ জন সদস্য বগুড়ায় 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমী' ও সংস্থাসমূহের নিজস্ব প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে বিশেষায়িত কৃষি কার্যক্রমের ওপর আবাসিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। একই সময়ে, সহযোগী সংস্থার ৭৯৯ জন কৃষিবিদ 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমী', 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট', 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট' এবং সংস্থাসমূহের প্রশিক্ষণ ভেন্যুতে উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

কৃষি ইউনিটের আওতায় সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয় করে মাঠ পর্যায়ে উচ্চমূল্য, উচ্চ ফলনশীল ও বিশেষ পুষ্টিগুণসম্পন্ন ফসলের জাত, যেমন সুগন্ধি ও জিংক সমৃদ্ধ ধান, গ্রীষ্মকালীন তরমুজ ও টমেটো, ক্যাপসিকাম, স্কোয়াস, রকমেলন, বিটরুট ইত্যাদি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

জলবায়ুগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, যেমন লবণাক্ত এলাকায় সর্জান ও ফসলের ক্ষেতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন সফলভাবে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

বর্তমানে, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর সাথে কালো ধানের সম্প্রসারণ ও স্বীকৃতি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাথে কৃষিপণ্যের উপযুক্ত বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে কৃষি ইউনিট।

পিকেএসএফ-এর কৃষি ইউনিট-এর আওতায় 'তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে বিকল্প ফসল উৎপাদন ও বহুমুখী আয়ের উৎস সৃষ্টি' শীর্ষক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে কুষ্টিয়া, লালমনিরহাট, কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলায় বর্তমানে প্রায় ১,৭০০ তামাক চাষী ৫০৬ হেক্টর জমিতে তামাকের পরিবর্তে বিভিন্ন উচ্চমূল্যের বিকল্প খাদ্য ফসল উৎপাদন করছে। তারা প্রত্যেকে বহুমুখী ও অতিরিক্ত আয়ের উৎস হিসেবে বাড়িতে গরু মোটাতাজাকরণ, বাণিজ্যিকভাবে মুরগি পালন, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও টার্কি পালন করছেন। তামাকের তুলনায় খাদ্য ফসলে অধিক লাভের বিষয়টি উপলব্ধি করে ক্রমেই তামাক চাষীরা তামাকের পরিবর্তে বিভিন্ন খাদ্য ফসল উৎপাদনে আগ্রহী হচ্ছেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

পিকেএসএফ-এর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় সঠিক উপায়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক খামার-প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক পণ্যের ভ্যালু চেইন ও বিপণন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত সংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এ ইউনিট।

শুরু থেকে ২০২১ পর্যন্ত

৫২,৪৭৫ টি

প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী বাস্তবায়ন

১৮,২১৬ টি

মৎস্য প্রদর্শনী বাস্তবায়ন

প্রাণিসম্পদ খাত

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় যেসকল প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয়েছে সেগুলো হলো মাংসের জন্য পেকিন হাঁস পালন, হিলি মুরগি পালন, মাসকোভি হাঁস পালন, দেশি মুরগি উৎপাদন, উন্নত ব্যবস্থাপনায় গাভি পালন, নিরাপদ ডিম ও মুরগির মাংস উৎপাদন, নিবিড় পদ্ধতিতে খাসি মোটাতাজাকরণ, প্রাণিসম্পদের পণ্য বাজারজাতকরণ, হাঁসের কৃত্রিম হ্যাচারি, সমন্বিত পদ্ধতিতে কবুতর পালন, রাজহাঁসের প্রাকৃতিক হ্যাচারি, আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে ব্ল্যাক-বেঙ্গল ছাগল ও বেঙ্গল ভেড়া পালন, প্রজননের জন্য পাঁঠা পালন, প্রাণী খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ, টার্কি পালন, বাণিজ্যিক ফডার উৎপাদন ইত্যাদি।

এছাড়া, প্রদানকৃত কারিগরি সহায়তার মধ্যে রয়েছে প্রজনন সামগ্রী সরবরাহ, রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য সেবা, খামারের ডিজাইন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম বিষয়ক ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা।

প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় জুন ২০২১ পর্যন্ত প্রাণিসম্পদের ৫২,৪৭৫টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। এসব প্রদর্শনী এবং এর ফলাফল দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে খামারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মএলাকায় গড়ে উঠেছে **২১৩**টি ছাগল পালন ক্লাস্টার, যেখানে প্রতিটি ক্লাস্টারে ন্যূনতম **১৫**টি ছাগলের খামার রয়েছে। আরও গড়ে উঠেছে **১১৮**টি হাঁস পালন ক্লাস্টার যেখানে প্রতিটি ক্লাস্টারে ন্যূনতম ৭-৮টি হাঁসের খামার এবং ৯৯টি দেশি মুরগির ক্লাস্টার, যেখানে প্রতিটি ক্লাস্টারে ন্যূনতম **১৩-১৫**টি দেশি মুরগির খামার রয়েছে। এছাড়া, ৭৯টি নিরাপদ ডিম উৎপাদন ক্লাস্টার রয়েছে, যেখানে প্রতিটি ক্লাস্টারে ন্যূনতম **১০**টি লেয়ার মুরগির খামার রয়েছে।

প্রাণিসম্পদ খাতে গণটিকা দান কর্মসূচির আওতায় প্রায় **১.৮৭** মিলিয়ন গবাদিপ্রাণী ও পোল্ট্রিকে ক্ষুরা, তড়কা, গলাফোলা, বাদলা, পিপিআর,

রাণীক্ষেত ও ডাকপ্লেগ রোগের টিকা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় প্রায় ০.৫৮ মিলিয়ন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রোমন্থনকারী প্রাণীকে বিস্তৃত বর্ণালীর কৃমিনাশক প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, গাভির ম্যাসটাইটিস রোগ শনাক্তকরণের জন্য California Mastitis Test (CMT) কিট সরবরাহ করা হয়েছে।

মৎস্য খাত

মৎস্য বিষয়ক যেসব প্রযুক্তি ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত হয়েছে, সেগুলো হলো কার্প-মলা-তেলাপিয়া মিশ্রচাষ ও পুকুরপাড়ে বছরব্যাপী সবজি চাষ, দেশি শিং-মাগুর-পাবদা-গুলশা-ট্যাংরা-কার্প মিশ্রচাষ, কার্প ফ্যাটেনিং/কার্প জাতীয় মাছ মোটাতাজাকরণ, ফিশিং গিয়ার তৈরিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নার্সারি পুকুর/মাছের পোনা চাষে উদ্যোক্তা তৈরি, কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ ও নরম খোলসের কাঁকড়া চাষ ইত্যাদি।

এছাড়াও, উচ্চমূল্যের চিতল-শোল-আইড়-কার্প মাছের মিশ্রচাষ, ট্যাংকে উচ্চমূল্যের মাছ চাষ, বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ, ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ, ভেটকি-তেলাপিয়া-কার্প মাছের মিশ্র চাষ, ফিশফিড তৈরিতে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কার্প-গলদাচিংড়ি মিশ্রচাষ, ভিয়েতনাম পাঙ্গাস ও কার্প মাছের মিশ্র চাষ প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়। একই সাথে অর্নামেন্টাল ফিশ/বাহারি মাছের চাষ, ফার্মেন্টেড/সেমি-ফার্মেন্টেড ফিশ প্রোডাক্ট ও বিলুপ্তপ্রায় দেশি মাছ চাষ (মেনি, গুতুম, রাণী, মহাশোল, খলিশা ইত্যাদি), পুকুরপাড়ে বছরব্যাপী মৌসুমভিত্তিক সবজি চাষ প্রদর্শনীও করা হয়।

এ ইউনিটের আওতায় মৎস্য খাতে সদস্যদের কারিগরি সেবা, পণ্য বিপণনে বাজার সংযোগ সহায়তা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ প্রাতিষ্ঠানিক লিংকেজ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান অব্যাহত আছে। মৎস্য খাতের আওতায় খামারি পর্যায়ে জুন ২০২১ পর্যন্ত ১৮,২১৬টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অন্যদিকে, প্রকৃতিতে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্মুক্ত জলাশয়ে ১৩,২৫৭ কেজি মাছের পোনা ও মৎস্য খামারি পর্যায়ে মোট ১৪,৫৪২টি ঝাঁকিজাল বিতরণ করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট-এর আওতায় এ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ৩৭৬টি ক্লাস্টার স্থাপিত হয়েছে, যার মধ্যে ৯৭টি কার্প-মলা-তেলাপিয়ার ক্লাস্টার, ৩৮টি কার্প-গলদা চিংড়ি মিশ্রচাষের ক্লাস্টার, ৫৫টি দেশি শিং-মাগুর-পাবদা-গুলশা-ট্যাংরা-কার্প মিশ্র চাষের ক্লাস্টার, ৪২টি কার্প ফ্যাটেনিং ক্লাস্টার ও ৪১টি মাছের পোনা চাষে উদ্যোক্তা তৈরি বিষয়ক ক্লাস্টার।

মাঠ পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন

জুন ২০২১ পর্যন্ত ১৯,২০০ জন সদস্যকে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ ও ৫৫,১৬৫ জন সদস্যকে আধুনিক পদ্ধতিতে প্রাণিসম্পদ পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, সদস্য পর্যায়ে কারিগরি সেবা প্রদানের জন্য ২৫০ জন Livestock and poultry service providers (LPSPs) গড়ে তোলা হয়েছে।

সহযোগী সংস্থার ৩১২ জন কর্মকর্তাকে প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন প্রযুক্তি এবং ২২৫ জন কর্মকর্তাকে মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রযুক্তিভিত্তিক প্রদর্শনীর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৮০১ জন কর্মকর্তার জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন করা হয়। সদস্যদের খামারে কারিগরি সেবা নিশ্চিতকল্পে সহযোগী সংস্থার কারিগরি কর্মকর্তা পর্যায়ে ভেটেরিনারি ও মৎস্য বিষয়ক কিট সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রদর্শনী খামার বাস্তবায়নকারী খামারিরা মাংসের জন্য ২০০টি পেকিন হাঁস পালন করে মাসে প্রায় ৮-১০ হাজার টাকা, ১০-১২টি ছাগল পালন করে মাসে প্রায় ২,৫০০ হতে ৫,০০০ টাকা, ১০টি দেশি মুরগি পালন করে মাসে ৫,০০০ টাকা থেকে ৬,৫০০ টাকা মুনাফা পাচ্ছেন।

এক নজরে কর্মসূচি

মৎস্য খাত

৯৭ টি
কার্প-মলা-তেলাপিয়ার ক্লাস্টার

৩৮ টি
কার্প-গলদা চিংড়ি মিশ্র চাষের ক্লাস্টার

৪১ টি
মাছের পোনা চাষে উদ্যোক্তা ক্লাস্টার

৪২ টি
কার্প ফ্যাটেনিং ক্লাস্টার

৫৫ টি
দেশি শিং-মাগুর-পাবদা-গুলশা-ট্যাংরা-কার্প মিশ্রচাষের খামার

১৮,২১৬ টি
মৎস্য প্রদর্শনী

প্রাণিসম্পদ খাত

২১৩ টি
ছাগল পালন ক্লাস্টার

১১৮ টি
হাঁস পালন ক্লাস্টার

৯৯ টি
দেশি মুরগির ক্লাস্টার

৭৯ টি
নিরাপদ ডিম উৎপাদন ক্লাস্টার

৫.৮ লক্ষ
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রোমন্থনকারী প্রাণীকে বর্ণালীর কৃমিনাশক প্রদান

৫২,৪৭৫ টি
প্রাণিসম্পদের প্রদর্শনী

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

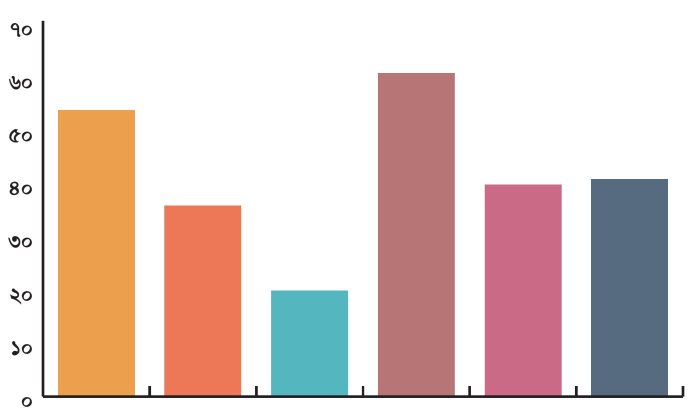

- ৫৪% ছাগল পালনে
- ৩৬% গাভি পালনে
- ২০% ভেড়া পালনে
- ৬১% লেয়ার মুরগি পালনে
- ৪০% কুচিয়া চাষে
- ৪১% কার্প-মলা মিশ্র চাষে

সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট

পিকেএসএফ যে সকল অ-আর্থিক সেবা প্রদান করে, তার মধ্যে অন্যতম হলো লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং উন্নয়নমূলক জ্ঞান বিস্তরণ, যা তাদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট জ্ঞান বিস্তারের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে পিকেএসএফ সোশ্যাল এ্যাডভোকেসি এ্যান্ড নলেজ ডিসেমিনেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ইউনিট বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কাজের প্রধান ক্ষেত্র

জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি

সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট তথ্য, ধারণা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিতরণ

জেন্ডার সাম্য নিশ্চিতকরণ

নারীর ক্ষমতায়ন

ইউনিটের মূল কার্যক্রমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ এবং নারী-পুরুষ সমতা অর্জনের মতো বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়, যেগুলো 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৫: জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন'-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া, কিশোর-কিশোরীর পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার, শিশু সুরক্ষা ও শিশুর শৈশব বিকাশ, মাদক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ খাদ্য এবং বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করা হয়। এ সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সচেতনতামূলক লিফলেট, ফেস্টুন, পোস্টার, পুস্তিকা, ফ্লিপচার্ট ইত্যাদি মুদ্রণ ও প্রচার; প্রামাণ্যচিত্র, নাটিকা ও গান রচনা ও প্রচার; প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন, কর্মশালা, সেমিনার, ও গণসমাবেশ অয়োজন; বিভিন্ন দিবস পালন, র‌্যালি ও আলোচনা সভা আয়োজন এবং স্থানীয় কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা সম্প্রচার করা হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরে ১৯ জেলার ৩৪টি ইউনিয়নে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এ অর্থবছরে কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনসমাবেশ এড়িয়ে বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় এবং কমিউনিটি রেডিও, সাইনবোর্ড ও মাইকিং-এর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

এ ইউনিটের আওতায় রেডিও মহানন্দা (প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র), রেডিও মেঘনা (কোস্ট ফাউন্ডেশন), রেডিও সাগরগিরি (ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন-ইপসা) এবং রেডিও সাগরদ্বীপ (দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা)-এর মাধ্যমে প্রতিদিন কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক বার্তাসহ নারী ও শিশু অধিকার, কৃষি, জেন্ডার ইস্যু, স্বাস্থ্য সচেতনতা, জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, গ্রামীণ ও এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির উপায় এবং সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদক বিরোধী প্রচারণা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পিকেএসএফ-এর ব্যানারে বার্তা প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়া, প্রতি মাসে একটি করে ৩০ মিনিট ব্যাপ্তির সচেতনতামূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ব এখন দ্বৈত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি - ক) ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক জনসংখ্যার জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ সম্প্রসারণ করা এবং খ) পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা। অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের মুখে টেকসই প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অব্যাহত প্রচেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব এখন কাজ করছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) নিয়ে, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের আলোচনা রয়েছে উন্নয়নের কেন্দ্রে।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবগুলো বিদ্যমান ঝুঁকিগুলোর সাথে যোগ হয়ে দরিদ্র ও নাজুক জনগণের জীবন-জীবিকার ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে। এসব জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট এবং জরুরি পদক্ষেপ যদি না নেয়া হয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার পদক্ষেপগুলো দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক উন্নয়ন কৌশলগুলোর সাথে যদি একীভূত না হয়, তাহলে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়ন দুরূহ হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাজুকতা কমানোর বিষয়টি বিবেচনা করে এবং টেকসইভাবে দারিদ্র্য হ্রাস নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে।

এ ইউনিটের সক্রিয় প্রচেষ্টায় United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আওতায় গঠিত বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিল 'গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)' পিকেএসএফ-কে বাংলাদেশের জাতীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ বছর জিসিএফ-এর অর্থায়নে দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে পিকেএসএফ।

পিকেএসএফ 'গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)' ও 'অ্যাডাপ্টেশন ফান্ড'-এর বাংলাদেশে জাতীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া প্রতিষ্ঠান

এছাড়াও, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে অবস্থিত অভিযোজন তহবিল পিকেএসএফ-কে বাংলাদেশে জাতীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত করেছে। পিকেএসএফ-এর কর্মপদ্ধতি, অভিজ্ঞতা ও ধারাবাহিক সাফল্য পর্যালোচনার পর ওয়াশিংটনস্থ অভিযোজন তহবিল পিকেএসএফ-কে এই স্বীকৃতি প্রদান করে। ২০০১ সালে গঠিত অভিযোজন তহবিল-এর স্বীকৃত ৩৪তম এবং বাংলাদেশের একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই স্বীকৃতি অর্জন করে পিকেএসএফ।

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রণয়ন

স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগকে পরিবেশগতভাবে টেকসই করার জন্য উত্তম চর্চার/অনুশীলনের পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে এ ইউনিট বেশ কিছু ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং অংশীজনদের মতামতের ভিত্তিতে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা তৈরি করেছে। নির্দেশিকাগুলো হলোঃ

- প্রাণিসম্পদ বর্জ্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা
- তাঁত শিল্পে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা
- পাদুকা শিল্পে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা
- নিরাপদ আম উৎপাদনে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা
- নিরাপদ কলা উৎপাদনে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা
- শুঁটকি উৎপাদনে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা
- নিরাপদ সবজি উৎপাদনে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা
- হস্তচালিত তাঁত কারখানার ডাইং ওয়াটারের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা
- ইমিটেশন জুয়েলারি তৈরিতে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা
- লবণ উৎপাদনে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা

ঝুঁকি প্রশমন ইউনিট

পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাতের খামারিদের আর্থিক সেবার পাশাপাশি বিভিন্ন অ-আর্থিক সেবা প্রদান করছে। এই সকল সেবা সম্প্রসারণ ও বিভিন্ন স্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৮ সালে পিকেএসএফ 'ঝুঁকি প্রশমন ইউনিট' গঠন করে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচির আওতায় জুন ২০২১ পর্যন্ত

৩.০১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ

কম্বাইন হারভেস্টার ব্যবহার করে **১,১৪৫** একর জমির ফসল উত্তোলন

এক্সক্যাভেটর ব্যবহার করে **৩৩০** একর জায়গায় জলাশয় পুনঃখনন

প্রাণিসম্পদ খাতের খামারিদের গবাদিপ্রাণীর অসুস্থতা ও মৃত্যুঝুঁকি হ্রাস এবং উন্নত খামার ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক সেবার পাশাপাশি বিভিন্ন অ-আর্থিক সেবা প্রদান করে এ ইউনিট। পাশাপাশি, গবাদিপ্রাণী সুরক্ষা এবং দরিদ্র মানুষের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অন্যান্য দুর্যোগজনিত ঝুঁকি নিরসনে দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এ ইউনিট। এছাড়া, কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ঝুঁকি প্রশমন ইউনিটের আওতায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচিও পরিচালিত হচ্ছে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচি

দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো কৃষি। বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু নানা কারণে প্রতিবছরই কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে তা ৩০ শতাংশে নেমে আসবে। কৃষি শ্রমিকের সংকট মোকাবেলায় কৃষি যান্ত্রিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কৃষি আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণ শ্রমিক ঘাটতি সমস্যার সমাধান, উৎপাদন বৃদ্ধি, ফসল উত্তোলনের পূর্বে ও পরের অপচয় রোধ এবং কৃষিকে আরো লাভজনক করবে। পাশাপাশি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে কৃষকের আগ্রহ এবং বাংলাদেশে কৃষি যন্ত্রপাতির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং বিভিন্ন যন্ত্রের সক্ষমতা ও ব্যয় সাশ্রয় সম্ভাবনা সম্পর্কে জানার লক্ষ্যে পিকেএসএফ পরীক্ষামূলকভাবে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ খাতে অর্থায়ন কার্যক্রম শুরু করেছে।

এ কর্মসূচির আওতায় বিতরণকৃত ঋণের অর্থে ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থাৎ বীজ বপন, চারা রোপণ, সার প্রয়োগ, কীটনাশক প্রয়োগ, ফসল কাটা এবং উৎপাদন পরবর্তী পর্যায়ে ফসল মাড়াই, ফসল শুকানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে কৃষকবান্ধব যন্ত্র ক্রয় করা হয়। এছাড়া, কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও মেরামত সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের জন্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অনুদান প্রদান করা হয়। এসব যন্ত্র ব্যবহার করে ফসল রোপণ ও উত্তোলনের ব্যয় অনেকাংশে কমে এসেছে। কম্বাইন হারভেস্টর ব্যবহার করে ১,১৪৫ একর জমির ফসল উত্তোলন ও বস্তাবন্দি করে মোট ৪০.৮৮ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে।

দক্ষিণাঞ্চলের দ্বীপ জেলা ভোলার চারদিকের নালা, পুকুর ও খালে মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। গভীরতা হারানো এসব জলাশয় পুনঃখননে শ্রমিক সংকট ও উচ্চ ব্যয়ের কারণে সেখানে মাছ চাষে মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মাটি কাটার এক্সক্যাভেটর বা 'ভেকু মেশিন'-এর ব্যবহার দৃশ্যপট পাল্টে দিয়েছে। কর্মএলাকায় ভেকু মেশিন ব্যবহার করে ৩৩০ একর নালা ও পুকুর পুনঃখনন করা হয়েছে।

বিশেষ কর্মসূচি

মূলস্রোতভুক্ত কর্মসূচির পাশাপাশি সময়োপযোগী নানান বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে পিকেএসএফ। এমনকি, পিকেএসএফ-এর কর্মসূচি বা প্রকল্প বহির্ভূত অসহায় মানুষের জন্যও রয়েছে নানান কর্মসূচি। এছাড়াও, দুর্যোগকালে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষদের বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান করে পিকেএসএফ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

পিকেএসএফ-এর অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মানবকেন্দ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি হলো 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)'। ২০১০ সালে শুরু হওয়া এ কর্মসূচির মূলমন্ত্র হলো, দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাকে চিহ্নিত করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা, যাতে তারা সর্বজনীন মানবাধিকার ভোগ করে একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনে সক্ষম হয়।

২০১ ইউনিয়ন

১৩.৩৮ লক্ষ পরিবার

৫৯.৭৪ লক্ষ সদস্য

৬৪ জেলা

১১৪ সহযোগী সংস্থা

- স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি
- শিক্ষা সহায়তা
- উন্নয়নে যুব সমাজ
- বিশেষ সঞ্চয়
- আর্থিক সহায়তা
- সমৃদ্ধ বাড়ি

বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় পিকেএসএফ-এর ১১৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২০টির অধিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহের জনগণকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো ১. স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি, ২. শিক্ষা সহায়তা, ৩. উন্নয়নে যুব সমাজ, ৪. বিশেষ সঞ্চয়, ৫. আর্থিক সহায়তা এবং ৬. সমৃদ্ধ বাড়ি। বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-তে বিধৃত মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের মূল ধারণা এই কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

সৃজনশীল প্রতিযোগিতা আয়োজন

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ সমৃদ্ধিভুক্ত ২০১টি ইউনিয়নের যুবদের সম্পৃক্ত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশকে উপজীব্য করে প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। নতুন প্রজন্মকে জাতির পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করা এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করাই এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য। চারটি বিষয়ের ওপর প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। বিষয়গুলো হলো ১. কবিতা লেখা, ২. প্রবন্ধ/গল্প রচনা, ৩.ছবি আঁকা, এবং ৪. সমৃদ্ধি'র উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় সামাজিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান (একক এবং যৌথ)।

প্রতিযোগিতায় মাঠ পর্যায়ে ৪টি একক ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ৭,৬৬১ জন প্রতিযোগী এবং সামাজিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা দলীয় ক্যাটাগরিতে ১,১৫৯টি দল অংশগ্রহণ করে।

সহযোগী সংস্থাসমূহ যাচাই-বাছাই করে ৪টি একক ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ১,৩৩০ জন প্রতিযোগী এবং 'সামাজিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা' শীর্ষক দলীয় ক্যাটাগরিতে ১৯৭টি দলকে চূড়ান্তভাবে মনোনয়নের জন্যে পিকেএসএফ-এ প্রেরণ করে।

যুবদের এসব সৃজনশীল কর্মকাণ্ড স্মরণীয় করে রাখার জন্য সমৃদ্ধি ইউনিটের পক্ষ থেকে জুন ২০২১-এ 'প্রেরণায় বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

কর্মসূচির অগ্রগতি

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি

সমৃদ্ধি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় ২০১টি ইউনিয়নে মোট ৩৭৫ স্বাস্থ্য কর্মকতা ও ২,৬৫০ স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রায় ৫৯.৭৪ লক্ষ মানুষকে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭৬,১১০টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক, ২,৭৭৭টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা পেয়েছেন ৭,৪৩,৪৬৭ জন। এ সময় ৭০টি বিশেষ চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে ১,৮৮৪ জনের ছানি অপারেশন করা হয়। সিমেড হেলথ লিমিটেড-এর কারিগরি সহায়তায় ENRICHed SASTHO অ্যাপ ব্যবহার করে সমৃদ্ধিভুক্ত ৫০টি ইউনিয়নে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে ৯৩ জন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও ৬২৫ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শকের মাধ্যমে ১৩.২৬ লক্ষ সদস্যকে এই সেবা দেয়া হচ্ছে।

শিক্ষা সহায়তা

সমৃদ্ধিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে ৬,৪৩৫টি বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এসব শিক্ষাকেন্দ্রে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ১,৬৭,৬৫০ শিক্ষার্থী ভর্তি রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ সাময়িক বন্ধ থাকলেও শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় ২০১ ইউনিয়নে মোট ৩৭৫ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও ২,৬৫০ স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রায় ৫৯.৭৪ লক্ষ মানুষকে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছেন

উন্নয়নে যুব সমাজ

বর্তমানে ২.৫ লাখ যুব সদস্য এ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এ পর্যন্ত মোট ৯৮,৯৪২ জন যুব 'যুব সমাজের আত্মপোলব্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী ভিডিওভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তারা কোভিড-১৯ মহামারিকালে ত্রাণ বিতরণ, রোগীদের সহায়তা প্রদান, কোভিড টিকা রেজিস্ট্রেশনে সহায়তাসহ নানাবিধ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া, বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৫০টি ব্যাচে মোট ৯৩৪ জন যুব সদস্যকে ১৮টি ভিন্ন বিষয়ের ওপর কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১,২৮০ জন বেকার যুবকের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান হয়েছে এবং ৮৪৬ জন যুব আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত রয়েছেন।

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রম

বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,৬৮৮ জন সদস্য তাদের ব্যাংক হিসাবে ৮০,৮৯,০৬৬ টাকা জমা করেন এবং মেয়াদ পূর্ণকারী ৪৭৮ জন সদস্য ৭৬,৭৫,২০২ টাকা ফেরত পান। তারা এই অর্থ বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যয় করেন।

আর্থিক সহায়তা

পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা: সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে ২০২০-২১ অর্থবছরে পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ২০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৯৮.৯৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সহযোগী সংস্থা হতে সদস্য: ২০২০-২১ অর্থবছরে 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ থেকে মাঠ পর্যায়ে মোট ৭২৬.২৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সমৃদ্ধ বাড়ি

সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়নে 'সমৃদ্ধ বাড়ি' তৈরির মাধ্যমে পারিবারিক আয়, উৎপানশীলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে টেকসইভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭৪টি বাড়িকে সমৃদ্ধ বাড়িতে রূপান্তর করা হয়। বর্তমানে, সারাদেশে মোট ১৩,৬৩৮টি সমৃদ্ধ বাড়ি রয়েছে। এ সকল বাড়িতে উৎপাদিত কৃষিপণ্য পরিবারগুলোর পুষ্টি চাহিদা মিটানোর পাশাপাশি আয়ের উৎস হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।

LIFT কর্মসূচি

লার্নিং অ্যান্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াস

পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বহুমুখীকরণ এবং অতিদরিদ্রদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রয়াসে ২০০৬ সালে LIFT কর্মসূচির যাত্রা শুরু। প্রথম দিকে পিকেএসএফ-এর নিজস্ব অর্থায়নে এই কর্মসূচি পরিচালিত হলেও পরবর্তীকালে উন্নয়ন সহযোগী DFID (বর্তমানে FCDO) ২০০৭-২০১৬ সময়কালে PROSPER প্রকল্পের আওতায় এ কর্মসূচিতে অর্থায়ন করে। LIFT কর্মসূচির আওতায় দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন কৃষিজ ও অ-কৃষিজ উদ্ভাবনীমূলক আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান, দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ঋণ পরিষেবা উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত সফল ঋণ পরিষেবাসমূহ পিকেএসএফ-এর মূলধারার কার্যক্রম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জুন ২০২১ পর্যন্ত

৬০টি সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন

৩৫ টি উদ্ভবনী উদ্যোগ

উদ্যোগে সহায়তার জন্য

১৮৯.৬৯ কোটি টাকা মঞ্জুর

১৬ টি

উপশ্রেণির অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

LIFT কর্মসূচির অকৃষিজ খাতের আওতায় ৪৭টি সহযোগী সংস্থা এবং ১৩টি বহিঃপ্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি উদ্যোক্তার মাধ্যমে দেশের ৩৮টি সৃজনশীল উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় জুন ২০২১ পর্যন্ত উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংস্থাসমূহের অনুকূলে মোট ১২৩.৬২ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বর্তমানে LIFT কর্মসূচিতে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগসমূহ হচ্ছে: পিকেএসএফ কর্তৃক চিহ্নিত প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, হাওর ও চরবাসী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, হিজড়া ইত্যাদি ১৬টি উপশ্রেণির অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে উপযুক্ত আর্থিক পণ্য উদ্ভাবন এবং অ-আর্থিক সেবার বৈচিত্র্যায়ন। এছাড়া, স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিষয়ে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি রেডিও সেবা সম্প্রসারণ এবং উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রশমনে সুপেয় পানির সংকট নিরসন ইত্যাদি।

টেকসই জীবিকায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন: LIFT কর্মসূচিভুক্ত উদ্যোগের আওতায় প্রতিবন্ধীবান্ধব নমনীয় ঋণ সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযুক্ত আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি, প্রতিবন্ধী সদস্যদের অধিকার আদায় এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং স্বল্পমূল্যে তাদেরকে ফিজিওথেরাপি সেবা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বিশেষায়িত ঋণ কার্যক্রম: অসচ্ছল প্রবীণদের কর্মক্ষম রাখা ও তাদের নিজস্ব আয়ের পথ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের আওতায় প্রবীণদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

দলিত ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন: দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলায় বসবাসকারী পিছিয়েপড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও দলিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে দিনাজপুরে একটি বিশেষ উদোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্যোগটিতে লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ ও অনুদান সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

অতিদরিদ্রদের জমি বন্ধক ঋণ: চরাঞ্চলের অতিদরিদ্র দিনমজুর কৃষকদের আবাদি জমি লীজ/বন্ধক গ্রহণ ও নিজস্ব ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জমি লীজ/বন্ধক ঋণ' শীর্ষক একটি বিশেষায়িত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ১৯টি জেলার চরাঞ্চলে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হচ্ছে। উদ্যোগভুক্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের আনুমানিক এক লক্ষ সদস্যের মাঝে ইতোমধ্যে প্রায় ২৬৫ কোটি টাকা জমি লীজ/বন্ধক ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই উন্নয়নে বিকল্প অর্থায়ন: প্রত্যন্ত হাওর অঞ্চলের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকায়নে কমিউনিটি বেজড অর্গানাইজেশন (সিবিও)-ভিত্তিক বিশেষায়িত ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ জেলার নির্বাচিত হাওর এলাকায় উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপন: সাতটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সুপেয় পানি উৎপাদন ও বিতরণ: উপকূলীয় এলাকার সুপেয় পানির সরবরাহ সংকটজনিত সমস্যার স্থায়ী সমাধানকল্পে LIFT কর্মসূচির আওতায় উপকূলীয় খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় মোট ২০টি রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এসব প্ল্যান্টের মাধ্যমে এ যাবৎ প্রায় ২.৮৫ কোটি লিটার সুপেয় পানি উৎপাদিত হয়েছে, যা সাশ্রয়ী মূল্যে, ক্ষেত্রবিশেষে বিনামূল্যে উপকূলীয় এলাকার প্রায় ২ লক্ষ দরিদ্র ও অতিদরিদ্রদের জনগোষ্ঠীর মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে।

বহিঃবিশেষজ্ঞ কর্তৃক LIFT উদ্যোগের সুনির্দিষ্ট সদস্য খানা মূল্যায়ন অনুযায়ী, কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে শুধুমাত্র ঘরের কাজে নিয়োজিত সদস্যের সংখ্যা ৫৪% হতে কমে ১%-এ দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি, কৃষিকাজে নিয়োজিত সদস্যের সংখ্যা ১৩% থেকে ৩৩%-এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া, কর্মসূচিভুক্ত ৪৭% সদস্যের পারিবারিক আয় তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

LRL বিশেষ ঋণ কর্মসূচি

কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র উদ্যোক্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবনসহ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান মঞ্জুরি প্রদান করে। এর সাথে নিজস্ব তহবিল থেকে ১০০ কোটি টাকা যোগ করে পিকেএসএফ মোট ৬০০ কোটি টাকা তহবিল সম্বলিত Livelihood Restoration Loan (LRL) শীর্ষক বিশেষায়িত ঋণ কার্যক্রম সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে শুরু করে। বর্তমানে ১২৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এই কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জুন ২০২১ পর্যন্ত

সহায়তা পেয়েছেন

১.৮৪ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র উদ্যোক্তা

মোট বিতরণ

৬৩৩.৫২ কোটি টাকা

ঋণের গড় আকার

৩৪,৪০০ টাকা

আরো নমনীয় হলো LRL ঋণ

পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে সার্ভিস চার্জ

৫% থেকে কমে ০.৫০%

সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে সার্ভিস চার্জ

১৮% থেকে কমে ৪%

বৈশ্বিক এই মহামারির প্রাদুর্ভাবে প্রবাসী শ্রমিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কর্মহীন হয়ে দেশে ফিরে আসেন। তাদের জন্য দেশেই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি জরুরি হয়ে পড়ে। এই বাস্তবতায়, LRL কর্মসূচির আওতায় কৃষি ও কৃষি-সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প-সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা, প্রশিক্ষিত তরুণ, বেকার যুব এবং বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবনসহ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়।

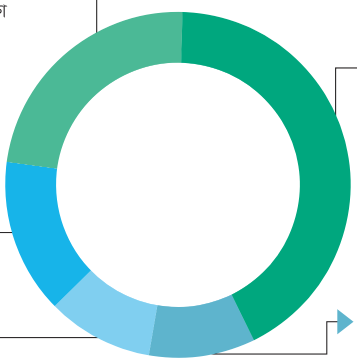

নমনীয় এই কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পর্যায়ে তহবিল সরবরাহের মাধ্যমে কোভিড-১৯-এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি ও কৃষি-সংশ্লিষ্ট এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প-সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণ তাদের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চলমান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া, প্রশিক্ষিত তরুণ ও বেকার যুবরা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন এবং বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিকগণ পুনরায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছেন।

উপ-খাতভিত্তিক ঋণগ্রহীতা (জন)

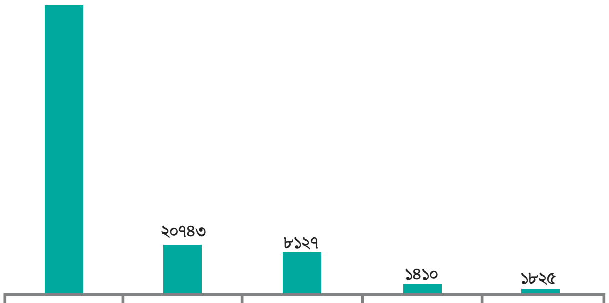

এই কার্যক্রমের সফলতা ও কার্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে আরো বেশি মানুষকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার পিকেএসএফ-এর অনুকূলে চলমান ২০২১-২২ অর্থবছরে আরো ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। পরবর্তীকালে, ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নআয়ের মানুষদের মাঝে সহায়ক ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যমান ঋণের শর্তগুলোকে আরো নমনীয় করে Livelihood Restoration Loan (LRL) - 2nd Phase শীর্ষক একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বরাদ্দকৃত অর্থ ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে সম্ভাব্য ২ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত নতুন দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে।

কুয়েত গুডউইল ফান্ড কর্মসূচি

কুয়েত গুডউইল ফান্ড (KGF) কর্মসূচি পিকেএসএফ-এর একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম। কুয়েত ফান্ড ফর আরব ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (KFAED)-এর অনুদান সহায়তায় এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। মুসলিম-প্রধান দেশগুলোর জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা প্রদান ও মৌলিক খাদ্য চাহিদা নিশ্চিতের লক্ষ্যে কুয়েতের মহামান্য আমীর কর্তৃক 'কুয়েত গুডউইল ফান্ড' গঠন করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহের সংগঠিত সদস্যদেরকে ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে পিকেএসএফ। কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো ক) কারিগরি কার্যক্রমের সাথে টেকসই কৃষি বিষয়ক আর্থিক কর্মকাণ্ডের সংযোগ স্থাপন, খ) ফসল সংগ্রহের সময়ের সাথে সম্পর্ক রেখে নমনীয় ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি উন্নয়ন, এবং গ) টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।

জুন ২০২১ পর্যন্ত

ঋণ সহায়তা পেয়েছেন

৭,৩৮,১০০ জন সদস্য

মোট বিতরণ

২,৩১৬.৭১ কোটি টাকা

সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতির পরিমাণ

৩১.৫১ কোটি টাকা

ঋণ সহায়তা

KGF কর্মসূচির আওতায় জুন ২০১১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৭,৩৮,১০০ জন সদস্যকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭৬% নারী সদস্য। সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতির পরিমাণ ৩১.৫১ কোটি টাকা। এই কর্মসূচির প্রারম্ভিক তহবিলের পরিমাণ ছিলো প্রায় ৮২ কোটি টাকা, যা বর্তমানে ১১১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

কর্মসূচির তহবিল

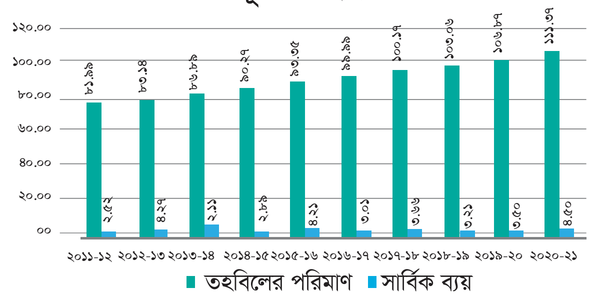

জুন ২০২১ পর্যন্ত এই কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২,৩১৬.৭১ কোটি টাকা। বর্তমানে ঋণস্থিতির পরিমাণ ১৭১.০৭ কোটি টাকা এবং আদায় হার প্রায় শতভাগ। বিতরণকৃত ঋণের প্রায় ৫৩% ফসল উৎপাদন, প্রায় ৩৪% গরু মোটাতাজাকরণ ও অন্যান্য প্রাণিপালন এবং অবশিষ্টাংশ মৎস্য চাষ ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে বিতরণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন খাতে বিতরণকৃত ঋণের শতকরা হার

প্রযুক্তি বিস্তার কার্যক্রম

জুন ২০২১ পর্যন্ত KGF কর্মসূচির আওতায় কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটভুক্ত ৩১টি সহযোগী সংস্থায় ফসল চাষ বিষয়ে ১,৫২৫টি, মৎস্য চাষ বিষয়ে ১,১৪৪টি এবং প্রাণিসম্পদ বিষয়ে ১,৪১৭টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

উদ্ভাবনীমূলক কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক প্রকল্পের পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন

KGF কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় নিম্নবর্ণিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

- চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় দ্বিস্তর বাগান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে নিরাপদ গৌড়মতি আম ও মাল্টা উৎপাদন এবং সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা;
- নীলফামারী ও দিনাজপুর জেলায় উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক কৃষিপণ্য উৎপাদন ও বাজার সংযোগ সমন্বিত সেবা;
- শরীয়তপুর জেলায় অস্থায়ী বালুচরে মিষ্টি কুমড়া ও অন্যান্য উপযোগী ফসল উৎপাদন;
- রাজশাহী জেলায় উন্নত পদ্ধতিতে পান চাষের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- ভোলা জেলায় দেশি মুরগির জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং পারিবারিক পর্যায়ে পালনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন;
- ঠাকুরগাঁও জেলায় দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত মোজারেলা চিজ/পনির উৎপাদনে সহায়তাকরণ এবং ডেইরি ক্লাস্টার সম্প্রসারণ; এবং
- ভোলা জেলায় ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষের মাধ্যমে বেঁড়িবাধে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

আবাসন ঋণ কর্মসূচি

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত 'স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা প্রকল্প'-এর দিশারী পর্বে প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়ার পর, প্রত্যন্ত স্থানে বসবাসকারী অনগ্রসর মানুষের বাড়ি নির্মাণ বা মেরামতের জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে পিকেএসএফ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে নিজস্ব তহবিলে ব্যবহার করে 'আবাসন' ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে। এর উদ্দেশ্য হলো মানসম্মত বাড়ি নির্মাণ, সংস্কার এবং সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনযাত্রার উন্নয়ন।

জুন ২০২১ পর্যন্ত

ঋণ বিতরণ

৫৩.৭৮ কোটি টাকা

মানসম্পন্ন আবাসন নিশ্চিত হয়েছে

২,৩৭৮ সদস্যের

১৬ সহযোগী সংস্থা | ১৭ জেলা | ৩৭ উপজেলা

২০২০-২১ অর্থবছরেই ৩০.২৪ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা গ্রহণ করে আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছে ১,৪৮৪ ঋণগ্রহীতা।

ঋণ সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব বাড়ি নির্মাণের ফলে প্রতিটি পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে এবং তাদের মানসিক প্রশান্তি ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর্মসূচিটি ১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ১৭ জেলার ৩৭টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কর্মসূচি সহায়ক তহবিল

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতে পিকেএসএফ বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এর অংশ হিসেবে ২০১১ সালে পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল থেকে 'কর্মসূচি সহায়ক তহবিল' গঠন করা হয়। এর উদ্দেশ্য, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানসম্মত জীবনযাত্রা পরিচালনায় মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবেলা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বহুবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্যদের আর্থিক অনুদান ও নমনীয় ঋণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

জুন ২০২১ পর্যন্ত

শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

৩৯.৬৫ কোটি টাকা

শিক্ষাবৃত্তি পেয়েছে

৩০,৬৫১ শিক্ষার্থী

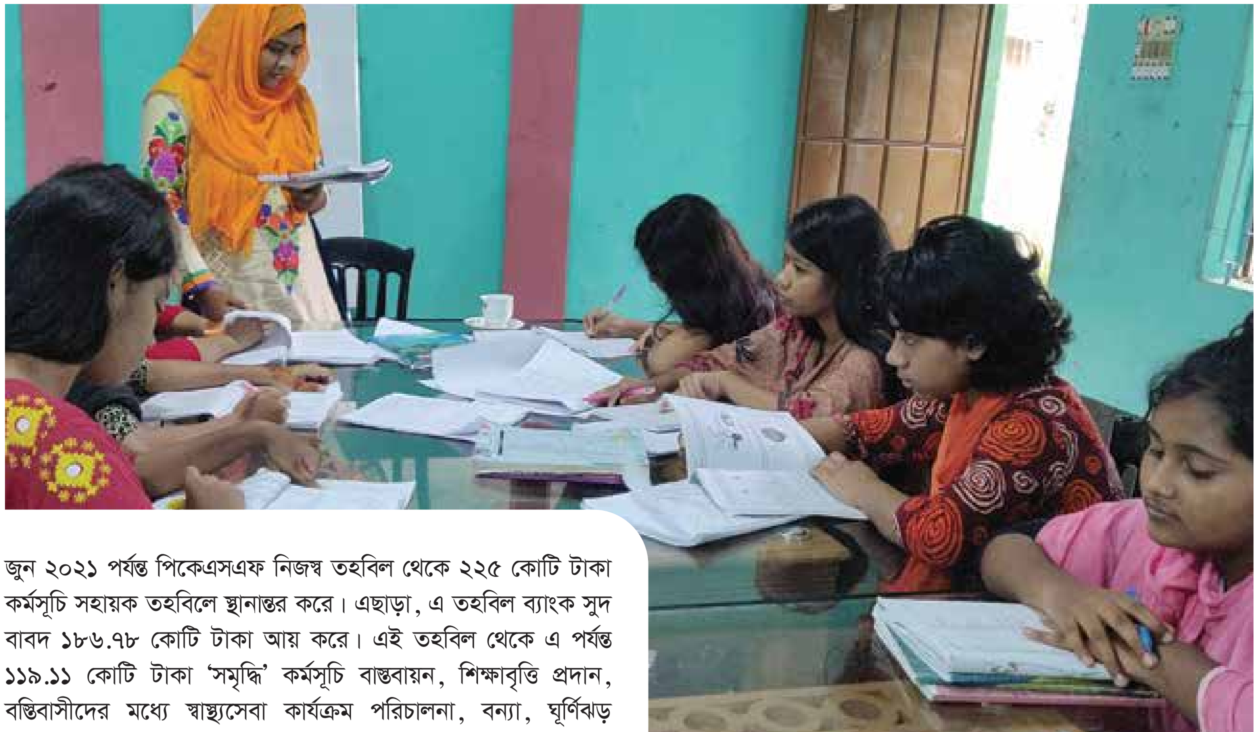

জুন ২০২১ পর্যন্ত পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল থেকে ২২৫ কোটি টাকা কর্মসূচি সহায়ক তহবিলে স্থানান্তর করে। এছাড়া, এ তহবিল ব্যাংক সুদ বাবদ ১৮৬.৭৮ কোটি টাকা আয় করে। এই তহবিল থেকে এ পর্যন্ত ১১৯.১১ কোটি টাকা 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচি বাস্তবায়ন, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বস্তিবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সামাজিক এবং উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হয়েছে। বর্তমানে এই তহবিলের আকার ২৯২.৬৭ কোটি টাকা।

শিক্ষাবৃত্তি

এ তহবিলের আওতায় প্রতিবছর দেশব্যাপী পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত দরিদ্র সদস্যগণের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়াও, দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধার শিক্ষারত সন্তানদেরকেও এই কার্যক্রমের আওতায় বৃত্তির জন্য নির্বাচন করা হয়। এসব শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভে আগ্রহী করে তোলা, শিক্ষার পথ সুগম করা এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রসারের জন্য এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। সাধারণত উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পর্যায়ের ১ম ও ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীগণ এবং বিশেষ বিবেচনায় মাধ্যমিক পর্যায়ের অতিদরিদ্র, যেমন দলিত, বেদে, যৌনকর্মী ও ভিক্ষুকদের শিক্ষারত সন্তান এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য বিবেচিত হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে কারিগরি বিষয়ে অধ্যয়নরত কিংবা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরও এ বৃত্তি প্রদান করা হয়।

বৃত্তির জন্য নির্বাচিত প্রত্যেক শিক্ষার্থী বার্ষিক এককালীন ১২,০০০ টাকা বৃত্তি পায়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে 'কর্মসূচি সহায়ক তহবিল' থেকে প্রথম দফায় ১,৩৪২ জন এবং দ্বিতীয় দফায় ৩,১৭৭ জন শিক্ষার্থীর অনুকূলে প্রায় ৫.৪৩ কোটি টাকার শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ করা হয়।

সেফ হোমে সহায়তা প্রদান

সহযোগী সংস্থা কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস) কর্তৃক পরিচালিত 'কেকেএস সেফ হোম' নামক একটি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে ১৮ জন পিছিয়ে পড়া ও অসহায় কন্যাশিশু পড়াশোনা করছে। সংস্থাটির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে 'কর্মসূচি সহায়ক তহবিল' থেকে এ প্রতিষ্ঠানের জন্য ৭,৮০,০০০ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়, যা উল্লিখিত ১৮ জন সুবিধাবঞ্চিত কন্যাশিশুর লেখাপড়া সংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যয়সহ শিক্ষা, খাদ্য ও অন্যান্য খরচ নির্বাহের জন্য ব্যয় করা হবে।

বিশেষ তহবিল

দেশের অতিদরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সামাজিক ও মানবিক কারণে বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলা ও উত্তরণের সাহায্যার্থে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১০ সালে 'বিশেষ তহবিল' গঠন করে পিকেএসএফ। এছাড়াও দুঃস্থ এবং অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষক ও উন্নয়নকর্মীগণকে এই তহবিলের আওতায় সহায়তা করা হয়।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে

২৩ জন ব্যক্তি এবং ১টি প্রতিষ্ঠানকে অনুদান হিসেবে

৩১.৮৮ লক্ষ টাকা প্রদান

তহবিলের উদ্দেশ্য

- প্রাকৃতিক দুর্যোগে (ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, মহামারি, ভূমিকম্প, তীব্র শীত ইত্যাদি) ক্ষতিগ্রস্ত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে বা স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা প্রদান।
- বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদান। উদাহরণস্বরূপ, কোনো অঞ্চলে সুপেয় পানির অভাব পরিলক্ষিত হলে, জরুরিভিত্তিতে রাস্তা, কালভার্ট বা সেতু মেরামত বা এ ধরনের যে কোনো অবকাঠামো সংস্কার।
- সহযোগী সংস্থার দরিদ্র ও অতিদরিদ্র সদস্যদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সন্তানদের পড়াশোনা চালিয়ে নেয়ার জন্য বৃত্তি বা আর্থিক সহায়তা প্রদান। ক্ষেত্রবিশেষে, সদস্য নয় এমন পরিবারের সন্তানদের আর্থিক সহায়তা চেয়ে করা আবেদনও বিবেচনা করা যেতে পারে।
- প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অথবা পণ্য সহায়তা প্রদান। এর বাইরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, সেবাশ্রম, মন্দির, ক্লাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক অথবা পণ্য সহায়তার আবেদন এ তহবিলের আওতাভুক্ত হবে না।
- বিশেষ (স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য) দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহ; এবং
- কঠিন বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে (যেমন, বড় ধরনের অস্ত্রোপচার, ক্যান্সার, হৃদরোগ, কিডনী সংক্রান্ত জটিলতা, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, লিভার সিরোসিস, পক্ষাঘাত ইত্যাদি) আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে অসমর্থ এমন ব্যক্তিকে আর্থিক অথবা পণ্য সহায়তা প্রদান।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি বিশেষ তহবিলের আওতায় জমাকৃত আবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে অনুদান মঞ্জুর করে থাকে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে কার্যক্রম

বিশেষ তহবিলের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৩ জন ব্যক্তি এবং ১টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সর্বমোট ৩১.৮৮ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

মেধাবীদের শিক্ষাবৃত্তিতে অনুদান প্রদান

৬,৪১,০০০ টাকা

চিকিৎসা সহায়তায় অনুদান

২৩,৪৭,৫০০ টাকা

প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তায় অনুদান

২,০০,০০০ টাকা

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

পিকেএসএফ ২০১৬ সাল হতে দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ‘প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি’ বাস্তবায়ন করছে। এটি সমৃদ্ধি কর্মসূচির একটি বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে পিকেএসএফ-এর ১০৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের সকল বিভাগের ৬১টি জেলার ২১৭টি ইউনিয়নে (সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ১৮২টি এবং সমৃদ্ধি বহির্ভূত ৩৫টি ইউনিয়ন) এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাস্তবায়নাধীন ইউনিয়নসমূহে ২,০৫,৯৭০ জন নারী ও ১,৯৮,৫৯০ জন পুরুষ অর্থাৎ মোট ৪,০৪,৫৬০ জন প্রবীণ এই কর্মসূচির আওতাভুক্ত।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে

১৫,৫০০
প্রবীণকে পরিপোষক ভাতা প্রদান

৯.৩৪ কোটি টাকা
প্রবীণ ভাতা হিসেবে বিতরণ

২,০৫০ টি
মৃতদেহ সৎকারে সহায়তা প্রদান

কর্মসূচির শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে

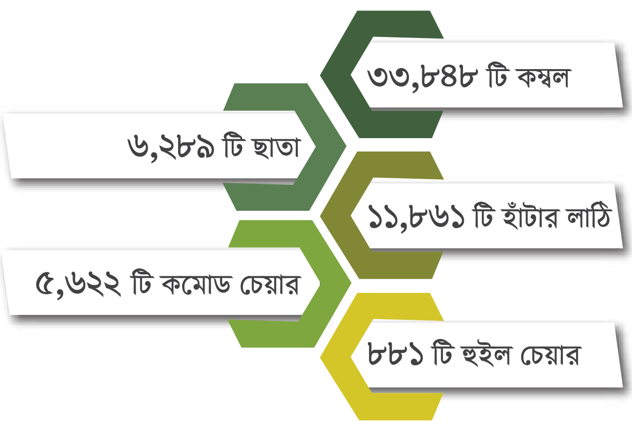

এ কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের কল্যাণে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ডসমূহ হলো ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন প্রবীণ কমিটি গঠন ও সভা আয়োজন, পরিপোষক ভাতা প্রদান, সহায়ক উপকরণ বিতরণ, মৃতের সৎকার বাবদ অর্থ প্রদান, শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা, স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম, আইজিএ প্রশিক্ষণ, প্রবীণদের জন্য নমনীয় ঋণ কার্যক্রম, প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি।

কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৫,৫০০ জন প্রবীণকে পরিপোষক ভাতা হিসেবে মোট ৯.৩৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত ইউনিয়ন পর্যায়ে মোট ৩৩,৮৪৮টি কম্বল, ১১,৮৬১টি হাঁটার লাঠি, ৮৮১টি হুইল চেয়ার, ৬,২৮৯টি ছাতা, ৫,৬২২টি কমোড চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২,০৫০টি পরিবারকে মৃতের সৎকারের জন্য ২,০০০ টাকা হিসেবে ৪১ লক্ষ টাকা এবং এ পর্যন্ত ৯,৩৪৪টি পরিবারকে মোট ১.৮৭ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

কৈশোর কর্মসূচি

পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতের আওতায় ৬৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত এই কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে, উন্নত মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলা। এর আওতায় কিশোর-কিশোরী ক্লাব ও স্কুল ফোরাম গঠনের মাধ্যমে সার্বিকভাবে ৪টি পরিসরে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যথা: সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন, নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড। এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২৭ হাজার উঠান বৈঠক ও ৩১২৫টি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫৯ জেলায় কার্যক্রম চলমান

১,৮৪৬ টি
কিশোর-কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠা

১,০৪৫ টি
স্কুল ফোরাম গঠিত

সচেতনতা বৃদ্ধি, মূল্যবোধ অনুশীলন

কর্মসূচির আওতায় কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে উন্নত মূল্যবোধ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সত্যবাদিতা, পরোপকারিতা, একে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসা, ভুলভ্রান্তি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা ইত্যাদি অনুশীলন করানো হয়। সারা দেশে কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে যৌতুক, বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানি এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিভিন্ন জেলায় 'সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা কর্নার' স্থাপন করে সমাজের অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের জন্য বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে রাখা হয়। উপকূলীয় অঞ্চলের ক্লাবগুলি ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাষ পেলে স্থানীয় জনগণকে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরে সহযোগিতা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেয় কিশোর-কিশোরীরা। স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, জাতীয় শোক দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে তৃণমূলে নানাবিধ কর্মকাণ্ড আয়োজন করে তারা।

দক্ষতা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন

কিশোর-কিশোরীদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশ বিষয়ক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এছাড়া, কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড এবং তাদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হয়।

সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা

সুস্বাস্থ্য অর্জন, বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি সচেতনতা, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাবোধ সম্পর্কে কিশোর-কিশোরীদের উৎসাহিত ও অভ্যস্ত করার জন্য নিয়মিতভাবে সেশন পরিচালনা করা হয়। কর্মসূচির আওতায় এ যাবৎ প্রায় এক লক্ষ কিশোর-কিশোরীর রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়েছে। ঋতুকালীন স্বাস্থ্যসেবায় ৫৮ হাজার কিশোরীকে স্যানিটারি ন্যাপকিন দেয়া হয়েছে।

৪১০টি বাল্যবিয়ে, ১৩৮টি যৌতুক, ৩৪৩টি যৌন হয়রানি, নারী, শিশু, প্রবীণ নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধে সহায়তা করেছে কর্মসূচির সদস্যরা

সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড

এ কর্মসূচির মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনায় প্রাগ্রসর জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার জন্য বই পড়া, গল্প বলা ও লিখা, দেয়াল পত্রিকা, ছবি আঁকা, কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। সুস্থ শরীর গঠন, জীবন দক্ষতা ও নেতৃত্ব বিকাশে কাবাডি, ফুটবল, ভলিবল, হ্যান্ডবল, ব্যাডমিন্টন, সাঁতার, মিনি ম্যারাথন, সাইক্লিং ইত্যাদি খেলার আয়োজন করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রায় ৬ হাজার কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণে প্রায় ৪ হাজার সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মহামারি মোকাবেলায় কার্যক্রম

কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে মানুষকে সচেতন করতে সারা দেশে কিশোর-কিশোরী ক্লাবগুলো ব্যাপক প্রচারণা এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং মাস্ক পরে ক্লাবের সদস্যরা করোনাভাইরাস সংক্রমণ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক এবং লিফলেট বিতরণ করে। সাবান পানি দিয়ে স্বল্পমূল্যে সোপি-ওয়াটার তৈরির পদ্ধতি শেখানো ও বিতরণ করা হয়। সারাদেশে চলমান টিকা নিবন্ধন কার্যক্রমে ক্লাবের সদস্যরা সুরক্ষা অ্যাপের মাধ্যমে জনসাধারণকে বিনামূল্যে অনলাইন নিবন্ধনে সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়া, এলাকার বিত্তবানদের কাছ থেকে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে দরিদ্র ও দুঃস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়।

এসডিজি ও পিকেএসএফ

২০১৫ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)-এর সময়সীমা শেষ হবার সাথে সাথেই শুরু হয় জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) সংক্রান্ত কর্মযজ্ঞ। সুচিন্তিত ও সুদূরপ্রসারী এই কর্মপরিকল্পনা চলে আসে বৈশ্বিক উন্নয়নের কেন্দ্রে। বাংলাদেশে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের নেয়া কার্যক্রমের সহায়ক হিসেবে পিকেএসএফ তার কার্যক্রমে নিহিত এসডিজি-এর বিভিন্ন অভীষ্ট সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড সুচিহ্নিত ও বেগবান করতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে।

প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর নির্বাহী প্রধান ও ফোকাল পার্সনকে নিয়ে ধারাবাহিকভাবে এসডিজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে। সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে এসডিজি সম্পর্কিত ধারণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১২ নভেম্বর ২০২০ ও ২৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখে অনলাইনে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। উদ্বোধনী অধিবেশন পরিচালনা করেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। তার বক্তব্যে উন্নয়ন ও অর্থনীতি টেকসইকরণের মূল বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়। এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্যের কথা তুলে ধরে তিনি এসডিজি কার্যকরভাবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে উন্নয়ন এবং সুশাসন নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি সেলের যুগ্ম সচিব মোঃ মনিরুল ইসলাম এসডিজির লক্ষ্য, সূচক, এসডিজি ম্যাপিং এবং এমএন্ডই ফ্রেমওয়ার্ক উপস্থাপন করেন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপ-পরিচালক মোঃ আলমগীর হোসেন এসডিজি-র স্থানীয়করণ ও মূল্যায়ন কাঠামোর ওপর একটি অধিবেশন পরিচালনা করেন। এসডিজি-র অগ্রগতি পরিমাপের প্রক্রিয়াটিও তিনি বর্ণনা করেন। অদ্যাবধি ৭৪টি সহযোগী সংস্থার ১৪৬ জনকে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

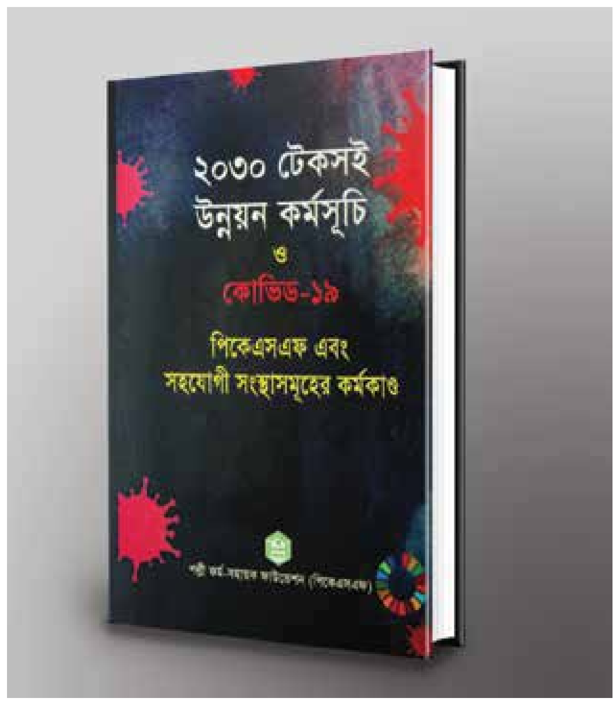

এসডিজি বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ

পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাগুলোর এসডিজি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে '২০৩০ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি ও কোভিড-১৯ : পিকেএসএফ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড' শীর্ষক একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। পিকেএসএফ সারা দেশের মাঠে-ঘাটে, উপকূলে, পাহাড়ে দরিদ্রজনদের নিয়ে কাজ করে। মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগেই পিকেএসএফ-এর কর্মপদ্ধতি ও সাফল্য গড়ে ওঠে। করোনা সেই কর্মপন্থাকে বিপর্যস্ত করেছে। কিন্তু আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা এবং পিকেএসএফ-এর কর্মীদল ও সহযোগী সংস্থাসমূহের আন্তরিকতা ও শ্রমনিষ্ঠায় পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম চলমান ছিলো। এই দুর্যোগকালে পিকেএসএফ-এর কাজের তালিকা ও সাফল্যের খতিয়ান লিপিবদ্ধ হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। গ্রন্থের সুনির্দিষ্ট অন্বেষা হলো, পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প রূপায়ণে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের প্রতিফলন। অভীষ্ট ১ থেকে ১৭ পর্যন্ত একটা বিশ্লেষণ বিধৃত হয়েছে এতে। সাড়ে তিন শতাধিক পৃষ্ঠায় আছে বর্ণনামূলক সংবাদ ও অগ্রগতির পর্যালোচনা। পিকেএসএফ-এর বৈচিত্র্যময় কর্মোদ্যোগের সামাজিক মাত্রার পরিচয়ও পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে।

উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগ

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট পরীক্ষিত নতুন নতুন প্রযুক্তি ও জাত মাঠ পর্যায়ে পাইলটিং আকারে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নবতর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্যে 'উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগ' শীর্ষক পরিচালনা করছে পিকেএসএফ। এসব কার্যক্রম ২০০৬ সাল থেকে নিজস্ব অর্থায়নে LIFT কর্মসূচির মাধ্যমে শুরু করা হলেও বর্তমানে তা পৃথক কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

জুন ২০২১ পর্যন্ত

৫২ টি সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন

৪৫ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ

উদ্যোগে সহায়তার জন্য মঞ্জুর

২,৮৬৫.৮০ কোটি টাকা

সরাসরি উপকৃত হয়েছেন

১,৩৯,৫০০ সদস্য

এ কর্মসূচির আওতায় যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক, কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা হয়, সেগুলো হলো পরিবেশবান্ধব কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট নতুন প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ; নতুন খামার প্রতিষ্ঠা ও কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; কৃষিপণ্যের ভ্যালু চেইন ইন্টারভেনশন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদান; আর্থিক ও অ-আর্থিক পরিষেবা প্রদান এবং কর্মসূচির সদস্যদের কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি।

কর্মসূচির আওতায় চলমান উদ্যোগসমূহের জন্য মঞ্জুরকৃত তহবিলের মধ্যে রয়েছে ২,৩৫২.৫০ কোটি টাকা ঋণ এবং ৫১৩.৩০ কোটি টাকা অনুদান। দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত উল্লেখযোগ্য উদ্যোগসমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্র নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

কৃষি

- আধুনিক ও উচ্চফলনশীল ধানের জাত সম্প্রসারণ এবং গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ কর্মসূচির আওতায় লবণাক্ততা-সহিষ্ণু জাতের ধান (ব্রি ধান ৫৫, ব্রি ধান ৬১, ব্রি ধান ৬৭, ব্রি ধান ৭৩ ও বিনা ধান ১০) ও খরাসহিষ্ণু জাতের ধান (ব্রি ধান ৫৬, ব্রি ধান ৫৭, ব্রি ধান ৭১) বীজ উৎপাদন ও জলবায়ুজনিত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়। বর্তমানে ৩,৬৫০ কৃষক ২,৮৫০ একর জমিতে লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ধান চাষ করছেন।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় উন্নত কৃষি অভিযোজন প্রযুক্তি হিসেবে লবণাক্ত এলাকায় মিনি পুকুর পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত প্রায় ৬৬ একর লবণাক্ত জমিতে বছরব্যাপী ফসল চাষ ও সর্জান পদ্ধতিতে বছরব্যাপী ফসল চাষ করা হয়েছে।
- পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি ও মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে নাইট্রোজেন সারের অতিরিক্ত ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে বিকল্প হিসেবে পরিবারভিত্তিক ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন ও ব্যবহারে সহায়তা দেয়া হয়।

মৎস্য

- বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছ ও উচ্চমূল্যের মাছ চাষ সম্প্রসারণে সংস্থা পর্যায়ে হ্যাচারি স্থাপন ও পোনা উৎপাদন এবং সদস্য পর্যায়ে দেশি মাছের (মলা, ঢেলা, পুটি, শিং, মাগুর, পাবদা, গুলশা, টেংরা, মহাশোল, আইড়, মিনি/ভ্যাদা ইত্যাদি) চাষ উদ্বুদ্ধ করা হয়। এছাড়া, উচ্চমূল্যের মাছ চাষের মাধ্যমে সদস্যদের আয় বৃদ্ধিতেও কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
- সুনীল অর্থনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে কোরাল/ভেটকি মাছ এবং সামুদ্রিক শৈবাল চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের মাধ্যমে উপকূলীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের টেকসই ক্ষেত্র তৈরি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা দেয়া হয়।
- অপ্রচলিত মৎস্য প্রজাতির চাষ সম্প্রসারণে 'কুচিয়ার ব্রিডিং খামার স্থাপন, পরিবারভিত্তিক কুচিয়া চাষ ও বিপণন' এবং সমন্বিত শামুক ও মাছ চাষ কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্যদের নতুন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হয়।
- মাছের পিটুইটারি গ্রন্থি (পিজি) সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিকল্প আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্যোগ চলমান রয়েছে।

প্রাণিসম্পদ

- প্রাণিসম্পদ বিষয়ক আধুনিক প্রযুক্তি যেমন, আধা নিবিড় পদ্ধতিতে মাচায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও ভেড়া পালন, পেকিন জাতের হাঁস পালন, জলবায়ুসহিষ্ণু বাউ ব্রো (কালার) ব্রয়লার পালন, উন্নত ব্যবস্থানায় দেশি মুরগি পালন, দুম্বা পালন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা দেয়া হয়।
- সংস্থা পর্যায়ে ব্রিডিং সেন্টার স্থাপন করে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও ভেড়া এবং রেড চিটাগাং ক্যাটল (আরসিসি), গয়াল বা বন্যগরুর জাত সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- সদস্য পর্যায়ে উন্নত সংকর জাতের গাভি ও বকনা পালন খামার প্রতিষ্ঠা ও উন্নত জাতের বকনা উৎপাদন করা হচ্ছে।
- উন্নত ব্যবস্থাপনায় দুগ্ধ খামার স্থাপন, দুগ্ধপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদ সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রকল্প

উদ্ভাবনীমূলক ও মানবকেন্দ্রিক প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে পিকেএসএফ দেশে ও বিদেশে সুপরিচিত। দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা বিবেচনায় এ সকল প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে পিকেএসএফ। অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিতকরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে বাস্তবায়িত হয় পিকেএসএফ-এর প্রকল্পসমূহ।

মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প

বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জনসাধারণের জন্য পানীয় জল এবং স্যানিটেশনের অভিগম্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। তবে, জয়েন্ট মনিটরিং রিপোর্ট (জেএমপি) ২০২০ অনুযায়ী, দেশে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় স্যানিটেশন সেবায় অভিগম্যতা মাত্র ৩৮.৭% এবং নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানির ক্ষেত্রে তা ৫৮.৫%। পানির মান ও নিরাপত্তা এখনও বড় দুশ্চিন্তার কারণ। এ পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের প্রসার ঘটানো ও ঋণের মাধ্যমে তা নির্মাণের উদ্দেশ্যে পিকেএসএফ চাহিদাতাড়িত কৌশল গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের (এআইআইবি) সহ-অর্থায়নে 'মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি' শীর্ষক প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যার একটি অংশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পিকেএসএফ-এর ওপর ন্যাস্ত হয়েছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, এসডিজির ৬.১ ও ৬.২ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও ওয়াশ সেবার মানোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় 'নিরাপদে পরিচালিত' ওয়াশ পরিষেবাদি নিশ্চিত করা।

প্রকল্প পরিচিতি

নাম: মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প

মেয়াদ: ৫ বছর

অর্থায়নকারী: বিশ্বব্যাংক
এআইআইবি
পিকেএসএফ

তহবিল: ৩২৮.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
বিশ্বব্যাংক, এআইআইবি: ১৮৪.৪ মিলিয়ন ডলার
পিকেএসএফ: ১৪৪.৫ মিলিয়ন ডলার

০৩ মে ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ এবং পিকেএসএফ-এর মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ২টি Subsidiary Agreement (SA) স্বাক্ষরিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে, বিশ্বব্যাংক ও এআইআইবি-এর পক্ষ থেকে যথাক্রমে ১০ ও ১১ মে ২০২১ তারিখ থেকে প্রকল্পটিকে কার্যকর ঘোষণা করা হয়।

ওয়াশ খাতের সার্বিক অবস্থা এবং কোভিড-১৯ মহামারিকে বিবেচনায় রেখে, প্রকল্পটি বাড়িতে এবং জনবহুল স্থানে নিরাপদে পরিচালিত ওয়াশ পরিষেবায় আরও উন্নত অভিগম্যতা নিশ্চিতের মাধ্যমে সকলের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি, আচরণ পরিবর্তনগত যোগাযোগ বিষয়ক বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

কর্মএলাকা

দেশের ১৮টি জেলার ৭৮টি উপজেলায় প্রায় ৫২ লক্ষ পরিবারের সদস্যদের মাঝে প্রকল্পের পরিষেবা পৌঁছে দিতে কাজ করবে পিকেএসএফ-এর ৫৪টি সহযোগী সংস্থা।

ক্রম	বিভাগ	জেলার সংখ্যা	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যা
১	চট্টগ্রাম	০৭	কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও লক্ষ্মীপুর	৩৬
২	ময়মনসিংহ	০৩	জামালপুর, ময়মনসিংহ ও শেরপুর	১৩
৩	রংপুর	০৪	কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট	১৭
৪	সিলেট	০৪	মৌলভীবাজার, সিলেট, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ	১২

কম্পোনেন্ট

১. পানি সরবরাহ খাতে বিনিয়োগ

২. পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি খাতে বিনিয়োগ

৩. প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ

৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা

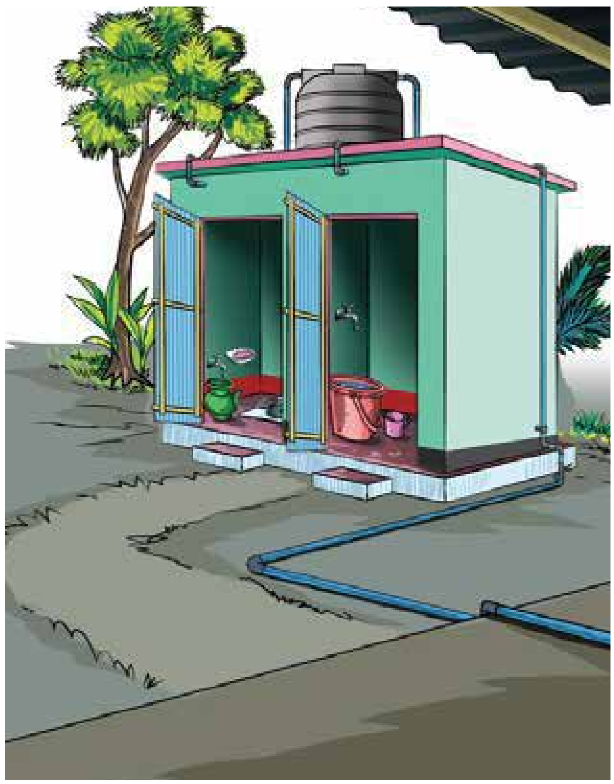

ECCCP-FLOOD

এক্সটেন্ডেড কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট - ফ্লাড

জিসিএফ কর্তৃক অর্থায়িত Extended Community Climate Change Project-Flood (ECCCP-Flood) প্রকল্পটি ৯০,০০০ মানুষের জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও চর্চা করার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলায় তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। তাদের জীবন ও জীবিকার ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তারা চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে এবং ১,০০০ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন দলের (সিসিএজি) মাধ্যমে সেই প্রভাবগুলো মোকাবেলার পরিকল্পনা তৈরি করবে।

উঁচু করা হবে
১০,০০০ বসতভিটা

জলবায়ু-সহনশীল
স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট পাবে
২,৮১০ পরিবার

প্রকল্প পরিচিতি

নাম: Extended Community Climate Change Project - Flood (ECCCP-Flood)

মেয়াদ: ২০২০-২০২৪

অর্থায়নকারী: গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড ও পিকেএসএফ

তহবিল: ১৩.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
জিসিএফ: ৯.৬৮ মিলিয়ন ডলার
পিকেএসএফ: ৩.৬৫ মিলিয়ন ডলার

কর্মএলাকা: নীলফামারী, লালমনিরহাট কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও জামালপুর

এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের বন্যাপ্রবণ জেলায় বসবাসকারী দরিদ্র মানুষ তাদের বসতবাড়ি এবং গৃহস্থালি সম্পদকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। তারা ইতোমধ্যে বসতবাড়ি উঁচু করে চতুর্দিকে বছরজুড়ে সবজি চাষ শুরু করেছে। উঁচু করা ভিটেগুলো বন্যার সময় আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করা হবে। অগভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে অন্তত আড়াই হাজার পরিবারের জন্য নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিত করা হবে। এছাড়াও, প্রকল্পের আওতাভুক্ত ২,৮১০ পরিবারকে জলবায়ু-সহনশীল স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট সরবরাহ করা হবে। প্রকল্পের ৯০,০০০ লক্ষ্যভুক্ত অংশগ্রহণকারী পরিবারসমূহ বিপত্তি-সহনশীল ফসলের জাত এবং ছাগল/ভেড়া পালনসহ জলবায়ু-সহনশীল জীবিকা গ্রহণে সহায়তা দেয়া হবে। ECCCP-Flood প্রকল্পের উদ্বোধনী কর্মশালা ২০ জুন ২০২০ তারিখে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাতিমা ইয়াসমিন, সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. রফিক আহমেদ। পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার এবং তাদের কর্মএলাকার নাম নিচে দেখানো হলো:

বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কর্মএলাকা	
	উপজেলা	জেলা
ইকো-সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (ইএসডিও)	ফুলছড়ি	গাইবান্ধা
	মাদারগঞ্জ ও সরিষাবাড়ি	জামালপুর
ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)	সাঘাটা	গাইবান্ধা
পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র (পিএমইউকে)	রৌমারী	কুড়িগ্রাম
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)	চিলমারী	কুড়িগ্রাম
	চর রাজিবপুর	
সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিস (এসএসএস)	ইসলামপুর	জামালপুর
	মেলান্দহ	
সেলফ-হেল্প অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম-শার্প	ডিমলা	নীলফামারী
গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)	ডিমলা	নীলফামারী
নজির (নতুন জীবন রচি)	লালমনিরহাট সদর	লালমনিরহাট
পিপলস ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি)	লালমনিরহাট সদর	লালমনিরহাট

স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা প্রকল্প

মানসম্মত আবাসনের জন্য অর্থের যোগান নিশ্চিত করা নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য এক চিরন্তন দুশ্চিন্তার কারণ। শহরাঞ্চলে এটি আরও কঠিন। এক্ষেত্রে জমির মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা এবং উচ্চ প্রাথমিক বিনিয়োগের অভাব বড় বাধা হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন শর্তাবলীর কারণে প্রথাগত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এসব মানুষদের ঋণ প্রদান একটি কঠিন কাজ। দীর্ঘমেয়াদি ঋণের শর্তাবলী এবং উপযুক্ত গ্যারান্টি ব্যবস্থার অনুপস্থিতি এ ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করে। চিরাচরিত ও আনুষ্ঠানিক বন্ধকি ব্যবস্থার কারণে প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনায় আবাসনের জন্য ঋণের জোগান সবসময়ই কঠিন ছিলো।

শুরু থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত

ঋণ বিতরণ

১,৫৯.৭৭ কোটি টাকা

মানসম্পন্ন আবাসন নিশ্চিত হয়েছে

৭,৩৬৫ পরিবারের

শহরাঞ্চলে অপরিকল্পিতভাবে বসবাসরত নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ও জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ (জাগৃক) ২০ অক্টোবর ২০১৬ সাল হতে লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট বা স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা প্রকল্প যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ এই প্রকল্পের ৩নং কম্পোনেন্ট (শেল্টার লেন্ডিং এন্ড সাপোর্ট) বাস্তবায়ন করছে। সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন এই কম্পোনেন্টের উদ্দেশ্য হলো, শহরে বসবাসরত নিম্ন-আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসন চাহিদা মেটাতে আবাসন খাতে অর্থায়নের জন্য উপযুক্ত ঋণ মডেল পরীক্ষা করা। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। নির্বাচিত ১৩টি শহরে পিকেএসএফ ৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

কর্মএলাকা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা

সংস্থা	শহরের নাম
গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)	ভোলা সদর
শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)	শরীয়তপুর
টিএমএসএস	বগুড়া, কুমিল্লা ও নারায়ণগঞ্জ
আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার	যশোর ও মাগুরা
ইএসডিও	রংপুর ও ঠাকুরগাঁও
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)	সিরাজগঞ্জ ও ঈশ্বরদী (পাবনা)
পিদিম ফাউন্ডেশন	নরসিংদী ও গাজীপুর

মাঠ পর্যায়ে ঋণ আদায়ের হার ৯৯.৬ শতাংশ। প্রকল্পটি শুরু হতে এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক কর্তৃক 'Satisfatory' শ্রেণিতে মূল্যায়িত হয়েছে, যা পিকেএসএফ-এর জন্য একটি বিশেষ অর্জন। জুন ২০২১ পর্যন্ত সময়ে এ প্রকল্প হতে ১৫৯.৭৭ কোটি টাকা গৃহঋণ গ্রহণ করে ৭,৩৬৫টি পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা (benefits of health) নিশ্চিত হয়েছে, মানসিক প্রশান্তি (mental peace), সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা (Social security & dignity) বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সন্তানদের পড়ালেখার উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়া, কিছু সদস্য ঋণের টাকায় নির্মিত বাড়িতে গৃহভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড শুরু করে পরিবারের উপার্জনে ভূমিকা রাখছে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শ্রমিক সমাজের একটি অংশের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে
২,১৮০
পরিবারের মাঝে
৯৭.০৭
কোটি টাকার ঋণ
সহায়তা প্রদান

MDP

মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

গ্রামীণ অর্থনীতিতে তারল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে কোভিড মহামারির নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসকরণে ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এ্যাডিশনাল ফাইন্যান্সিং' শীর্ষক প্রকল্প শুরু করে পিকেএসএফ। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে পরিচালিত দুই বছর মেয়াদি এ প্রকল্প ৯৭টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশব্যাপী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জুন ২০২১ পর্যন্ত

৯৪ সহযোগী সংস্থার অনুকূলে

৪০১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ

ঋণ সহায়তা পেয়েছেন

২,৪৮১ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

প্রকল্প পরিচিতি

নাম	মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এ্যাডিশনাল ফাইন্যান্সিং
মেয়াদ	২০২১-২০২৩
অর্থায়নকারী	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)
তহবিল	৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ঋণ) ০.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (কারিগরি সহায়তা)
লক্ষিত সদস্য	৩০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

কোভিড মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কারিগরি সহায়তার পাশাপাশি প্রাথমিকভাবে ৪২৪ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে

প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রমের আওতায় কোভিড মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমানের ৪২৪ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও, কারিগরি সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক লেনদেন ও অর্থায়ন কার্যক্রম সহজ করার লক্ষ্যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস)-এর সাথে যুক্ত করা, পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, প্যাকেজিং, ব্র্যান্ডিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহকে সহায়তা প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পণ্য ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বৃহত্তর বাজারে বিপণনে সহায়তা প্রদান এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

PACE

প্রোমোটিং এগ্রিকালচারাল কমার্শিয়ালাইজেশন অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজেস

পিকেএসএফ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ৯২.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রারম্ভিক তহবিল সম্পন্ন এ প্রকল্পে যৌথভাবে অর্থায়ন করছে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এবং পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থা। পাশাপাশি, প্রকল্পটির আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য অনলাইন বিপণনের জন্য ০.৩৬ মিলিয়ন ডলার কোরিয়ান গ্র্যান্ট ফান্ড হতে অনুদান সহায়তা পাওয়া গেছে।

কোভিড মহামারিতে দেশের সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাত পুনরুজ্জীবনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে PACE প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের বর্ধিত মেয়াদে অতিরিক্ত ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করছে ইফাদ।

PACE প্রকল্প কৃষি ও অকৃষি ক্ষুদ্র উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে (ক) ক্ষুদ্র উদ্যোগে আর্থিক পরিষেবা, (খ) ভ্যালু চেইন উন্নয়ন ও (গ) প্রযুক্তি স্থানান্তর - এই তিন কম্পোনেন্টের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিক পরিষেবাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র উদ্যোগের ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক উন্নয়নে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন ও লাগসই প্রযুক্তি স্থানান্তরে সহায়তা প্রদান করছে।

এক নজরে প্রকল্প

নাম Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE)

অর্থায়নকারী ইফাদ, পিকেএসএফ ও সহঃ সংস্থা (পিও), কোরিয়ান গ্রান্ট ফান্ড

মেয়াদ ২০১৫-২০২২

তহবিল ১২৯.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
ইফাদঃ ৫৮.০১ মিলিয়ন ডলার
পিকেএসএফ ও পিওঃ ৭১.৩৫ মিলিয়ন ডলার
কোরিয়ান গ্রান্ট ফান্ডঃ ০.৩৬ মিলিয়ন ডলার

ক্ষুদ্র উদ্যোগে আর্থিক সেবা

ক্ষুদ্র উদ্যোগে আর্থিক সেবা কার্যক্রমের আওতায় কৃষি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ব্যবসা এবং সেবা - এ ৪টি প্রধান খাতের অধীনে ১৫৬ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ৩,৫৬,৯৮১ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তাদের গড় ঋণের আকার ১.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষ তরুণদের নতুন ব্যবসা শুরুর জন্য 'প্রারম্ভিক তহবিল ঋণ' ও উদ্যোগ সম্প্রসারণে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য 'ইজারা অর্থায়ন' - এ দু'টি নতুন আর্থিক সেবা পণ্যের পরীক্ষামূলক বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

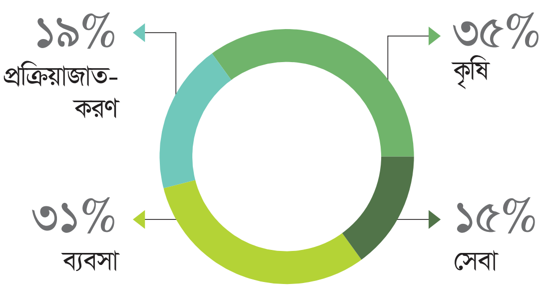

খাতভিত্তিক ঋণস্থিতি

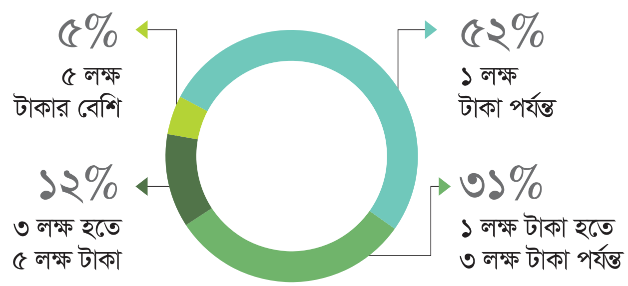

ঋণসীমা অনুযায়ী ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণস্থিতি

পারফরমেন্স মূল্যায়নে PACE বিশ্বে ইফাদ অর্থায়িত সকল প্রকল্পের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে

ভ্যালু চেইন উন্নয়ন কার্যক্রম

PACE প্রকল্পের আওতায় ১৬টি কৃষি ও ১৫টি অকৃষি উপ-খাতে গৃহীত ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পগুলো ৪১ জেলার ১৪৪টি উপজেলায় ৫৩টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন।

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্পের নিম্নোক্ত ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়:

উচ্চ মূল্যের মশলা চাষ: 'উন্নত পদ্ধতিতে উচ্চ মূল্যের মশলা চাষ এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ' ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ফরিদপুর জেলার সদর এবং বোয়ালমারী উপজেলায় ১,০০০ কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

ইকোলজিক্যাল ফার্মিং: 'ইকোলজিক্যাল ফার্মিং পদ্ধতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে চরাঞ্চলে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন উপজেলায় ১,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা।

কাঁকড়া চাষ: বাগেরহাট জেলার রামপাল ও মংলা উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে 'কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কাঁকড়া বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি' ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প। এর মাধ্যমে সেখানকার ১,০০০ কাঁকড়া চাষী ও উদ্যোক্তাকে আর্থিক, কারিগরি ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য অনলাইনে বিপণনের উদ্দেশ্যে বি-টু-বি (Business to Business) ও বি-টু-সি (Business to Consumer) মডেল অনুসরণে 'সুপণ্য' নামে একটি ই-প্লাটফর্ম চালু রয়েছে। সেখানে, বর্তমানে ৭টি জেলার ৮টি সহযোগী সংস্থার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ১৫০টি পণ্য বিক্রির জন্য প্রদর্শিত হচ্ছে। পণ্যসমূহ ৮টি বিভাগীয় শহরে সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭৪ টি
ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প চলমান

৩,১১,৬১৯ জন
কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন

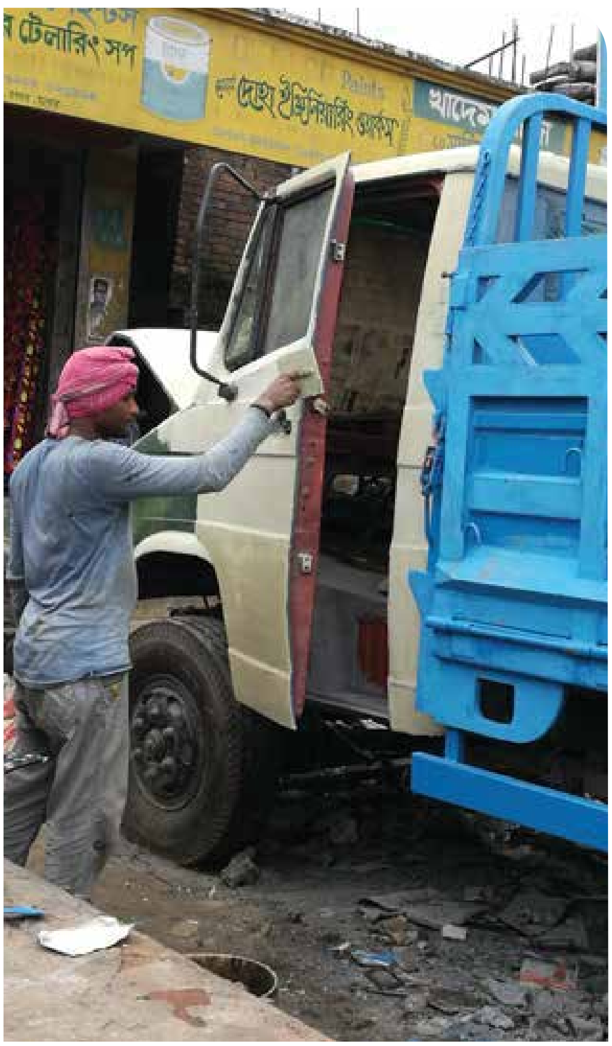

প্রযুক্তি স্থানান্তর

PACE প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগ কর্মকাণ্ডে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশ হতে লাগসই প্রযুক্তি স্থানান্তরে উদ্যোক্তাগণ প্রয়োজনীয় সহায়তা পাচ্ছেন।

২৫ টি
প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্প চলমান

৩০,৮৬৮ জন
সদস্য প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থার ৮২৯ জন কর্মকর্তা ক্ষুদ্র উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা বিষয়ক 'বার্ষিক কর্মশালা' এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ এবং বিকাশে করণীয় বিষয়ে 'ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম সম্পর্কিত' কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

PPEPP

পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল

দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে পিকেএসএফ 'পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি)' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য, দেশের ২.৫ লক্ষ খানাভুক্ত ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষকে নিম্ন আয়ের ফাঁদ থেকে বের করে এনে মূলধারার উন্নয়ন কার্যক্রম ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে যুক্ত করা। যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর যৌথ অর্থায়নে পিপিইপিপি প্রকল্পটি দেশের ১৫টি জেলার দারিদ্র্যপ্রবণ ১৮৮টি দুর্গম ইউনিয়নে বাস্তবায়নাধীন।

২৪৪,০৯৬ টি
অতিদরিদ্র খানা সংগঠিত

৭,৬৪২ টি
প্রসপারিটি গ্রাম কমিটি গঠন

১,২১,৭১৮ টি
কৃষিজ ও অকৃষিজ
আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন

৩১,০০০ অতিদরিদ্র পরিবারে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলায় জরুরি নগদ অর্থ সহায়তা দেয়া হয়েছে

বহুমাত্রিক এই প্রকল্পটি অতিদরিদ্র মানুষের উন্নয়নে ৬টি ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে ভূমিকা রাখছে। এগুলো হলো জীবিকায়ন, পুষ্টি, কমিউনিটি মোবিলাইজেশন, দুর্যোগ ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা, প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জন।

এপ্রিল ২০১৯ থেকে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত প্রারম্ভিক পর্বের সফল সমাপ্তির পর বর্তমানে প্রকল্পটির পাঁচ বছর মেয়াদি (এপ্রিল ২০২০ থেকে মার্চ ২০২৫) মূল বাস্তবায়ন পর্ব চলছে। এই প্রকল্পের আওতায় কোভিড-১৯ মহামারি, ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও ইয়াস, জলোচ্ছ্বাস ও দীর্ঘমেয়াদি বন্যার মধ্যেও অতিদরিদ্র সদস্যদের খানা পরিবার পর্যায়ে বহুমুখী সেবা সরবরাহ করা হচ্ছে।

লক্ষিত অতিদরিদ্র খানা সংগঠিতকরণ

পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতায় ৭,৬০০ প্রসপারিটি গ্রাম কমিটি (পিভিসি)-এর মাধ্যমে ২,৪৪,০৯৬টি অতিদরিদ্র খানা সংগঠিত করা হয়েছে। প্রকল্পের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ৯৪ শতাংশই নারী। লক্ষিত খানাসমূহ ও বৃহত্তর কমিউনিটিতে সেবা সরবরাহ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে এসব পিভিসি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

ঘাতসহিষ্ণু জীবিকায়ন কার্যক্রম

অতিদরিদ্র সদস্যদের মূলধারার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার লক্ষ্যে পিপিইপিপি প্রকল্প কৃষিজ ও অ-কৃষিজ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় অনুদান, নমনীয় ঋণ, কারিগরি সেবা এবং সরকারি ও বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়।

আইজিএ সম্প্রসারণ ও উদ্যোগ উন্নয়নে খানাগুলো প্রয়োজনীয় সম্পদ ও অর্থের পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণও পেয়ে থাকে। কৃষিজ ও অকৃষিজ আইজিএগুলোর কৌশলগত ভ্যালু চেইন উন্নয়নের ফলে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ ও খানাগুলোর উপার্জন বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম

পুষ্টি কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি মা, কিশোরী ও সন্তান ধারণক্ষম নারী ও প্রবীণ ব্যক্তিরা অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিভিন্ন সেবা পেয়ে থাকেন। খানা পর্যায়ে ও বৃহত্তর কমিউনিটি পর্যায়ে পুষ্টি-সংবেদনশীল ও পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম যেমন, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি রক্ষায় নানবিধ সেবা প্রদান করা হয়। পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট সেবাগুলোতে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পুষ্টি সেবাভুক্ত ১৬টি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এছাড়াও, কর্মএলাকার মানুষ স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্পের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন। প্রসপারিটি গ্রাম কমিটি, মা ও শিশু ফোরাম, কিশোরী ক্লাব প্রভৃতি প্ল্যাটফর্ম অতিদরিদ্র খানাসমূহের পুষ্টিগত অবস্থা উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টিতে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সেশন আয়োজন করছে।

বিভিন্ন সেবায় অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে সংযোগ স্থাপন

অতিদরিদ্র খানাগুলো সচেতনতার অভাবে অনেক সময় সরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। এ সমস্যা সমাধানে খানা ও কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়।

কোভিড-১৯ মহামারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা

দেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ও সংক্রমণ প্রশমনে সরকার ঘোষিত কঠোর বিধিনিষেধের ফলে কর্মহীন ও খাদ্যাভাবে থাকা ৩১,০০০ অতিদরিদ্র খানায় জরুরি নগদ সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে ২৭.৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। এই উদ্যোগের আওতায় প্রতিটি অতিদরিদ্র খানা তিন ধাপে মোট ৯,০০০ টাকা পেয়েছেন। অর্থ বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে অতিদরিদ্র সদস্যের মোবাইল ব্যাংকিং বা এজেন্ট ব্যাংকিং এ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ প্রেরণ করা হয়। প্রসপারিটিভুক্ত পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ নিজস্ব উদ্যোগ ও অর্থায়নে ত্রাণ কর্মসূচি ও কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আম্ফান ও ইয়াসের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হাজারো সদস্যের জন্য সহযোগী সংস্থাসমূহ সহায়তা কার্যক্রম গ্রহণ করে। আম্ফান-পরবর্তী সময়ে প্রকল্পের আওতায় সাতক্ষীরার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ১০ লক্ষ লিটারের বেশি সুপেয় পানি বিতরণ করা হয়।

কৃষিজ দক্ষতা উন্নয়ন

৮,৭৬২ খানায়

প্রশিক্ষণ প্রদান

সাতক্ষীরায় ঘূর্ণিঝড় আম্ফান দুর্গতদের মাঝে

১০ লক্ষ লিটার

সুপেয় পানি বিতরণ

১,৩২,০১৭ খানায়

পুষ্টি-সুনির্দিষ্ট সেবা প্রদান

১,১৮,০০০ খানায়

বসতবাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ

সরকারি সেবায় যুক্ত হয়েছে

৩৮.৫ হাজার

অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সি শিশু

প্রতিবন্ধী সদস্যভুক্ত

৭,৩৫৩ খানায়

কৃষিজ ও অ-কৃষিজ
আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন

RMTP

রুরাল মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট

কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP) নামে একটি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছে পিকেএসএফ। ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল সম্বলিত এই প্রকল্পে যৌথভাবে অর্থায়ন করছে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ), ডেনমার্ক সরকার এবং পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থা।

RMTP-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতে আর্থিক পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি শস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী এবং মৎস্য - এ তিনটি প্রধান কৃষিখাতভুক্ত বিভিন্ন সম্ভাবনাময় উপ-খাতের উন্নয়নে ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে। RMTP গুণগতমান নিশ্চিত করে নিরাপদ কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও বাজার সম্প্রসারণে কাজ করবে। এই লক্ষ্যে, নিরাপদ কৃষি পণ্য উৎপাদনে বৈশ্বিক কৃষি সু-অনুশীলন (GGAP) ও HACCP প্রোটোকল অনুসরণ করার পাশাপাশি পণ্য শনাক্তকরণের জন্যে কাজ করা হবে। এছাড়া, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) ইত্যাদি প্রযুক্তি প্রচলন করা হবে। বিভিন্ন গ্রামীণ উদ্যোগ বিকাশে তহবিল প্রবাহ বৃদ্ধিকল্পে বৃহৎ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বিশেষ অর্থায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ক্ষুদ্র উদ্যোগ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্লকচেইন প্রযুক্তি প্রয়োগসহ ক্রাউডফান্ডিং প্লাটফর্ম স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

প্রকল্পের অনন্য বৈশিষ্ট্য

- কৃষিপণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে GGAP ও HACCP প্রোটোকল অনুসরণ
- কৃষিপণ্যের সনদায়ন, শনাক্তকরণ, ব্র্যান্ডিং ও বাজারজাতকরণ
- AI ও IoT প্রযুক্তির প্রযোজ্য প্রচলন
- ব্লকচেইন প্রযুক্তির প্রযোজ্য প্রয়োগ
- ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম স্থাপন

প্রকল্প পরিচিতি

নাম Rural Microenterprise Transformation Project (RMTP)

মেয়াদ ৬ বছর

অর্থায়নকারী
আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)
ড্যানিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ডানিডা)
পিকেএসএফ, সহযোগী সংস্থা ও অন্যান্য উৎস

তহবিল
২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
ইফাদ: **৮১** মিলিয়ন ডলার
ডানিডা: **৮.৩০** মিলিয়ন ডলার
পিকেএসএফ ও অন্যান্য:
১১০.৭০ মিলিয়ন ডলার

আনুষ্ঠানিক বাস্তবায়ন শুরু

২০২০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হলেও এর প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ২৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই ভার্চ্যুয়াল অনুষ্ঠানে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের তৎকালীন সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। ইফাদের কান্ট্রি ডিরেক্টর Omer Zafar এবং ডেনিশ রাষ্ট্রদূত HE Winnie Estrup Petersen অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ

২৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে RMTP প্রকল্পের আওতায় 'ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ এবং ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্প প্রস্তুতকরণ' শীর্ষক একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর ৬ জন এবং ৫৪টি সহযোগী সংস্থার একজন করে কর্মকর্তা অংশ নেন।

প্রশিক্ষণের বিভিন্ন অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের গবাদিপ্রাণী, পোল্ট্রি, মৎস্য, হর্টিকালচার এবং শস্য খাতের মধ্যে সম্ভাবনাময় উপ-খাত নির্বাচন; ভ্যালু চেইন উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা, খাত/উপ-খাত নির্বাচনের কৌশল; SWOT analysis; ভ্যালু চেইনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং সেগুলো উত্তরণের কৌশল; প্রকল্পের কর্মকাণ্ড নির্ধারণ; বাজেট প্রণয়ন; পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; প্রকল্পের টেকসহিতা অর্জন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়।

প্রকল্পের সন্তোষজনক অগ্রগতি

১৫-২৯ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে ইফাদের একটি সুপারভিশন মিশন RMTP প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করে। এটি ছিল RMTP প্রকল্পের প্রথম সুপারভিশন মিশন। মিশনের সদস্যরা প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

SEIP

স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম

দেশের আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ দেশব্যাপী Skills for Employment Investment Program (SEIP) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি)-এর আর্থিক সহায়তায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও অর্জন

ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে শুরু হওয়া SEIP প্রকল্পের ২টি ধাপে ৩৮টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩১ জেলায় ১৭টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

জুন ২০২১ পর্যন্ত ২টি ধাপের আওতায় লক্ষ্যভুক্ত ২৩,৮০০ প্রশিক্ষণার্থীর বিপরীতে ২২,৪৯৬ জন প্রশিক্ষণার্থী নিবন্ধন করেছেন।

এর মধ্যে, প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন ২১,০৬৩ জন প্রশিক্ষণার্থী। কর্মসংস্থানে যুক্ত হয়েছেন ১৫,৩৬২ জন, যা মোট প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীর ৭৩%।

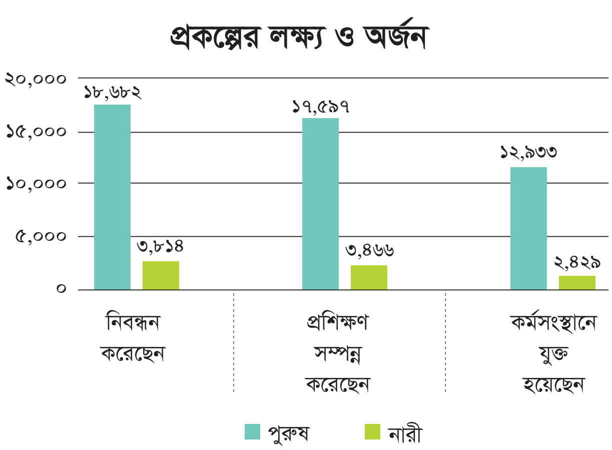

তৃতীয় ধাপের চুক্তি স্বাক্ষর

২৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে SEIP প্রকল্পের ৩য় ধাপের আওতায় প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পিকেএসএফ এবং Skills Development Coordination and Monitoring Unit (SDCMU)-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তি অনুযায়ী, পিকেএসএফ জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩-এর মধ্যে ১২,০০০ তরুণকে সহযোগী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১৫টি ট্রেডে ০৩ মাস মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী তরুণদের মধ্যে অন্তত ৬০ শতাংশের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে। প্রকল্পের আওতায় নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাশাপাশি কেয়ারগিভিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ পরিচালনার মাধ্যমে এই পেশায় দক্ষ জনবল তৈরি এবং কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান বার্ধক্যজনিত সেবাসহ অন্যান্য শুশ্রূষাজনিত সেবা প্রদানের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল প্রয়োজন।

এছাড়া, আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়াদের মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং এতিম তরুণরা আরও অরক্ষিত বিধায়, SEIP প্রকল্পের ৩য় ধাপের আওতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং এতিম তরুণদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা রয়েছে।

SEP
সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট

বাংলাদেশের ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহে পরিবেশবান্ধব উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রচলন, উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ড তৈরিতে সহযোগিতার পাশাপাশি পরিবেশগত টেকসহিতা অর্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পিকেএসএফ 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পটির মোট বাজেট ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন করছে ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং অবশিষ্ট অর্থ পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল থেকে সরবরাহ করছে।

মেয়াদ — **৫ বছর**

অর্থায়নকারী — **বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ**

তহবিল — **১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার**
বিশ্বব্যাংক: ১১০ মিলিয়ন ডলার
পিকেএসএফ: ২০ মিলিয়ন ডলার

৩৭
জেলা

৬৪
উপ-প্রকল্প

৪৭
বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থা

৪০,০০০
ক্ষুদ্র উদ্যোগ

নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ৮৩%

মার্সি মিয়াং টেম্বন
কান্ট্রি ডিরেক্টর, বাংলাদেশ ও ভুটান
বিশ্বব্যাংক

... ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাত হলো বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ...

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য কৃষি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতভুক্ত ব্যবসায়িক উপখাতভিত্তিক নেতৃত্বদানকারী বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত সম্ভাবনাময় ব্যবসাগুচ্ছসমূহকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থাসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত পরিবেশবান্ধব ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক সাধারণ সেবা সম্বলিত ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩০টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক উপখাত থেকে ৬৪টি উপ-প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

জুন ২০২১ পর্যন্ত পিকেএসএফ কর্তৃক ৪৭টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে সর্বমোট ৭১৯ কোটি টাকার ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে। অনুমোদিত অর্থ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ইতোমধ্যে ৫১৪.৭০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করা হয়েছে। সংস্থার কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে 'এসইপি পলিসি এবং সেফগার্ড ডকুমেন্টস' শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ৫২টি উপ-প্রকল্পের প্রায় চার শতাধিক কর্মকর্তাকে এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশগত ও কারিগরিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বিশ্বব্যাংকের প্র্যাকটিস ম্যানেজার ক্রিস্টোফ ক্রেপিন-এর সাথে পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের (বর্তমানে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক) এক সভায় মিলিত হন। দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতের সম্প্রসারণে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্থায়ন, উন্নত প্রযুক্তির প্রচলন, পণ্যের বিপণনে ই-প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার, ক্ষুদ্র-উদ্যোগসমূহের সম্প্রসারণ ও তাদের পরিবেশগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এসইপি প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য ১৯ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে বিশ্বব্যাংক 'Building Back a Better and Greener Bangladesh' শীর্ষক একটি ওয়েবিনার আয়োজন করে। এই ওয়েবিনারে পিকেএসএফ-এর তৎকালীন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যে তিনি বাংলাদেশের ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা তুলে ধরেন। জহির উদ্দিন আহম্মদ, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী, এসইপি প্রকল্পের ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। তিনি প্রকল্পের অগ্রগতি, অর্জন এবং ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আলোচনা করেন। ওয়েবিনারের সভাপতি বিশ্বব্যাংকের প্র্যাকটিস ম্যানেজার ক্রিস্টোফ ক্রেপিন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য ঋণের সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ-কে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করেন।

এসইপি প্রকল্পের আওতায় ২০-২৮ জুন ২০২১ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মিড-টার্ম রিভিউ মিশনে বিশ্বব্যাংক প্রকল্পের এ পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যক্রমকে 'সন্তোষজনক' হিসেবে উল্লেখ করে। প্রতিনিধি দলটি প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই অনেক অর্জনে সন্তোষ প্রকাশ করে।

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহে কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহের দক্ষতা উন্নয়নপূর্বক পরিবেশগত টেকসই সাধারণ সেবার প্রতিষ্ঠান তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ইকোলজিক্যাল ও নিরাপদ ফার্মিং, ফ্রুট ব্যাগিং, ইকো ট্যুরিজম, ইকো-ব্লক, প্লাস্টিক রিসাইক্লিং, বায়োফ্লক ইত্যাদি পরিবেশসম্মত প্রযুক্তিগত কর্মকাণ্ড উপ-প্রকল্পসমূহের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট হতে সহযোগী সংস্থাসমূহের সাহায্যে উদ্যোক্তাদের অনলাইন মার্কেট প্ল্যাটফর্মের সাথে সংযোগ স্থাপন করে দেয়া হয়। ইতোমধ্যে dhama.com.bd শীর্ষক একটি ই-কমার্স ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। এসইপি প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ আম সরবরাহের জন্য ২৫০ জনেরও বেশি উদ্যোক্তাকে ই-কমার্স সাইটটির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পের সাধারণ সেবার আওতায় গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা ভোলার দুর্গম চরে মহিষের আশ্রয়কেন্দ্র (স্থানীয়ভাবে 'কেল্লা' নামে পরিচিত) স্থাপন করেছে, যার ফলে দুর্যোগকালে শত শত মহিষ এবং রাখালরা সেখানে বিশ্রাম নিতে পারে। বিশুদ্ধ পানির নলকূপ, রান্নাঘর, আলাদা বিশ্রামাগার রয়েছে এই কেল্লায়। ২০২১ সালের মে মাসে সাইক্লোন ইয়াশ উপকূলে আঘাত হানলে এই কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে বেঁচে যায় অনেক মহিষ।

সাতক্ষীরা জেলার জিয়ালা প্রসিদ্ধ দুগ্ধ ও দুগ্ধ পণ্য উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকায় গোবর যেখানে সেখানে পড়ে থেকে পরিবেশের দূষণ ঘটাতো। সহযোগী সংস্থা উন্নয়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে জিয়ালাতে গো-বর্জ্য সুষ্ঠুভাবে নিষ্কাশনের জন্য আধুনিক প্লাগ-ফ্লো সিস্টেমযুক্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণ করা হয়েছে।

কোভিডকালে নিরাপদ থেকে যেন প্রকল্পের আওতায় ব্যবসাগুচ্ছসমূহ তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সচল রাখতে পারে, সেজন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের পক্ষ হতে ২২টি নির্দেশাবলি সম্বলিত একটি 'কোভিড-১৯ প্রটোকল' প্রণয়ন ও বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এ সময়ে মাস্ক উৎপাদন করেও লাভবান হয়েছেন।

এসইপি একটি অনন্য প্রকল্প, যা পরিবেশ ও আর্থিক উভয় বিষয়ে লক্ষ্য রেখে ক্ষুদ্র উদ্যোগের উন্নয়নের জন্যে কাজ করছে। কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও বিভিন্ন কারিগরি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা হয়।

ঝুঁকি প্রশমনে প্রকল্প

দারিদ্র্যমুক্তির চেষ্টায় সর্বদা সংগ্রামী দেশের ভাগ্যহত মানুষের অন্যতম প্রধান শত্রু হলো দুর্যোগ-দুর্বিপাক। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে জীবন ও তিলেতিলে গচ্ছিত সম্পদ হারানোর ঝুঁকি যেমন থাকে, তেমনি থাকে রোগবালাইয়ের আকস্মিক প্রাদুর্ভাবে অন্যতম আয়ের উৎস গবাদিপ্রাণীর মৃত্যুঝুঁকি। এহেন আকস্মিক দুর্বিপাক থেকে দরিদ্রদের কিছুটা হলেও রক্ষা করতে পিকেএসএফ দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। একটির লক্ষ্য গবাদিপ্রাণী সুরক্ষা এবং অন্যটির উদ্দেশ্য দরিদ্র মানুষের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অন্যান্য দুর্যোগজনিত ঝুঁকি নিরসন।

২০২০-২১ অর্থবছরে LRMP-এর আওতায়

১,৫৮,৩৭৮ সদস্যের মাঝে

৬২৪ কোটি টাকা বিতরণ

LRMP প্রকল্প

গবাদিপ্রাণী খাতের সম্প্রসারণ সেবা কার্যক্রমটিকে সুসংগঠিত করা এবং খামারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)-এর আর্থিক সহায়তায় Strengthening Resilience of Livestock Farmers through Risk Reducing Services (সংক্ষেপে LRMP নামে অভিহিত) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো, প্রাণিসম্পদ খাতের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক খামারিদের খামার ব্যবস্থাপনায় দক্ষ করে গড়ে তোলা এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাণীর অসুস্থতাজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এছাড়া, গবাদিপ্রাণী সুরক্ষা সেবা কার্যক্রমের আওতায় সম্প্রসারণ ও অন্যান্য আর্থিক সেবা টেকসইভাবে বাস্তবায়নের মডেল উদ্ভাবনেও কাজ করা হচ্ছে। পিকেএসএফ নির্বাচিত ১৫ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৩৯টি জেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য এসডিসি ৩.৪ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঁ (প্রায় ২৮.৯২ কোটি টাকা) অনুদান সহায়তা দিচ্ছে।

প্রকল্পের শুরু থেকেই কোভিড-১৯ মহামারিসৃষ্ট বিবিধ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও জুন ২০২১ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ২২০ জন কর্মকর্তাকে সরাসরি ও অনলাইনে প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম, যেমন খামারি প্রশিক্ষণ, ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প আয়োজন ইত্যাদি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থাগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত অনুদান ৮.৯২ কোটি টাকার মধ্যে ৫.৩৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। জুন ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে ১,৫৮,৩৭৮ জন সদস্যের মাঝে গবাদিপ্রাণী খাতে ৬২৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত ১৪৯টি গবাদিপ্রাণী মৃত্যুর কারণে মোট ৪৬.৫৮ লক্ষ টাকা ঋণ ও সার্ভিস চার্জ মওকুফ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পভুক্ত গবাদিপ্রাণী খাতের ১,৫৫,০৯৮ জন খামারির তথ্য সম্বলিত একটি তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে। ১৯ আগস্ট ২০২১ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের তৎকালীন সিনিয়র সচিব মোঃ আসাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের প্রথম স্টিয়ারিং কমিটির সভায় কোভিড মহামারিজনিত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ে SDC গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে।

IRMP প্রকল্প

দরিদ্র মানুষের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও অন্যান্য দুর্যোগজনিত ঝুঁকি নিরসনে আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা)-এর অর্থায়নে ৫ বছর মেয়াদি The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction (সংক্ষেপে IRMP) প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১৯ হতে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা উদ্ভাবনের পাশাপাশি এসব সেবা প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবনে কাজ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় দেশের উপকূলবর্তী দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিতে থাকা মানুষদের ঝুঁকি নিরসনে বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান এবং RCT পরিচালনা করা হবে। এছাড়া, দেশের বন্যা ও খরাপ্রবণ অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য উপযুক্ত আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা নির্ধারণের কাজ চলমান রয়েছে।

এই প্রকল্পের আওতায় বিশ্বব্যাপী ঝুঁকি নিরসনের সর্বোত্তম পন্থাসমূহ এবং ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে জানার জন্য ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থা, জাইকা বিশেষজ্ঞ দল ও পিকেএসএফ-এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে Learning and Dialogue শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

সক্ষমতা উন্নয়ন

পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে প্রশিক্ষণ শাখা ও জনবল শাখা। জ্ঞানের বিস্তরণ ও পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মানুষকে অবগত করতে কাজ করছে যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিট। এছাড়া, ফাউন্ডেশনের প্রয়োজনীয় গবেষণা সম্পাদনের কাজে নিয়োজিত আছে গবেষণা ইউনিট।

প্রশিক্ষণ

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের পরিকল্পনা হিসেবে প্রশিক্ষণ শাখা পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ শাখা সহযোগী সংস্থার প্রশিক্ষণ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত রয়েছে। এছাড়াও, এ শাখা দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতা বিনিময় ভ্রমণ আয়োজন করে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে

পিকেএসএফ-এর প্রশিক্ষণ শাখা নিম্নোক্ত অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ পরিচালনা করেঃ

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা কোর্স

৩২ ব্যাচ | **৭৪৬** জন প্রশিক্ষণার্থী

ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিশ্লেষণ ও ঋণ মূল্যায়ন

১৩ ব্যাচ | **৩২৪** জন প্রশিক্ষণার্থী

মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা ও মানবীয় যোগাযোগ

০৩ ব্যাচ | **৭২** জন প্রশিক্ষণার্থী

কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাবের কারণে বিগত বছর থেকে পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় পদ্ধতিগত পরিবর্তন এনেছে। শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার পরিবর্তে অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া, কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষণ শাখা সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের চাহিদার ভিত্তিতে ৪টি নতুন অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স উন্নয়ন করেছে। অনলাইন প্রশিক্ষণের আওতায় ইতোমধ্যে ৩টি কোর্সে ৪৮টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের মোট ১,১৪২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিগত অর্থবছরে প্রণীত 'ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিশ্লেষণ এবং ঋণ মূল্যায়ন' শীর্ষক মডিউলটি আরো সময়োপযোগী করে জনবল শাখার আয়োজনে প্রশিক্ষণ শাখা পিকেএসএফ-এর মূলস্রোতভুক্ত ১৭ জন কর্মকর্তাকে অভ্যন্তরীণ ভেন্যুতে উল্লিখিত কোর্সের ওপর অর্ধবেলা করে ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া 'মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা ও মানবীয় যোগাযোগ' শীর্ষক অনলাইন কোর্সটির একটি পরিপূর্ণ ম্যানুয়াল এ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহযোগী সংস্থার ৭২ জন কর্মকর্তাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

পিকেএসএফ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পিকেএসএফ-এর মোট ৬১০ জন কর্মকর্তা দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন (উল্লেখ্য, একজন কর্মকর্তা একাধিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন)। প্রশিক্ষণসমূহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনুষ্ঠিত হয়, যেমন: পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, প্রফেশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট, গ্লোবাল জিএপি এন্ড গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাক্টিস, এগ্রি-প্রডিউস মার্কেটিং মডেলস এন্ড প্ল্যান ফর ফার্মার প্রডিউসার অরগানাইজেশন্স ইন পোস্ট কোভিড কনটেক্সট, সাবজেক্ট বেজড টিওটি অন মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ফিন্যান্সিয়াল এনালাইসিস এ্যান্ড লোন এক্সপ্যানশন স্ট্র্যাটেজি, ডিজিটাল স্বাক্ষর ইত্যাদি। করোনা মহামারির প্রাদুর্ভাবের কারণে অধিকাংশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর অনুষ্ঠিত কর্মশালা/সেমিনারে অংশ নেন।

বিগত অর্থবছরে ড. শরীফ আহম্মদ চৌধূরী, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) Regional Policy Forum on Development Support to Promote Agribusiness Clusters and Credit Enhancement Instruments and 73rd ARRACA EXCOM শীর্ষক অনলাইন সভায় অংশগ্রহণ করেন। Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA) সভাটি আয়োজন করে। করোনা মহামারির প্রাদুর্ভাবের কারণে উক্ত সময়ে পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ দেশের বাইরে কোনো প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেননি।

ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে পিকেএসএফ ভবনে সর্বসাধারণের প্রবেশ সংরক্ষিত থাকায় পিকেএসএফ কর্তৃক অনলাইনে ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে, ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পিকেএসএফ-এ তাদের সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার নির্দেশনায় ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করে। তাদের তথ্য নিচে দেয়া হলো।

ক্রম	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১০
০২	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস	০৯
০৩	ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	০১
	মোট	২০

গবেষণা

পিকেএসএফ-এর গবেষণা শাখার প্রধান উদ্দেশ্য হলো গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্পকে আরও সফলভাবে বাস্তবায়নে সহায়তা করা। এ শাখা নিজস্ব জনবল দ্বারা, যৌথভাবে ও আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ৯০টিরও বেশি গবেষণা সম্পাদন

২০২১ সালে পাঁচটি গবেষণাকর্ম পরিচালনা

চলতি বছরে চলমান গবেষণাগুলোর মূল বিষয়বস্তু হলো: সিসিসিপি প্রকল্প বাস্তবায়নে অনুদান-নির্ভর অর্থায়নের কার্যকারিতা, পিকেএসএফ কর্তৃক সরবরাহকৃত কৃষি প্রযুক্তির প্রভাব, SEP প্রকল্পের ক্ষেত্রে টেকসই পরিবেশবান্ধব কর্মকাণ্ড, PACE প্রকল্পের ভ্যালুচেইন কর্মকাণ্ড বিষয়ক Demonstration Effect এবং পিকেএসএফ-এর ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান। এছাড়াও, এ শাখা পিকেএসএফ পরিচালিত বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের বহুমুখী কার্যক্রম বিষয়ে গবেষণা কাজের জন্য পরামর্শক নির্বাচন, ইনসেপশন রিপোর্ট/সূচনা প্রতিবেদন পর্যালোচনা, গবেষণা পদ্ধতি সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি)-এর প্রকল্প-পরবর্তী মূল্যায়নে দেখা যায় প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বাস্তবায়িত অবকাঠামোর স্থায়িত্বের হার অনেক বেশি। স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ক্ষেত্রে ৯৯.৩৫%, ভিটা উঁচুকরণের ক্ষেত্রে ৯৮.৫২%, ও পোল্ট্রি পালনের ক্ষেত্রে ৮৫.৮৭% স্থায়িত্ব অর্জিত হয়।

SEP প্রকল্প বিষয়ক মধ্যবর্তী মূল্যায়নে উঠে আসে জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯৭ শতাংশ উদ্যোক্তা অন্তত একটি পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ টেকসই পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি অনুসরণ করে পুরোপুরি সন্তুষ্ট এবং প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মোটামুটি সন্তুষ্ট। প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীরা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, টেকসই পদ্ধতি অনুসরণের ফলে বায়ু দূষণ, মাটি দূষণ, পানি দূষণ, স্বাস্থ্য ঝুঁকি ইত্যাদি কমে এসেছে।

গবেষণা শাখা পিকেএসএফ-এর ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবেও দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছে।

সিসিসিপি প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বাস্তবায়িত অবকাঠামোর স্থায়িত্বের হার অনেক বেশি।

এসইপি প্রকল্পের আওতায় ৯৭ শতাংশ উদ্যোক্তা অন্তত একটি পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

যোগাযোগ ও প্রকাশনা

বিগত বছরগুলোতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বৈশ্বিক মহামারির কারণে যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক বৈচিত্র্য এসেছে। প্রগাগত যোগাযোগ ব্যবস্থার বদলে প্রযুক্তি নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যবহার বেড়েছে। পিকেএসএফ-এর যোগাযোগ ও প্রকাশনা শাখা তথ্য-প্রযুক্তির নিবিড় প্রবাহ নিশ্চিত করে ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ড কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ইউনিটের আওতায় নিয়মিত এবং বিশেষ চাহিদা ও ইস্যুভিত্তিক নানাবিধ প্রকাশনা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়া, ইউনিটটি সাধারণভাবে পিকেএসএফ-এর অন্যান্য বিভাগ, শাখা, প্রকল্প ও ইউনিটের বিভিন্ন প্রতিবেদন, সাময়িকী ও বিবরণী সম্পাদনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রেও সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

পিকেএসএফ-এর একটি তথ্যবহুল ওয়েবসাইট (www.pksf-bd.org) রয়েছে। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির হালনাগাদকৃত তথ্য এবং ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সংবাদ যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিটের তত্ত্বাবধানে নিয়মিতভাবে পিকেএসএফ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

ওয়েবসাইটের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে দ্রুততম সময়ে অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছানোর লক্ষ্যে পিকেএসএফ ফেসবুক (www.facebook.com/PKSF) পেইজ পরিচালনা করছে। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অডিও-ভিজ্যুয়াল নিয়মিতভাবে পিকেএসএফ-এর ফেসবুক পেইজে প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়া, ইউটিউবে 'সমৃদ্ধি' নামে নিজস্ব চ্যানেলে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের ভিডিওচিত্র প্রকাশ করা হয়।

গণমাধ্যমে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সংবাদ সম্প্রচার এবং পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গণমাধ্যমকর্মীদের আমন্ত্রণ জানানো, প্রেস রিলিজ/সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়। ফাউন্ডেশনের সংবাদ সম্প্রচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিট গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে। এছাড়া, গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়মিত বিরতিতে মাঠ পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

পিকেএসএফ- এর মূলস্রোতের প্রকাশনা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ড-সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা ও মুদ্রণের কাজেও যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিট সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া, ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিটের প্রামাণ্যচিত্র, নাটক ও অন্যান্য ভিডিও প্রস্তুত করার কাজ যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিট তত্ত্বাবধান করে থাকে।

পিকেএসএফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ও ত্রৈমাসিক তথ্যসাময়িকী (বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষায়) নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা যোগাযোগ ও প্রকাশনা ইউনিটের প্রকাশনা সংক্রান্ত প্রধান কাজ। ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকাশনাসমূহের আধেয় প্রস্তুত ও সম্পাদনা করে। এছাড়াও, প্রকাশনাসমূহের ডিজাইন ও মুদ্রণের গুণগত মান ঠিক রাখতে ডিজাইনার ও মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে দিকনির্দেশনা ও সার্বিক সহায়তা প্রদান করে।

প্রকাশনার পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সচিত্র সংবাদ ও প্রতিবেদন পিকেএসএফ-এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২১ আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল, বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার উদ্যোগে ২০-২৩ মার্চ ২০২১ বিভিন্ন জেলায় বাস্তবায়িত বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ, পিকেএসএফ-এর বঙ্গবন্ধু কর্নারে ১০ দিনব্যাপী প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী এবং 'বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আমি যা জানি' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

এছাড়া, পিকেএসএফ-এর একাদশ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর যোগদান, শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান, RAISE প্রকল্পের জন্য বিশ্বব্যাংকের সাথে ২৫০ মিলিয়ন ডলার প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর, SEP প্রকল্পের মধ্যমেয়াদি মূল্যায়ন প্রতিবেদন, PACE প্রকল্পের আওতায় সাফল্যের গল্প ফাউন্ডেশনের ফেসবুকে পেইজে সম্প্রচার করা হয়েছে।

আয়োজন ও অনুষ্ঠান

পিকেএসএফ নিয়মিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে। এ সকল আয়োজন পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের জ্ঞানের পরিসরকে আরও বিস্তৃত করে। এছাড়া, সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত বার্তা এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া যায়।

মুজিববর্ষ: বছরব্যাপী বর্ণিল আয়োজন

২০২০ সালের ১৭ মার্চ ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষের গৌরবময় তিথি। এ উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ এবং এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা নানা কর্মসূচি আয়োজন করে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে সারাদেশের প্রায় ২.৫ লক্ষ যুব সদস্যের অংশগ্রহণে পিকেএসএফ বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ একটি ওয়েবিনার আয়োজন করা হয়।

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৭-২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত দেশব্যাপী বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৭ মার্চ ২০২১ সন্ধ্যা থেকে পিকেএসএফ ভবনকে বর্ণিল ও উজ্জ্বল আলোকমালা এবং জাতির পিতার বাণী সম্বলিত বিশাল ব্যানারে শোভিত করা হয়। এছাড়াও, পিকেএসএফ কর্মকর্তাবৃন্দের সন্তানদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আমি যা জানি' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয়।

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় দেশের চার জেলায় বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ২০ মার্চ ২০২১ ঠাকুরগাঁও জেলায় ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও), ২১ মার্চ ২০২১ চট্টগ্রামে মমতা, ২২ মার্চ ২০২১ খুলনায় নবলোক পরিষদ এবং ২৩ মার্চ ২০২১ গাইবান্ধায় এসকেএস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২০ মার্চ ২০২১ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মৃত্যুঞ্জয় সাহার নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল পিকেএসএফ পরিদর্শনে আসেন। তারা পিকেএসএফ ভবনে অবস্থিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' এবং বঙ্গবন্ধুর ওপর নির্মিত বিভিন্ন প্রামাণ্য ও তথ্যচিত্রের প্রদর্শনী দেখেন।

জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

জাতির পিতার ৪৬তম শাহাদাৎবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ ১২ আগস্ট ২০২১ এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করে। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় মুখ্য আলোচক ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি সভাটি সঞ্চালনা করেন। আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য অরিজিৎ চৌধুরী, পারভীন মাহমুদ, এফসিএ, নাজনীন সুলতানা এবং সাধারণ পর্ষদের সদস্য হুমায়রা ইসলাম ও ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। পিকেএসএফ ও বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দসহ প্রায় চার'শ জন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

নানা আয়োজনে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে আত্মপ্রকাশের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে পিকেএসএফ।

মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত দিনগুলোর কথা মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠেই উপস্থাপনের জন্য ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণে একটি ভার্চ্যুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নগুলো থেকে ২০১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির বর্তমানে দায়িত্বরত ১২ জন সভাপতি ও ১০ জন নির্বাহী পরিচালক, যারা সবাই বীর মুক্তিযোদ্ধা, এ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে ২০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিকথা সকল দর্শক-শ্রোতাকে আবেগাপ্লুত করে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার নেশায় মত্ত হয়ে কেমন করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে সেসব স্মৃতি বলতে গিয়ে তারা এবং শ্রোতৃবৃন্দ সবাই যেন ফিরে গিয়েছিলেন সেই ১৯৭১ সালে। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান, পর্ষদ সদস্য ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালক ও কর্মীবৃন্দসহ প্রায় ৫০০ জন এ ভার্চ্যুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া, পিকেএসএফ-এর ওয়েবসাইটে 'সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার' স্থাপন করা হয়। সেখানে, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিভিন্ন ছবি ও ভিডিওচিত্র এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচির সচিত্র সংবাদ প্রদর্শন করা হয়।

শেখ রাসেল দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন

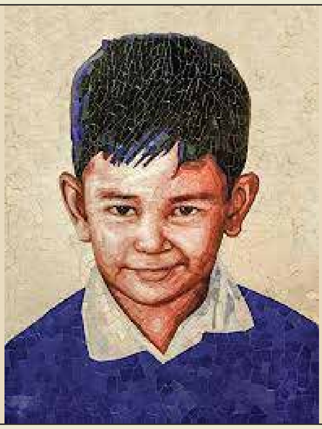

'শেখ রাসেল: দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস' প্রতিপাদ্য নিয়ে ১৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে দেশব্যাপী পালিত হয় 'শেখ রাসেল দিবস ২০২১'। এ উপলক্ষ্যে, একটি ভার্চ্যুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করে পিকেএসএফ। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশেষ উপস্থাপনা প্রদান করেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১ মোঃ ফজলুল কাদের। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখনীতে শেখ রাসেলের স্মৃতিচারণও পাঠ করা হয়। এছাড়া, দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি বজায় রেখে বাদ জোহর পিকেএসএফ ভবনে বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মহামারি মোকাবেলা : আরো ৫০০ কোটি টাকা পেল পিকেএসএফ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোভিড মহামারির প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলায় পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫০০ কোটি টাকার অনুদান প্রদানের ঘোষণা দেন। এই অর্থ মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ১.২৫ লক্ষ দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯-এর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র উদ্যোক্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবন ও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরেও সরকার প্রণোদনা তহবিলের আওতায় পিকেএসএফ-কে ৫০০ কোটি টাকার বিশেষ অনুদান মঞ্জুরি প্রদান করে। এ অনুদানের সাথে পিকেএসএফ নিজস্ব তহবিল থেকে ১০০ কোটি টাকা যোগ করে Livelihood Restoration Loan (LRL) শীর্ষক বিশেষায়িত নমনীয় ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

অভিযোজন তহবিলের NIE হিসাবে পিকেএসএফ-এর স্বীকৃতি অর্জন

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে অবস্থিত অভিযোজন তহবিল (Adaptation Fund) পিকেএসএফ-কে বাংলাদেশে 'জাতীয় বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠান (National Implementing Entity - NIE)' হিসেবে নির্বাচিত করেছে। ৩ আগস্ট ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত অভিযোজন তহবিল বোর্ড সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অভিযোজন তহবিলের পক্ষ থেকে পিকেএসএফ-কে আগামী পাঁচ বছরের জন্য বাংলাদেশে জাতীয় বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। পিকেএসএফ-এর কর্মপদ্ধতি, অভিজ্ঞতা ও ধারাবাহিক সাফল্য পর্যালোচনার পর এ মনোনয়ন প্রদান করা হয়। ২০০৭ সালে গঠিত অভিযোজন তহবিল-স্বীকৃত ৩৪তম এবং বাংলাদেশের একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ স্বীকৃতি অর্জন করলো পিকেএসএফ। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে পিকেএসএফ জাতিসংঘের গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের NIE হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

পিকেএসএফ থেকে বিদায় নিলেন মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ

পিকেএসএফ-এর দশম ব্যবস্থাপনা পরিচালক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ পর্যন্ত আন্তরিকতা এবং দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাকে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করায় পূর্ণ মেয়াদ শেষ হবার আগেই তিনি পিকেএসএফ থেকে বিদায় নেন। ৮ মার্চ ২০২১ তারিখে মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ-কে বিদায় জানানোর জন্য একটি ভার্চ্যুয়াল সভা আয়োজন করা হয়। সভায় পিকেএসএফ-এর সকল স্তরের কর্মী তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। মাত্র দুই বছরেরও কম সময় পিকেএসএফ-এর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তিনি পিকেএসএফ-এর সামগ্রিক নেতৃত্ব প্রদানে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

০৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর একাদশ ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ড. নমিতা হালদার এনডিসি। ১১ আগস্ট ২০২১ তারিখে নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালককে পিকেএসএফ-এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ভার্চ্যুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। এর পূর্বে, ড. হালদার ৩০ বছর প্রজাতন্ত্রের প্রশাসন ক্যাডারে নিষ্ঠা ও সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৪ সালে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত সচিব নিযুক্ত হন। তিনি সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক এবং অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করতে বিশেষভাবে আগ্রহী।

নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগ দিলেন ড. নমিতা হালদার এনডিসি

দেশের অনানুষ্ঠানিক খাতের ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং স্বল্পদক্ষ ও অদক্ষ তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের শোভন কর্মসংস্থানের জন্য ২৫০ মিলিয়ন ডলারের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে পিকেএসএফ। Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৭ অক্টোবর ২০২১ বিশ্বব্যাংকের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। পিকেএসএফ-এর পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষে আবাসিক প্রতিনিধি মার্সি মিয়াং টেম্বন এতে স্বাক্ষর করেন। পাঁচ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা দেবে বিশ্বব্যাংক এবং অবশিষ্ট ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল থেকে সরবরাহ করা হবে।

বিশ্বব্যাংকের সাথে ২৫০ মিলিয়ন ডলার প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর

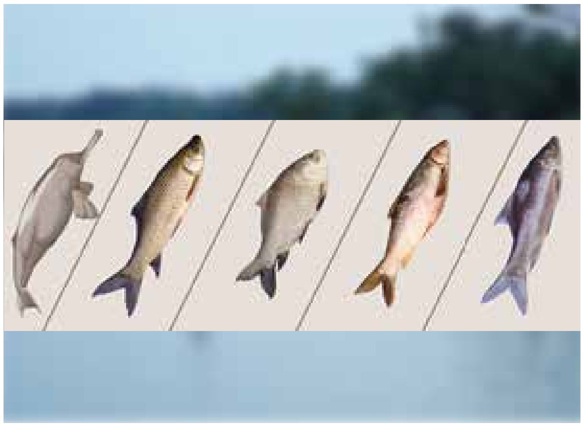

পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় হালদা নদীর ৪টি কার্প জাতীয় মাছ ও ডলফিনের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকুয়েন্স উন্মোচন করা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর সভাপতিত্বে ১৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত এক ভার্চ্যুয়াল সভায় এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান এবং একটি হ্যাচারি সম্বলিত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। সভায় অধ্যাপক ড. মনজুরুল কিবরীয়া এবং অধ্যাপক ড. এএমএএম জুনায়েদ সিদ্দিকী এ বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন। তাদের এ গবেষণার মাধ্যমে ওয়াইল্ড কার্পের জিন সুরক্ষা এবং গবেষণার ফলাফল কাজে লাগিয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্যের এ ধরনের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের পথ সুগম হবে।

হালদা নদীর কার্প মাছ ও ডলফিনের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকুয়েন্স উন্মোচন

অভিযোজন তহবিলের অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অংশগ্রহণ

'NIE Country Exchange Program ২০২১' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী (১৭, ১৯ ও ২৪ আগস্ট ২০২১) এক ভার্চ্যুয়াল অনুষ্ঠান আয়োজন করে ভারতের National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD)। অভিযোজন তহবিলের (Adaptation Fund) মোট ১২টি National Implementing Entity (NIE)-এর প্রতিনিধিবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ অভিযোজন তহবিলের বাংলাদেশে NIE হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। অন্যতম নির্দিষ্ট বক্তা হিসেবে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি ২৪ আগস্ট ২০২১ অনুষ্ঠানের সমাপনী দিনে অনুষ্ঠিত 'Knowledge Fair' শীর্ষক সেশনে ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হন। তিনি বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিতে থাকা মানুষের দুর্দশা লাঘবে অভিযোজন তহবিল বোর্ডের অধিকতর সহযোগিতা আশা করেন।

৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ওয়াশিংটন ও ঢাকাস্থ কর্মকর্তাদের সাথে পিকেএসএফ প্রতিনিধিদের একটি অনলাইন মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের কর্মসংস্থান, আয়, খাদ্য নিরাপত্তা ইত্যাদিসহ কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) খাতে এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে তহবিল সরবরাহে কোভিড-১৯-এর প্রভাব সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, তৎকালীন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় ইনস্টিটিউট অব ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম) এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ)-এর প্রতিনিধিরাও অংশ নেন।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

INTERNATIONAL MONETARY FUND

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রতিনিধিদের সাথে সভা

কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি দলের পিকেএসএফ পরিদর্শন

২৪ জুন ২০২১ তারিখে কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের একটি প্রতিনিধি দল পিকেএসএফ পরিদর্শনে আসেন। এ উপলক্ষ্যে তাদের সাথে পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের একটি সভা আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত এ সভায় কঙ্গো প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন Tenday Lua, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; Jean Pierre OtshUmbe, Jonas Didier Ntaku I Theodre Boniface Socrates Kabeya, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়; Dadou Kapandji, পলিসি বিশেষজ্ঞ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয় এবং নাজির আলম, কঙ্গোর ঢাকাস্থ অনারারি কনস্যুলেট। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ভার্চ্যুয়ালি এ সভায় যোগদান করেন এবং কঙ্গো প্রতিনিধি দলকে পিকেএসএফ-এ স্বাগত জানান। প্রতিনিধি দলটি কঙ্গোতে পিকেএসএফ উন্নয়ন মডেলের অনুসরণে কার্যক্রম গ্রহণে প্রযুক্তিগত দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য পিকেএসএফ-কে অনুরোধ করেন।

MDP-AF প্রকল্পের উদ্বোধনী কর্মশালা

গ্রামীণ অর্থনীতিতে তারল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে কোভিড-১৯-এর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসকরণে ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB)-এর অর্থায়নে 'মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এ্যাডিশনাল ফাইন্যান্সিং (MDP-AF)' শীর্ষক একটি প্রকল্প পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ০৭ জুন ২০২১ তারিখে এ প্রকল্পের উদ্বোধনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর সভাপতিত্বে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও, প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ৯৭টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান এবং ঋণ কার্যক্রমের প্রধান কর্মকর্তাবৃন্দ এ কর্মশালায় অংশ নেন। কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর তৎকালীন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের MDP-AF প্রকল্প বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনা প্রদান করেন।

পিকেএসএফ-এর সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত দেশের প্রথম সফল কাঁকড়া হ্যাচারির কার্যক্রম যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত কপ-২৬-এ ০৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে সরাসরি প্রদর্শন করা হয়। আন্তর্জাতিক এ জলবায়ু সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান, জলবায়ু বিশেষজ্ঞ এবং পরিবেশকর্মীরা অংশ নেন। আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে স্থাপিত কাঁকড়া হ্যাচারি প্রাঙ্গণ থেকে এর কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করে। অনুষ্ঠানে কাঁকড়া চাষ প্রকল্পের তিনজন উদ্যোক্তা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তাদের জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এবং কাঁকড়া চাষের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেন। এছাড়া, কাঁকড়া উপ-খাত সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

কপ-২৬: শ্যামনগরের কাঁকড়া হ্যাচারির কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার

ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম বিষয়ক ওয়েবিনার

১০ জুন ২০২১ তারিখে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও অভিজ্ঞতা বিনিময় বিষয়ক একটি ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এ ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন। পিকেএসএফ-এর তৎকালীন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ওয়েবিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। পিকেএসএফ-এর তৎকালীন সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক মোঃ মশিয়ার রহমান ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমে ব্যবহৃত অ্যাপ ENRICHed SASTHO-এর সুবিধাদিসহ বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। ওয়েবিনারে পিকেএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, CMED-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ১১৪টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ, ২০০টি ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারীসহ প্রায় ৭০০ জন অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস: দুদকের আয়োজনে পিকেএসএফ-এর সক্রিয় অংশগ্রহণ

'আপনার অধিকার, আপনার কর্তব্য: দুর্নীতিকে না বলুন' -- এ প্রতিপাদ্য নিয়ে ০৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস-২০২১'। এ উপলক্ষ্যে, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর আহ্বানে দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত দুর্নীতি বিরোধী মানববন্ধনে অংশ নেয় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা।

এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পিকেএসএফ ভবনের সামনে সকালে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি-এর নেতৃত্বে সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক একিউএম গোলাম মাওলা, মশিয়ার রহমান, ড. তাপস কুমার বিশ্বাস ও ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এতে অংশ নেন।

এছাড়া, রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের সামনে আয়োজিত মানববন্ধনে যোগ দেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের ও ড. মোঃ জসীম উদ্দিন-সহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা। পিকেএসএফ-এর সাংগঠনিক তৎপরতায় রাজধানীর ফার্মগেট ও মিরপুর ১০-এ দুর্নীতি বিরোধী মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দিবসটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

গবাদিপ্রাণী সুরক্ষায় সহায়ক উপকরণ বিতরণ

'Strengthening Resilience of Livestock Farmers through Risk Reducing Services' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২১ জুন ২০২১ তারিখে পিকেএসএফ ভবনে এক চুক্তি স্বাক্ষর ও সহায়ক উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম তৌহিদ এতে সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশে সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত হেড অব কো-অপারেশন Corinne Henchoz Pignani অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া পিকেএসএফ, SDC, Swisscontact ও সহযোগী সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এতে অংশ নেন।

উল্লেখ্য, পিকেএসএফ ২০১৯ সাল থেকে Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)-এর অর্থায়নে এ প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ে ১৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। গবাদিপ্রাণীর অসুস্থতা ও মৃত্যুঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ খাতের খামারিদের উন্নততর খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

বিশ্বব্যাংক ভাইস প্রেসিডেন্টের ভৈরব পাদুকা ব্যবসাগুচ্ছ পরিদর্শন

বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট হার্টউইগ শেফার ৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরবে পাদুকা ব্যবসাগুচ্ছের ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহ পরিদর্শন করেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন ড. নমিতা হালদার এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ; মার্সি মিয়াং টেম্বন, কান্ট্রি ডিরেক্টর, বিশ্বব্যাংক; মোঃ ফজলুল কাদের, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ; বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থার প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ। পরিদর্শন শেষে হার্টউইগ শেফর ভৈরব পাদুকা ব্যবসাগুচ্ছে এসইপি প্রকল্পের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এ প্রকল্পে সম্পৃক্ত হতে পেরে বিশ্বব্যাংক গর্বিত।

বিশ্বব্যাংক এবং পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)-এর আওতায় সহযোগী সংস্থা ‘পপি’-এর মাধ্যমে পিকেএসএফ ভৈরবে পাদুকা প্রস্তুতকারী ব্যবসাগুচ্ছের ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহকে সহযোগিতা করে আসছে।

আমরা শোকাহত

মোহাঃ শরিফুল ইসলামের অকালমৃত্যু

পিকেএসএফ-এর অফিসার (আইটি) মোহাঃ শরিফুল ইসলাম ০৭ এপ্রিল ২০২১ তারিখে ঢাকাস্থ একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪১ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনি জটিলতায় ভুগছিলেন।

শরিফুল ইসলাম ০১/০৮/২০১০ তারিখে অফিসার (এমআইএস এনালিস্ট) হিসেবে পিকেএসএফ-এ যোগ দেন। আমৃত্যু তিনি পিকেএসএফ-এর ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনোলজি শাখায় কর্মরত ছিলেন।

পিকেএসএফ চাকরি বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী বিগত ০৬ এপ্রিল ২০২১ তারিখ হতে পিকেএসএফ কর্তৃপক্ষ শরিফুল ইসলামকে চাকরি হতে অবসর প্রদান করে।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. নমিতা হালদার এনডিসি গত ২২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে শরিফুল ইসলামের সাথে পিকেএসএফ-এর চূড়ান্ত দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত পত্রটি মরহুমের স্ত্রী মোসাঃ আফরোজা বেগমের নিকট হস্তান্তর করেন।

পেশাজীবনে শরিফুল ইসলাম মেধাবী, দক্ষ এবং পরিশ্রমী কর্মকর্তা ছিলেন। পিকেএসএফ পরিবারের সকল সদস্য তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে এবং মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রিয় সহকর্মীর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত প্রার্থনা করছে।

ON
M+

নিরীক্ষা প্রতিবেদন

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়ে পিকেএসএফ আপোষহীন। দারিদ্র্য দূরীকরণে পিকেএসএফ-এর কর্মদক্ষতা, নিষ্ঠা এবং এর কর্মকাণ্ডসমূহের সফল বাস্তবায়ন সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে সর্বদাই সমাদৃত। পিকেএসএফ-এর কর্মকাণ্ডের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার পাশাপাশি বহিঃনিরীক্ষা প্রতিবেদন ফাউন্ডেশনের স্বচ্ছতার পরিচয় বহন করে।

Independent Auditors' Report
to the General Body of
Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF), which comprise the statement of financial position as at 30 June 2021, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of cash flows and statement of changes in equity for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies other explanatory information.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) as at 30 June 2021, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs), the Companies Act 1994 and other applicable laws and regulations.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the entity in accordance with the International Ethics Standard Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) and the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB). We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Matter

The financial statements of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) for the year ended 30 June 2020, were audited by another auditor who expressed an unmodified opinion on those financial statements on November 25, 2020.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with IFRSs, the Companies Act 1994 and other applicable laws and regulations and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the entity's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,

misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the organization's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that gives a true and fair view.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirement regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonable be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

In accordance with the Companies Act 1994, we also report the following:

a) We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and made due verification thereof;

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) so far as it appeared from our examination of those books; and

c) The statement of financial position and statement of profit or loss and other comprehensive income dealt with by the report are in agreement with the books of accounts and returns.

Signed for & on behalf of
MABS & J Partners
Chartered Accountants

S H Talukder FCA
Partner
ICAB Enrollment No: 1244
DVC No:2112021244AS615309

Dated: 02 December 2021
Dhaka, Bangladesh.

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Statement of Financial Position

As at 30 June 2021

Particulars	Notes	Amount in Taka 30 June 2021	Amount in Taka 30 June 2020
PROPERTIES AND ASSETS			
Non-current assets			
Property, plant and equipment	4.00	721,755,503	752,503,773
Investment against provision for earn leave	5.00	248,267,036	232,280,058
Investment against PKSF fund- SF, PSF, DMF	6.00	4,406,500,000	4,859,000,000
Staff house building, computer & car loan	7.00	408,178,725	426,386,231
Loan to POs under core program	8.00	29,708,490,372	23,315,053,481
Loan to POs under project	10.00	3,220,654,608	2,521,655,173
Total non-current assets		**38,713,846,244**	**32,106,878,716**
Current assets			
Loan to POs under core program	8.00	37,042,873,929	32,951,902,947
Loan to POs under capacity building	9.00	560,934	560,934
Loan to POs under project	10.00	2,140,660,110	1,084,640,269
Service charges receivable	11.00	985,379,100	1,042,045,615
Interest and other receivables	12.00	158,326,110	149,594,934
Grant receivables	23.00	209,953,112	247,688,933
Advances, deposits and prepayments	13.00	1,806,187,027	931,178,208
Cash and cash equivalents	14.00	11,925,156,290	9,120,940,680
Total current assets		**54,269,096,612**	**45,528,552,520**
Total properties and assets		**92,982,942,856**	**77,635,431,236**

Particulars	Notes	Amount in Taka 30 June 2021	30 June 2020
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
Capital fund			
Grants	15.00	17,926,675,271	12,822,680,271
Disaster management fund		5,337,929,880	5,199,714,945
Capacity building revolving loan fund (RLF)		100,000,000	100,000,000
Special fund		119,936,696	111,950,301
Programs- support fund		2,919,180,081	2,785,099,123
Retained surplus		31,191,507,379	28,802,201,223
Total capital fund		**57,595,229,307**	**49,821,645,863**
Non-current liabilities			
Microfinance loan under core program	16.00	19,695,763,468	15,862,120,638
Loan for other projects	17.00	7,916,460,000	4,448,000,000
Provision for interest on microfinance loan	18.00	162,934,875	93,148,050
Provision for interest on loan for other projects	19.00	93,821,292	38,093,918
Provision for earn-leave	20.00	256,626,142	234,562,034
Deferred income (Grant for assets)	21.00	43,726,673	45,177,660
Total non-current liabilities		**28,169,332,450**	**20,721,102,300**
Current liabilities			
Microfinance loan under core program	16.00	406,357,170	812,714,341
Provision for interest on microfinance loan	18.00	26,849,100	122,802,702
Grant received in advance	22.00	1,347,698,857	1,614,235,685
Other liabilities	23.00	2,024,864,048	1,279,103,812
Loan loss provision - core program	24.00	3,304,824,696	3,191,139,690
Loan loss provision - capacity building	25.00	560,934	560,934
Loan loss provision - project	26.00	107,226,294	72,125,909
Total current liabilities		**7,218,381,099**	**7,092,683,073**
Total capital fund and liabilities		**92,982,942,856**	**77,635,431,236**

The annexed notes from 1 to 51 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Md. Mashiar Rahman
Deputy Managing Director

Dr. Nomita Halder ndc
Managing Director

Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad
Chairman

Signed in terms of our separate report annexed.

Signed for & on behalf of
MABS & J Partners
Chartered Accountants

S H Talukder FCA
Partner
ICAB Enrollment No: 1244
DVC No:2112021244AS615309

Dated: 02 December 2021
Dhaka, Bangladesh.

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

For the year ended 30 June 2021

Particulars	Notes	30 June 2021 (Amount in Taka)	30 June 2020 (Amount in Taka)
INCOME			
Operating income			
Service charges	27.00	3,795,226,509	3,425,774,873
Grant income	28.00	1,632,121,501	732,670,387
		5,427,348,010	**4,158,445,260**
Non operating income			
Interest on bank balance and short term deposit	29.00	887,190,905	975,593,245
Other income	30.00	27,130,735	38,110,089
		914,321,640	**1,013,703,334**
Total		**6,341,669,650**	**5,172,148,594**
EXPENDITURE			
General and administrative expenses			
Manpower compensation (salaries, allowances & other facilities)	31.00	732,801,217	673,882,153
Retirement benefit	32.00	110,039,004	60,502,137
Training, workshop and seminar	33.00	9,144,044	23,686,410
Institutional development and capacity building	34.00	791,892	26,372,109
Program and project cost	35.00	2,276,139,707	1,697,043,576
Socio-economic & human capability improvement program	36.00	6,195,000	8,380,000
Monitoring and evaluation	37.00	9,455,970	12,384,271
Occupancy expenses	38.00	12,812,260	12,840,720
Research and publication	39.00	49,796,362	20,306,431
Depreciation	40.00	41,513,869	46,421,663
Administrative expenses	41.00	55,640,948	84,531,525
Total		**3,304,330,273**	**2,666,350,995**
Loan loss expenses	42.00	148,785,393	246,207,097
Financial cost of operation			
Borrowing cost	43.00	213,867,534	174,782,478
Bank charge & commission	44.00	7,349,133	4,023,400
Total		**221,216,667**	**178,805,878**
Total expenditure		3,674,332,333	3,091,363,970
Excesses of income over expenditures	15.00	2,667,337,317	2,080,784,624

The annexed notes from 1 to 51 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Md. Mashiar Rahman
Deputy Managing Director

Dr. Nomita Halder ndc
Managing Director

Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad
Chairman

Signed in terms of our separate report annexed.

Signed for & on behalf of
MABS & J Partners
Chartered Accountants

S H Talukder FCA
Partner
ICAB Enrollment No: 1244
DVC No:2112021244AS615309

Dated: 02 December 2021
Dhaka, Bangladesh.

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
Statement of Cash Flows
For the year ended 30 June 2021

Particulars	Notes	Amount in Taka: 1 July 2020 to 30 June 2021	Amount in Taka: 1 July 2019 to 30 June 2020
A. Cash flow from operating activities			
Excess of income over expenditure (surplus)		2,667,337,317	2,080,784,624
Add: Adjustment for items not involving the movement of cash	45.00	215,080,743	345,625,340
Surplus before changes in operating activities		**2,882,418,060**	**2,426,409,964**
Changes in operating activities			
(Increase)/decrease in assets other than loan to POs	46.00	(808,865,974)	(309,839,686)
(Increase)/decrease in loans to POs - current portion	47.00	(5,146,990,823)	(3,323,036,504)
(Increase)/decrease in loans to POs - non current portion	48.00	(7,092,436,326)	(3,029,108,939)
		(13,048,293,123)	**(6,661,985,129)**
Increase/(decrease) in current liabilities	49.00	649,806,634	(50,471,953)
Increase/(decrease) in non-current liabilities	50.00	125,514,199	82,442,560
		775,320,833	**31,970,607**
Net cash flows from operating activities		**(9,390,554,230)**	**(4,203,604,558)**
B. Cash flows from investing activities			
Acquisition of property, plant and equipment	4.00	(12,005,485)	(28,134,881)
Sale proceed of property, plant and equipment		773,639	-
(Increase)/decrease investment against provision for earn leave		(15,986,978)	(112,501,860)
Net liability for gratuity transferred to separate gratuity fund account		-	(130,375,888)
(Increase)/decrease investment against PKSF fund		452,500,000	(170,500,000)
Net cash used in investing activities		**425,281,176**	**(441,512,629)**
C. Cash flows from financing activities			
Grant received		5,103,995,000	-
Increase/(decrease) grant received in advance		(266,536,828)	1,045,848,957
(Increase)/decrease in grant receivable		37,735,821	102,581,125
Increase/(decrease) in grant for assets		(1,450,987)	6,417,989
Microfinance loan repaid	51.00	(812,714,342)	-
Microfinance loan received	51.00	7,708,460,000	6,726,429,245
Net cash flows from financing activities		**11,769,488,664**	**7,881,277,316**
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents		**2,804,215,610**	**3,236,160,129**
Opening cash and cash equivalents		9,120,940,680	5,884,780,552
Closing cash and cash equivalents		**11,925,156,290**	**9,120,940,680**

The annexed notes from 1 to 51 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Md. Mashiar Rahman
Deputy Managing Director

Dr. Nomita Halder ndc
Managing Director

Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad
Chairman

Signed in terms of our separate report annexed.

Signed for & on behalf of
MABS & J Partners
Chartered Accountants

S H Talukder FCA
Partner
ICAB Enrollment No: 1244
DVC No:2112021244AS615309

Dated: 02 December 2021
Dhaka, Bangladesh.

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
Statement of Changes in Equity
For the year ended 30 June 2021

Particulars	GRANTS					
	Establishment Grants		UPP	RNPPO	REDP	MEL
	GOB (Own sources)	GOB (USAID PL-480)	GOB (Own sources)	GOB (IDA)	GOB (DFID)	GOB (Own sources)
Balance as at 01 July 2020	1,100,000,000	650,000,000	4,168,200,000	642,320,100	44,820,000	3,750,000,000
Fund received during the year 2020-2021	-	-	-	-	-	-
Surplus for the year 2020-2021	-	-	-	-	-	-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2021	**1,100,000,000**	**650,000,000**	**4,168,200,000**	**642,320,100**	**44,820,000**	**3,750,000,000**
Balance as at 01 July 2019	1,100,000,000	650,000,000	4,168,200,000	642,320,100	44,820,000	3,750,000,000
Fund received during the year 2019-2020	-	-	-	-	-	-
Surplus for the year 2019-2020	-	-	-	-	-	-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2020	**1,100,000,000**	**650,000,000**	**4,168,200,000**	**642,320,100**	**44,820,000**	**3,750,000,000**

Particulars	GRANTS				Total
	KGF	ENRICH	SEP	LRL	
	GOB (KFAED)	GOB	IDA	GOB	
Balance as at 01 July 2020	819,900,000	1,647,440,171	-	-	12,822,680,271
Fund received during the year 2020-2021	-	-	103,995,000	5,000,000,000	5,103,995,000
Surplus for the year 2020-2021	-	-	-	-	-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2021	**819,900,000**	**1,647,440,171**	**103,995,000**	**5,000,000,000**	**17,926,675,271**
Balance as at 01 July 2019	819,900,000	1,647,440,171	-	-	12,822,680,271
Fund received during the year 2019-2020	-	-	-	-	-
Surplus for the year 2019-2020	-	-	-	-	-
Transfer to disaster management fund	-	-	-	-	-
Transfer to special fund	-	-	-	-	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2020	**819,900,000**	**1,647,440,171**	**-**	**-**	**12,822,680,271**

Particulars	Disaster Management Fund	Capacity Building Revolving Loan	Programs Support Fund	Special Fund	Retained Surplus	Grand Total
Balance as at 01 July 2020	5,199,714,945	100,000,000	2,785,099,123	111,950,301	28,802,201,223	49,821,645,863
Fund received during the year 2020-2021	-	-	-	-	-	5,103,995,000
Surplus for the year 2020-2021	111,541,562	-	134,080,958	5,319,058	2,416,395,739	2,667,337,317
Transfer to disaster management fund	26,673,373	-	-	-	(26,673,373)	-
Transfer to special fund	-	-	-	2,667,337	(2,667,337)	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	2,251,127	2,251,127
Balance as at 30 June 2021	**5,337,929,880**	**100,000,000**	**2,919,180,081**	**119,936,696**	**31,191,507,379**	**57,595,229,307**
Balance as at 01 July 2019	4,990,094,607	100,000,000	2,663,355,702	103,111,658	27,061,619,001	47,740,861,239
Fund received during the year 2019-2020	-	-	-	-	-	-
Surplus for the year 2019-2020	188,812,492	-	121,743,421	6,757,858	1,763,470,853	2,080,784,624
Transfer to disaster management fund	20,807,846	-	-	-	(20,807,846)	-
Transfer to special fund	-	-	-	2,080,785	(2,080,785)	-
Transfer to programs support fund	-	-	-	-	-	-
Adjustment during the year	-	-	-	-	-	-
Balance as at 30 June 2020	**5,199,714,945**	**100,000,000**	**2,785,099,123**	**111,950,301**	**28,802,201,223**	**49,821,645,863**

The annexed notes from 1 to 51 and Annexure 1 & 2 form an integral part of these financial statements

Md. Mashiar Rahman
Deputy Managing Director

Dr. Nomita Halder ndc
Managing Director

Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad
Chairman

Signed in terms of our separate report annexed.

Signed for & on behalf of
MABS & J Partners
Chartered Accountants

S H Talukder FCA
Partner
ICAB Enrollment No: 1244
DVC No:2112021244AS615309

Dated: 02 December 2021
Dhaka, Bangladesh.

Financial Highlights

The figures shown below are taken from the audited financial statements of Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) for the year ended 30 June 2021 and all balances have been stated in terms of the value of the Bangladeshi Taka as at 30 June 2021.

Particulars	2021 Taka	2020 Taka
Results for the year		
Total income	6,341,669,650	5,172,148,594
Total expenditure	3,674,332,333	3,091,363,970
Excess of income over expenditure (Surplus)	**2,667,337,317**	**2,080,784,624**
At the end of the year		
Total loan to Partner Organizations (POs)	**72,113,239,953**	**59,873,812,804**
Loan to POs (BIPOOL)	752,166,647	752,166,647
Loan to POs (OOSA)	774,013,493	783,386,066
Loan to PO under Category -Large	51,286,490,965	39,847,284,223
Loan to PO under Category-Medium	11,840,228,081	10,720,079,149
Loan to PO under Category-Small	7,455,340,767	7,765,896,719
Loan to non Partner Organizations	5,000,000	5,000,000
Project wise details breakdown are as follows:		
Loan to POs under rural microcredit borrowers (RMC)	1,104,763,846	1,110,383,314
Loan to POs under urban microcredit borrowers (UMC)	27,300,000	27,300,000
Loan to POs under Jagoron Loan	19,618,445,000	20,004,510,000
Loan to Ultra Poor Programm UPP (GoB)	147,686,638	147,736,638
Loan to POs under Buniad Loan	2,726,549,540	3,035,349,336
Loan for Microenterprise (GOB)	122,848,395	123,966,500
Specialized loan under ME	-	2,000,000
Loan to POs under Agrosor Loan	16,513,912,222	15,310,982,222
Loan to POs under start up capital-PACE	-	200,000
Loan to POs under Capacity Building	560,934	560,934
Loan to POs under Seasonal Loan	14,000,000	17,200,000
Loan to POs under Agricultural loan	6,000,000	6,000,000
Loan to POs under Sufolon Loan	5,630,000,000	5,693,600,000
Loan to POs under MFTSP	3,300,000	3,600,000
Loan to POs under MFMSFP	91,900,000	91,900,000
Loan to POs under DMF	37,406,664	46,406,664
Loan to POs under PLDP-II	87,466,666	87,466,666
Loan to POs & Non-POs under LIFT	683,780,513	925,485,141
Loan to POs under ENRICH	3,971,711,942	3,894,658,661
Loan to POs under KGF	1,079,000,000	977,000,000
Loan to POs under Sanitation Development	230,100,000	300,000,000
Loan to POs under Abason	346,022,737	230,227,278
Loan to POs under Agricultural Mechanization	21,645,000	30,100,000
Loan to POs under PSF	240,000	480,000
Loan to POs under SEP	4,086,419,286	2,915,000,000
Loan to POs under LICHSP	1,274,895,432	691,295,442
Loan to POs under Elderly People Income Generation	127,000,000	75,000,000
Loan to POs under Innovative Agricultural Initiatives	160,633,334	10,000,000
Loan to POs under MDP	8,224,538,405	4,115,404,008
Loan to POs under ECCCP-FLOOD	38,063,400	-
Loan to POs under LRL	5,737,050,000	-
	72,113,239,953	**59,873,812,804**
Capital fund	57,595,229,307	49,821,645,863
Total properties and assets	92,982,942,856	77,635,431,236
Returns		
Surplus as % of average capital fund	4.97%	4.27%
Surplus as % of average portfolio	4.04%	3.67%
Surplus as % of average total assets	3.13%	2.85%
Ratios		
Cumulative loan collection ratio on total dues	99.45%	99.26%
Loan collection ratio on current dues	96.59%	95.28%
Current ratio	7.52:1	6.42:1
Debt/equity ratio	0.48:1	0.42:1
Debt service cover ratio	13.47 times	12.90 times
General and administrative expenses as % of average portfolio	5.01%	4.70%
Total loan principal affected by arrears as % of outstanding portfolio	2.94%	3.47%
Adequacy of MIS and internal audit/control systems	Adequate	Adequate
Accuracy of quarterly reports on the funding of PO	Appears to be correctly drawn up	Appears to be correctly drawn up

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

Financial Analysis

I. Income and expenditure pattern

Year	Total Income	Total Expenditure	Net Income	Percentage of total expenditure to total income	Disbursement of loan to POs	Balance of loan to POs	Total Expenditure to disbursement of loan to POs	Total Expenditure to loan balance with POs
	Taka	Taka	Taka	%	Taka	Taka	%	%
1992-1993	37,766,839	8,288,607	29,478,232	21.95	112,500,000	131,243,000	7.37	6.32
1993-1994	37,335,792	12,332,319	25,003,473	33.03	185,350,000	267,597,281	6.65	4.61
1994-1995	26,424,482	12,914,977	13,509,505	48.88	301,650,000	458,833,802	4.28	2.81
1995-1996	51,138,760	21,672,331	29,466,429	42.38	470,500,000	732,201,502	4.61	2.96
1996-1997	87,736,284	29,210,130	58,526,154	33.29	791,850,000	1,223,752,502	3.69	2.39
1997-1998	168,123,611	95,496,574	72,627,037	56.80	1,786,100,000	2,611,057,202	5.35	3.66
1998-1999	287,971,601	104,897,955	183,073,646	36.43	2,095,775,000	4,245,023,852	5.01	2.47
1999-2000	410,057,392	137,207,656	272,849,736	33.46	2,474,078,800	6,120,817,452	5.55	2.24
2000-2001	496,137,080	157,799,437	338,337,643	31.81	1,180,598,000	6,530,020,959	13.37	2.42
2001-2002	649,540,780	237,264,438	412,276,342	36.53	2,538,760,000	8,067,202,486	9.35	2.94
2002-2003	784,237,299	442,562,532	341,674,767	56.43	3,030,449,000	9,515,932,837	14.60	4.65
2003-2004	1,265,786,271	436,935,802	828,850,469	34.52	3,393,213,500	10,440,843,645	12.88	4.18
2004-2005	1,496,855,313	1,008,722,946	488,132,367	67.39	3,660,023,267	10,692,794,272	27.56	9.43
2005-2006	2,081,159,719	537,372,914	1,543,786,805	25.82	6,926,147,399	13,243,184,775	7.76	4.06
2006-2007	2,090,026,760	772,026,757	1,318,000,003	36.94	13,507,028,794	20,360,843,557	5.72	3.79
2007-2008	2,526,282,825	1,197,677,325	1,328,605,500	47.41	14,080,831,413	24,342,869,044	8.51	4.92
2008-2009	2,655,935,628	738,282,442	1,917,653,185	27.80	18,195,281,844	29,008,976,033	4.06	2.55
2009-2010	2,836,370,465	1,273,039,582	1,563,330,883	44.88	19,416,973,690	31,643,994,380	6.56	4.02
2010-2011	2,954,702,554	999,945,480	1,954,757,074	33.84	19,312,804,074	32,014,202,695	5.18	3.12
2011-2012	3,446,926,764	1,296,703,726	2,150,223,038	37.62	23,199,953,250	33,836,968,088	5.59	3.83
2012-2013	4,034,705,493	2,093,383,982	1,941,321,511	51.88	24,506,119,800	35,176,464,629	8.54	5.95
2013-2014	5,513,712,673	1,558,421,418	3,955,291,255	28.26	27,045,011,300	37,031,239,700	5.76	4.21
2014-2015	4,734,914,437	1,891,951,288	2,842,963,149	39.96	28,096,976,000	39,480,591,531	6.73	4.79
2015-2016	4,800,769,222	2,541,258,175	2,259,511,047	52.93	29,712,260,000	42,202,238,165	8.55	6.02
2016-2017	4,218,095,800	2,267,268,227	1,950,827,574	53.75	31,136,396,000	44,518,874,298	7.28	5.09
2017-2018	5,218,329,036	2,858,944,941	2,359,384,095	54.79	32,932,104,000	48,038,083,957	8.68	5.95
2018-2019	5,667,747,748	3,433,058,575	2,234,689,173	60.57	36,986,750,000	53,521,667,361	9.28	6.41
2019-2020	5,172,148,594	3,091,363,970	2,080,784,624	59.77	38,665,244,009	59,873,812,804	8.00	5.16
2020-2021	6,341,669,650	3,674,332,333	2,667,337,317	57.94	48,324,243,400	72,113,239,953	7.60	5.10

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)
Financial Analysis

II. Percentage of operating income to operating expenditure

Year	Operating Income	Operating Expenditure	Net Operating Income	% of Operating Income to Operating Expenditure
	Taka	Taka	Taka	%
1992-1993	1,733,817	8,288,607	(6,554,790)	20.92
1993-1994	5,108,500	12,332,319	(7,223,819)	41.42
1994-1995	9,833,982	12,914,977	(3,080,995)	76.14
1995-1996	19,536,130	21,672,331	(2,136,201)	90.14
1996-1997	34,603,448	29,210,130	5,393,318	118.46
1997-1998	87,798,225	95,496,574	(7,698,349)	91.94
1998-1999	151,093,733	104,897,955	46,195,778	144.04
1999-2000	242,280,217	137,207,656	105,072,561	176.58
2000-2001	300,157,770	157,799,437	142,358,333	190.21
2001-2002	379,601,670	237,264,438	142,337,232	159.99
2002-2003	381,650,376	442,562,532	(60,912,156)	86.24
2003-2004	574,248,957	436,935,802	137,313,155	131.43
2004-2005	503,519,162	1,008,722,946	(505,203,784)	49.92
2005-2006	494,622,260	537,372,914	(42,750,654)	92.04
2006-2007	936,961,140	772,026,757	164,934,383	121.36
2007-2008	1,606,639,655	1,197,677,325	408,962,330	134.15
2008-2009	1,575,926,716	738,282,442	837,644,274	213.46
2009-2010	1,921,568,106	1,273,039,582	648,528,524	150.94
2010-2011	1,744,748,829	999,945,480	744,803,349	174.48
2011-2012	1,862,766,826	1,296,703,726	566,063,100	143.65
2012-2013	2,340,876,581	2,093,383,982	247,492,599	111.82
2013-2014	3,206,179,280	1,558,421,418	1,647,757,862	205.73
2014-2015	3,369,680,109	1,891,951,288	1,477,728,820	178.11
2015-2016	3,879,067,788	2,465,636,043	1,413,431,745	157.33
2016-2017	3,530,219,137	2,267,268,227	1,262,950,910	155.70
2017-2018	4,423,330,410	2,858,944,941	1,564,385,469	154.72
2018-2019	4,672,742,391	3,433,058,575	1,239,683,816	136.11
2019-2020	4,158,445,260	3,091,363,970	1,067,081,290	134.52
2020-2021	5,427,348,010	3,674,332,333	1,753,015,676	147.71

III. Operating achievement (Field Level):

Description	Financial year 2020-2021		Financial year 2019-2020	
	Addition/(Drop)	Cumulative at year-end	Addition/(Drop)	Cumulative at year-end
Partner organization	-	278	-	278
No of borrowers	781,190	11,729,723	166,873	10,948,533
Geographical coverage				
District	-	64	-	64
Loan disbursement (Tk.)	**569,919,010,000**	**4,614,198,265,000**	**471,624,168,000**	**4,044,279,255,000**
Loan realization (Tk.)	**523,731,912,000**	**4,234,140,458,000**	**435,934,260,000**	**3,710,408,546,000**

বিভাগভিত্তিক সহযোগী সংস্থার তালিকা

বরিশাল বিভাগ

বরগুনা জেলা

১. সংকল্প ট্রাস্ট
সাংতাই প্লাজা, হাসপাতাল রোড
পাথরঘাটা পৌরসভা, বরগুনা- ৮৭০০
ফোন: ০১৭১২-৯৪১৩৫০
ইমেইল: info@sangkalpa-bd.org
mirza.khaled@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sangkalpa.org

২. সংগ্রাম (সংগঠিত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী)
শহীদ স্মৃতি সড়ক, বরগুনা- ৮৭০০
ফোন: (০৪৪৮) ৬২৮২৮, ০১৭৩৩৩-৪৭৯৯৯
ইমেইল: sangrammasum@yahoo.com

বরিশাল জেলা

৩. একতা সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র (আসুক)
গ্রাম: চেঙ্গুটিয়া, ডাকঘর: ধানড়ুবা, আগৈলঝাড়া, বরিশাল
ফোন: ০১৭১২-৮০৯৬১৮
ইমেইল: asuk_bari@yahoo.com, asukngo28@gmail.com

৪. বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বিডিএস)
বিডিএস ভবন
৫, সদর রোড, পোস্ট বক্স-৩৪, বরিশাল- ৮২০০
ফোন: ০৪৩১-৬৪৬২০, ০১৭১৫-১৬৮৪৮০
ফ্যাক্স: ০০৮৮-০৪৩১-৬১২০৫
ইমেইল: bdsbarisal@gmail.com

৫. সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (আইসিডিএ)
শিক্ষক ভবন (৩য় তলা)
ফকির বাড়ী রোড, বরিশাল
ফোন: ০৪৩১-২১৭৩০৮৮, ০১৭২৭-০৬৩৩৯২
ইমেইল: icda_bd@yahoo.com

ভোলা জেলা

৬. পল্লী সেবা সংস্থা (পিএসএস)
ডাকঘর: খাসেরহাট
উপজেলা: তজুমদ্দিন, ভোলা
ফোন: ০১৭১৩-৪৬০৯৭১
ইমেইল: pallysheba22@gmail.com

৭. গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)
আলতাজের রহমান রোড
চরনোয়াবাদ, ভোলা
ফোন: (০৪৯১) ৬২১৬৯, ০১৯১৪-০৫৯৪৭৮
০১৮৬৫-০৩৬৬০১, ০১৭১৪-০৫৯৪৭৯
ইমেইল: gjus.1997@gmail.com
gjuss.000@gmail.com

৮. পরিবার উন্নয়ন সংস্থা (এফডিএ)
আদর্শ পাড়া, ওয়ার্ড নং: ৬
চরফ্যাশন পৌরসভা
ডাকঘর+উপজেলা: চরফ্যাশন, ভোলা
ফোন: ০৪৯২৩-৭৪৫১১, ০১৭১৬-১৮৫৩৮৯
ইমেইল: fda.crf@gmail.com

পটুয়াখালী জেলা

৯. কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড হেলথ কেয়ার সেন্টার (সিডিএইচসি)
৩০৬/২, গোডাউন রোড, গলাচিপা, পটুয়াখালী
ফোন: ০১৭২৬-৫৭৪১০৩
ইমেইল: cdhc1997@yahoo.com

১০. পল্লী প্রগতি সমিতি (পিপিএস)
কলেজ রোড, পটুয়াখালী
ফোন: ০৪৪১-৬৪০৪০, ০১৭১২-১৮৪০২১
০১৭১৯-৬৬১৯১৮
ইমেইল: ppspatuakhali@yahoo.com

পিরোজপুর জেলা

১১. ডাক দিয়ে যাই
বাইপাস রোড (নতুন বাস স্ট্যান্ডের কাছে)
বাড়ি: ১, মাছিমপুর, ডাকঘর: পিরোজপুর
পিরোজপুর-৮৫০০
ফোন: (০৪৬১) ৬২৭৬৩, ০১৭১১-২৪৩৩৮৮
ইমেইল: info@ddjbd.org

১২. ইস্কান্দার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
কৃষ্ণনগর, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর
লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ১, রোড: ২৭, ব্লক: জে
বনানী মডেল টাউন, ঢাকা-১২১৩
ফোন: ০৪৬১-৬২২৬৯, ০১৭৩৮-৪১৩১৩২
০১৭১৬-৩৬৯৯১৯
ইমেইল: ewfpirojpur@yahoo.com
samar369919@gmail.com

১৩. সকলের জন্য কল্যাণ (এসজেকে)
বাড়ি: শংকরপাশা, ডাকঘর: পাড়েরহাট
পিরোজপুর-৮৫০২
ফোন: ০১৭১৮-৪৪৯৬৩২, ০১৭১২-৫১৫৬৭০
ইমেইল: shamima_sjk@yahoo.com
sjk.piroj.bd@gmail.com

চট্টগ্রাম বিভাগ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা

১৪. হোপ
আলিয়াবাদ, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪১০
ফোন: ০১৭১১-৩৪১৯৭৫, ০৮৫২৫-৭৫৬৩৩
ইমেইল: a_kollul@yahoo.com
hope.ics16@gmail.com

চট্টগ্রাম জেলা

১৫. কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)
কোডেক ভবন
প্লট: ০২, রোড: ০২, লেক ভ্যালি আবাসিক এলাকা
হাজি জাফর আলি রোড, খুলশী, চট্টগ্রাম
ফোন: ৮৮০-৩১-২৫৬৬৭৪৬, ২৫৬৬৭৪৭
০১৭১৩-১০০২৩০
ইমেইল: khursidcodec@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.codecbd.org

১৬. ঘাসফুল
বাড়ী নং-৬২, রোড নং-৩, ব্লক-বি
চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২১২
ফোন: ০১৭৭৭-৭৮০৭০০ (নির্বাহী পরিচালক)
ফ্যাক্স: ৮৮-০৩১-২৮৫৮৬২৯

লিয়াজোঁ অফিস
লেকব্রিজ, ফ্ল্যাট নং: ১-এ, প্লট নং: ২৬/এ
রোড: ২০, সেক্টর: ৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০১১৯৭-০১৪৭০০, ০১১৯৭-০১৪৭০৪
ইমেইল: ghashful@ghashful-bd.org
ওয়েবসাইট: www.ghashful-bd.org

১৭. মুক্তিপথ উন্নয়ন কেন্দ্র
মুক্তিপথ ভবন, ৯৪১, জলিলনগর, রাউজান
ডাকঘর: রাউজান, চট্টগ্রাম-৪৩৪০
ফোন: (০৩০২৬) ৫৬০৩১, ০১৮১৯-৩৪৩২৮৯
ইমেইল: salimmuktipath@yahoo.com

১৮. নওজোয়ান
বাড়ি: ৯৫, রোড: ৩, ব্লক: বি
চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা
চট্টগ্রাম-৪২১২
ফোন: ০১৭১৩-১৯৪৩৫১, ০১৭১৩-১৯৪৩৫০
ইমেইল: nowzuwanngo@gmail.com
imamorg@hotmail.com

১৯. প্রত্যাশী
সৈয়দ বাড়ি, ৯০৩/এ ওমর আলী মাতব্বর রোড
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২
ফোন: (০৩১) ২৫৫০৫০৬, ০১৮১৯-৩২৬২০৬
ইমেইল: prottyashi.ctg@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.prottyashi.org

২০. ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন (ইপসা)
বাড়ি: এফ-১০(পি), রোড: ১৩, ব্লক: বি
চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২১২
ফোন: ০৩১-৬৭২৮৫৭, ০১৭১১-৮২৫০৬৮
০১৮১৯-৩২১৪৩২
ফ্যাক্স: ০৩১-২৫৭০২৫৫
ইমেইল: info@ypsa.org, arif@ypsa.org

লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ১২/ঙ/১ (নীচ তলা), রোড: ২
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১৪২৩৫১, ৮১৪৩৯৮৩

২১. মমতা
বাড়ি: ১৩, লেন: ০১, রোড: ০১, ব্লক: এল
হালিশহর হাউজিং এস্টেট, চট্টগ্রাম
ফোন: ০৩১-৭২৭২৯৫, ০১৭০৭-৭৬১৯১৫
ইমেইল: mamtahq@yahoo.com

২২. অপকা (অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট)
গ্রাম: মস্তান নগর, ডাকঘর: চৈতনরের হাট
থানা: জুরারগঞ্জ, মীরসরাই, চট্টগ্রাম
ফোন: ০১৮১৯-৬১৭৫৬০, ০১৭৭৭-৪৪৬৫২৫
০১৮৭৭-৭২৫০৫০, ইমেইল: opca1992@gmail.com
opca92@yahoo.com, ওয়েবসাইট: www.opcabd.org

কুমিল্লা জেলা

২৩. আনসার আলী ফাউন্ডেশন ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট (আফিড)
শিমপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা-৩৫০৫।
ফোন: ০১৭২০-৫২৭৯৬০
ইমেইল: afidshimpur@yahoo.com

২৪. ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট (দিশা)
ই/১১, পল্লবী (বর্ধিত), মিরপুর সাড়ে এগারো, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০২-৮০২৩৬২৯, ৯০২১৮৫৮
০১৭৩৩-২১৯৯০১, ০১৭৩৩-২১৯৯১০
ইমেইল: disadhaka@yahoo.com, info@disabd.org
ওয়েবসাইট: www.disabd.org

২৫. কোতোয়ালী থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন লিঃ
পুরাতন অভয় আশ্রম, কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা-৩৫০০
ফোন: ০১৭১২-৯৯২১৬০, ০১৭১২-২৯৭২১৬
ইমেইল: ktccaltd@yahoo.com

২৬. পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার
৬৭/৫৮, নাহার প্লাজা (৮ম তলা)
নজরুল এভিনিউ
কান্দিরপাড়, কুমিল্লা-৩৫০০
ফোন: (০৮১) ৭৬৩২৩, ৭৭০৯৩
০১৭১১-৩৮৮৪১০, ০১৭১২-২৪৩২৫৭
ইমেইল: lokman_pdc@yahoo.com

কক্সবাজার জেলা

২৭. মুক্তি কক্সবাজার
সারদা ভবন, গোলদিঘীরপাড়, কক্সবাজার
ফোন: (০৩৪১) ৬২৫৫৮, ০১৭১৬-০৫৬১৪৬
০১৮২৫-২৩৯৭১৮, ফ্যাক্স: ০৩৪১-৫১১০৩
ইমেইল: mukticox@yahoo.com
mukticox@gmail.com

খাগড়াছড়ি জেলা

২৮. এসিসট্যান্স ফর দি লাইভলিহুড অব দি অরিজিনস (আলো)
পানখৈয়া পাড়া, খাগড়াছড়ি পাহাড়ি জেলা
খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি-৪৪০০
ফোন: ০৩৭১-৬২০৬৭, ০১৮১৭-৭০৮০৫৭, ০১৭৫৫-৫৫৬৬৮৯
ইমেইল: arun@alocht.org, info@alocht.org
ওয়েবসাইট: www.alocht.org

নোয়াখালী জেলা

২৯. দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা
২৪/৫, প্রমিনেন্ট হাউজিং, ৩ পিসি কালচার রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৯১১৫৩৪৭, ০১৭১৫-৪৭৫২২২
ইমেইল: dusdhaka@gmail.com, dus.eddus@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.dusbangladesh.org

৩০. সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম ও ডাকঘর: চরবাটা
থানা: চরজব্বার, সুবর্ণচর, নোয়াখালী
ফোন: ০১৭১১-৩৮০৮৬৪, ০১৮৬৫-০৪১২০২
ইমেইল: saifulislam@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.sagarika-bd.org

রাঙামাটি জেলা

৩১. সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআইপিডি)
টিটিসি সড়ক, কল্যাণপুর, ডাক: রাঙামাটি-৪৫০০
থানা: কোতোয়ালী, রাঙামাটি সদর, জেলা: রাঙামাটি
ফোন: ৩৫১-৬১০১৩, ০১৮৩১-৮২৪৩৬৭
ইমেইল: cipdcht@yahoo.com
cipdcht@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.cipdauk.org

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা জেলা

৩২. অন্তর সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট
ফ্ল্যাট: ই/৩ (৫ম তলা), বাড়ি: ২৭/এ, সংসদ এভিনিউ
মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ৪৮১২১৮৩৫, ০১৫৫৪৩৩৯০৪৬
ইমেইল: antarsd@agni.com
ওয়েবসাইট: www.antarsd.org

৩৩. অল্টারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ
বাড়ি: ৫৮ (৫ম তলা), রোড: ৩, ব্লক-বি
নিকেতন, গুলশান-০১, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৬১৪১২, ০১৭১১-৮১৩৪৭০
ইমেইল: adi.bd.org@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.adibd.org

৩৪. আশা
আশা টাওয়ার, ২৩/৩, খিলজী রোড
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১১১৪১৮, ৮১১৬৮০৪, ৮১১০৯৩৪-৫, ৮১১৯৮২৮
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২১৮৬১
ইমেইল: asabd@asa.org.bd
ওয়েবসাইট: www.asa.org.bd

৩৫. এসোসিয়েশন ফর রিনোভেশন অব কমিউনিটি হেল্থ এডুকেশন সার্ভিসেস (আরচেস)
বাড়ি: ৭২, ফ্ল্যাট: ৫/এ, রোড: ০৩
জনতা কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
রিং রোড, শ্যামলী, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২৬৪৩৩, ৯১১৪৮৭০, ০১৯৩৩-৪৫২৯৪৯
০১৭২০-৫৭৬০০৩, ০১৭১১-২৭৪৫৪৯
ইমেইল: arches.sirajgong@gmail.com

৩৬. এসোসিয়েশন ফর রিয়েলাইজেশন অব বেসিক নিড্স (আরবান)
আরবান কমপ্লেক্স, ১১১/৩/ডি/১
মেরাদিয়া, ঢাকা-১২১৯
ফোন: ০২-৯১১৯৭৬২, ০১৯১৭-৭০৫৬০৪
ইমেইল: arbn@dhaka.agni.com
arban1984@yahoo.com

৩৭. এসোসিয়েশন ফর আন্ডার প্রিভিলেজড পিপল (আপ)
বাড়ি: খ-১৮৭ (৫ম তলা), মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
ফোন: ০২-৫৫০৫৫২৪০, ০১৭১২-২০৪৪৭৩
ইমেইল: aup@sambd.com

৩৮. BASA Foundation
বাড়ি: ৪২, রোড: ৪, প্রিয়াংকা রানওয়ে সিটি, বাউনিয়া
তুরাগ, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০১৭১১-৫২৮২৮১, ০১৭৩০-০৪৪৯৬৭
ইমেইল: islambasa@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.basango.org

৩৯. বেডো
রহমান লুসিড টাওয়ার, ডি-২
১৯/৩ কাকরাইল, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৫৮৩১৬৮৫১, ০১৯৮৫-৫০৩৫৫১
ইমেইল: bedoco1993@gmail.com
ওয়েব: www.bedobd.org

৪০. বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস
বাড়ি: ৮/বি, রোড: ২৯, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
ফোন: ০২-৯৮৮৯৭৩২-৩, ০১৭১১-৪০৯৫৫২
০১৭১১-৬০৫৪১৬, ০১৭০৩-৫৯১১৪৬
ইমেইল: beesmf@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bees-bd.org

৪১. বাস্তব-ইনিসিয়েটিভ ফর পিপল্স সেল্ফ ডেভেলপমেন্ট
৬/২০ (৬ষ্ঠ তলা), হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৮১১২১০২, ৪৮১১২৪০২
০১৭১৩-০০৪০০৯
ইমেইল: bastobbangladesh@gmail.com
info@bastob.org, ওয়েবসাইট: www.bastob.org

৪২. ব্র্যাক

ব্র্যাক সেন্টার
৭৫, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮১২৬৫, ৮৮২৪১৮০-৭, ৮৮৪০৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৮২৩৫৪২, ৮৮২৩৬১৪, ৮৮৫১৯২৮
ইমেইল: general@bdmail.net
ওয়েবসাইট: www.brac.net

৪৩. ব্লাইন্ড এডুকেশন এ্যান্ড রিহেবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (বার্ডো)

৩/১, রোড: ১১, রূপনগর আ/এ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮৮-০২-৫৮০৫৪৭৩৩, ০১৯১১-৩২৩২৮০
ইমেইল: support@berdo-bd.org
ওয়েবসাইট: www.berdo-bd.org

৪৪. কারসা ফাউন্ডেশন

৭৪৯, সাতমসজিদ রোড
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮১২০৬৩৪, ০১৭১৩-২০৪৬৮২
ইমেইল: carsafoundation@yahoo.com

৪৫. সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন

বাড়ি: ২৯, রোড: ১
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৫
ফোন: ৯৬৭১৫৮৭, ০১৭১১-৫৩৭৬৬১
০১৭১১-২১৯১৮১
ইমেইল: carsa95@yahoo.com

৪৬. সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (সিসিডিএ)

বাড়ি: ১/৮ (ব্লক-জি)
লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮৭১১২১৫, ৮৭১৩১৩৭, ০১৭১৪-১৬১৬৫০
ইমেইল: ccdabd@gnbd.net, ccdacor@gnbd.net

৪৭. সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ)

সিদীপ ভবন, বাড়ি: ১৭, রোড: ১৩
পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি
শেখেরটেক, আদাবর
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৮১১৮৬৩৩, ০২-৪৮১১৮৬৩৪
ইমেইল: cdipbd@gmail.com, info@cdipbd.org
ওয়েবসাইট: www.cdipbd.org

৪৮. সেন্টার ফর মাস এডুকেশন ইন সায়েন্স (সিএমইএস)

বাড়ি নং: ৭১, রোড: ১১, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮১১৭২৭০, ০৭১৭০-৯৭৪৭০৪
ইমেইল: cmesmcw@gmail.com

৪৯. সিডার (কনসার্ন ফর এনভায়রনমেন্টাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসার্চ)

৭৬৮, সাতমসজিদ রোড
ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৯১২১৫০৪, ৯১৪৫৬৬৭
০১৭১৩-০০২৪২৬, ০১৭১৫-১৫০৫০৯
ইমেইল: cedarbangladesh@gmail.com

৫০. ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি রুরাল পুওর (ডরপ)

৩৬/২, পূর্ব শেওড়াপাড়া
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮০৩৪৭৮৫-৬, ০১৭১১-৩৯২৪৭৮
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮০৫৯৬৮৪
ইমেইল: info@dorpbd.org
sahmedcomilla@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.dorpbd.org

৫১. ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট

বাড়ি: ৮৫২, রোড: ১৩
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০১৮-১১৪৮০০১১, ০১৮১১-৪৮০০২২
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮১১৩০১০, ৯১৪৪০৩০
ইমেইল: dfed@ahsaniamission.org.bd

৫২. দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র

বাড়ি: ৭৪১, রোড: ৯
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৯১২৮৫২০, ৮১২০৯৬৫
৫৮১৫১১৭৬, ০১৭১৩-১৪৭৩৯২
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৮৫৩৪১৩, এক্স: ১২৩
ইমেইল: dskinfo@dskbangladesh.org
ওয়েবসাইট: dskbangladesh.org

৫৩. আম্বালা ফাউন্ডেশন

বাড়ি: ৬২, ব্লক: ক, পিসি কালচার হাউজিং সোসাইটি
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২০০৪০, ৯১২৫০২৮
০১৭১১-৫২৭১৯৩
ইমেইল: info@ambalafoundation.org
ওয়েবসাইট: www.ambalafoundation.org

৫৪. ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস এন্ড রিসার্চ

বাড়ি: ২১৬, আশকোনা মেডিকেল রোড
দক্ষিণ খান, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০১৬৭৬-১০৪৫৩৩, ০১৭১৮-৭১২১২৮
ইমেইল: fdsrho@gmail.com

৫৫. ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ
খাদিমনগর, সিলেট, পিও বক্স: ৭০, সিলেট-৩১০০
ফোন: ০৮২১- ২৮৭০৪৬৬, ২৮৭১২২১
২৮৭০০২০, ০১৭১২-১৮৬১২৩
ইমেইল: fivdb1981@gmail.com
fivdb_ifsp@yahoo.com

লিয়াজোঁ অফিস
২/৫ হুমায়ূন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১১৮৯০৩, ৯১২২২০৭
ইমেইল: info@fivdb.net

৫৬. গণ কল্যাণ ট্রাস্ট (জিকেটি)
হোল্ডিং নং- ০০১০-০১
ড. অমর্ত্য সেন সড়ক, পূর্ব দাশড়া, মানিকগঞ্জ-১৮০০
ফোন: ০১৭১১-৫৪৭৭৮০, ০১৭৩৩-০৭৬০০০

লিয়াজোঁ অফিস
১৯-২০, আদর্শ ছায়ানীড় হাউজিং সোসাইটি
রিং রোড, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১১৫৭৪৭, ৫৮১৫৫০৭৫
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৫৮১৫৫০৯৫
ইমেইল: gkt@bdcom.com, gktmfi@yahoo.com

৫৭. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
মির্জানগর, ভায়া: সাভার সেনানিবাস, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪
ফোন: ০১৭১৩-০৩৩৮৬২, ০১৭৫২-০০৪৬৫৫
ইমেইল: gk@citechco.net, dulal@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.gonoshasthayakendra.com

৫৮. গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা
১৩এ/৩এ, বাবর রোড, ব্লক-বি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৯১৩৮৮০১
০১৭১৪-০৩৩৩৭৩, ০১৭১৬-২৬১৩৯৮
ইমেইল: info@gupbd.org

৫৯. হীড বাংলাদেশ
প্রধান সড়ক, প্লট-১৯, ব্লক-এ
সেকশন-১১, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৯০০৪৫৫৬, ৯০০১৭৩১
ইমেইল: heed@agni.com
ওয়েবসাইট: www.heed-bangladesh.com

৬০. হিলফুল ফুজুল সমাজ কল্যাণ সংস্থা
বাড়ি: ৮৭/ক, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি
শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৪৬২০৬, ০১৭৩৩-০৯৩৭৭৭
০১৭৩৩-০৯৩৬১১
ইমেইল: hilfulfuzul@gmail.com
hfsks@bdonline.com

৬১. ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
বাড়ি: ২০, এভিনিউ: ২, ব্লক: ডি, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০২-৫৫০৭৫৩৮০, ০২-৫৫০৭৫৩৮১
ইমেইল: idf_bd92@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.idfbd.org

৬২. মানবিক সাহায্য সংস্থা
সেল সেন্টার, ২৯ পশ্চিম পান্থপথ (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
ফোন: ৯১২৫০৩৮, ৯১৪৩১০০, ফ্যাক্স: ৯১১৩০১৭
ইমেইল: manabik@bangla.net
ওয়েবসাইট: www.mssbd.org

৬৩. নিউ এরা ফাউন্ডেশন
৭০/এ, পুরানা পল্টন লেন,
মমতাজ ভিলা (৩য় তলা)
ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৮৩৩৩৮৩৯
০১৭১৪-০২৯৫৪৯
ইমেইল: nef.org.bd@gmail.com

৬৪. পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র
বাড়ি: ৫৪৮, রোড: ১০, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১৫১১২৪-৬, ৯১২৮৮২৪, ০১৭১৩-০০৩১৬৬
০১৭৩০-০২৪৫১৫
ইমেইল: info@padakhep.org, padakhep@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.padakhep.org

৬৫. পল্লী বিকাশ কেন্দ্র
ওয়াসি টাওয়ার (১১ তলা)
৫৭২/কে, মিরপুর ডিওএইচএস রোড (ইসিবি চত্বরের পাশে), মাটিকাটা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
ঢাকা-১২০৬
ফোন: ৯১৩২৩৮৯, ০১৭১১-৫২৩২৬৫
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১১২৩৩৬
ইমেইল: info@pbk-bd.org
ওয়েবসাইট: www.pbkbd.org

৬৬. পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী
পিএমকে ভবন, গ্রাম ও ডাকঘর: জিরাবো
আশুলিয়া, ঢাকা
ফোন: ০২-৪৪০৭১০০৬

লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ১২৩, ফ্ল্যাট: ২/এ, ২/বি, রোড: ১৩/এ
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ০১৮৭৭-৭০৩০০০
ইমেইল: humayunkabirdd@gmail.com
akmal_pmk@yahoo.com

৬৭. পল্লী শিশু ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ
ড. তোফায়েল পল্লী শিশু ভবন, বাড়ি: ৬/এ, বড়বাগ
সেকশন: ২, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৯০৩৩৬২৮, ০১৭১৫-০২২০৯০
০১৭৮২-১৭৭০৫৬
ইমেইল: psf.micro@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.pallishishu.org

৬৮. পিদিম ফাউন্ডেশন
প্লট: এ-৭৬, রোড: ডাব্লিউ-১, ব্লক-এ
ইস্টার্ন হাউজিং, পল্লবী ফেজ-২
রূপনগর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০১৭২৭-৭৮০০৬৪
০১৭১৩-৩৩৭৬৭০
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮০১৮১৪৪
ইমেইল: pidimfoundation.bd@gmail.com

৬৯. পিপল্‌স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন
৫/১১-এ, ব্লক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২১০৪৯, ৯১৩৭৭৬৯, ৯১২২১১৯
০১৭১১-৫৩৬৫৩১, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১৩০০১৪
ইমেইল: popibd-ed@yahoo.com

৭০. প্রিজম বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন
ফান কাশানা, ফ্ল্যাট: ৩এ/বি, বাড়ি: ৪১, রোড: ৬, ব্লক-সি
বনানী, ঢাকা-১২১৩, ফোন: ০১৭১৬-০০২০২১
ইমেইল: prismbdf@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.pbf.org.bd

৭১. আরডিআরএস বাংলাদেশ
বাড়ি: ৪৩, রোড: ১০, সেকশন: ৬
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন: (৮৮-০২) ৫৮৯৫১৮০২, ০১৭৩০-৩২৪০০৩
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৯৫৪৩৯১
ইমেইল: rdrs@bangla.net
ওয়েবসাইট: www.rdrsbangla.net

৭২. রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)
বাড়ী নং: ৮৮/এ/ক, সড়ক নং: ৭/এ
ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮৮০-২-৫৮১৫২৪২৪, ০১৭১১-৫৪৮৭৯০
ফ্যাক্স: ৮১৪২৮০৩
ইমেইল: ricdirector@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.ric-bd.org

৭৩. সাজেদা ফাউন্ডেশন
অটবি সেন্টার, (৬ষ্ঠ তলা), প্লট: ১২
ব্লক: সিডাব্লিউএস (সি), গুলশান সাউথ এভিনিউ
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৯০৫১৩, ৯৮৫১৫১১, ০১৭৭৭-৭৭৩০০১
ইমেইল: sajida@sajidafoundation.org
ওয়েবসাইট: www.sajidafoundation.org

৭৪. সোস্যাল আপলিফ্‌টমেন্ট সোসাইটি (সাস)
সি-২৫, জলেশ্বর, শিমুলতলা, সাভার, ঢাকা-১৩৪০
ফোন: ৭৭৪২৪০৩, ৭৭৪৬২২৯, ০১৬৭৮-৬৭৮৮৭৭
০১৬৭৮-৬৭৮৮৫৫, ০১৬৭৮-৬৭৮৮০০
ইমেইল: sushelp360@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sus-bd.org

৭৫. সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এসডিআই)
বাড়ি: ২/৪ (৪র্থ তলা), ব্লক-সি, শাহজাহান রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৯১২২২১০, ০২-৯১৩৮৬৮৬
০১৭১১-৮১৫০৫৩, ০১৭৩০-৩৩০৭০৩
ইমেইল: sdi.hoffice@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sdi.org.bd

৭৬. সোসাইটি ফর প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন রিসার্চ ইভ্যালুয়েশন এন্ড ট্রেনিং (সোপিরেট)
শেখ রাসেল সড়ক, শমশেরাবাদ, লক্ষ্মীপুর

লিয়াজোঁ অফিস
৮/১, সিলসিলা ভিলা, এপার্টমেন্ট: সি/৯০৩
সেগুন বাগিচা, রমনা, ঢাকা।
ফোন: ৯৫৫৯২৯৫, ০১৭৪২-৬১৪১৫১
০১৭১২-১৯৪৮৫৬, ০১৭২১-২৩৪৭৮০
ইমেইল: sopiret@gmail.com
sopiretdhaka@gmail.com

৭৭. সোশ্যাল এসিসট্যান্স এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দি ফিজিক্যালি ভালনারেবল
৮৬/১, উত্তর আদাবর, জমিরুন্নেসা প্যালেস
ফ্ল্যাট: ১সি-১ডি, আদাবর বাজার রোড
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮ ০২ ৯১২৯৬৯৮, +৮৮ ০২ ৯১২৯৮৩৮
০১৭১১-৫৪৬৮৬০
ইমেইল: sarpv.1989@gmail.com
shahidul@sarpv.org, ওয়েবসাইট: www.sarpv.org

৭৮. সোশ্যাল এন্ড ইকোনোমিক ইনহান্সমেন্ট প্রোগ্রাম-সিপ
বাড়ি: ০৫, রোড: ০৪, ব্লক-এ, সেকশন-১১
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮৮-০২-৯০১২৭৮২, ৮৮-০২-৮০৩২২৪৩
০১৭১১-৫৪০৯৭৯, ০১৯৩৫-৯২১৩৫৬
ইমেইল: seepchildrights@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.seep.org.bd

৭৯. সজাগ (সমাজ ও জাতি গঠন)
গ্রাম ও ডাকঘর: শৈলেন, ধামরাই, ঢাকা
ফোন: ০১৭১৩-০০৫৩১৪, ০১৭৩০-০৩৮৫০২
ইমেইল: sojag86@yahoo.com

৮০. সাউথ এশিয়া পার্টনারশিপ বাংলাদেশ
বাড়ি: ৬৩, ব্লক: ক, মোহাম্মদপুর হাউজিং
পিসি কালচার এন্ড ফার্মিং কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০১৭২০-২০০০৩০ (নির্বাহী পরিচালক)
ইমেইল: sapbdesh@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sapbd.org

৮১. স্বনির্ভর বাংলাদেশ
৫/৫, ব্লক- সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১১৬৫৫৮, ৯১১৬৮০৮

৮২. COAST FOUNDATION
মেট্রো মেলোডি, বাড়ি: ১৩ (২য় তলা)
রোড: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৮১২৫১৮১, ৯১১৮৪৩৫
০১৭১১- ৫২৯৭৯২, ০১৭১৩-৩২৮৮৩৫
ফ্যাক্স: ৮৮ ০২-৯১২৯৩৯৫
ইমেইল: info@coastbd.org,
tarik.coast@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.coastbd.org

৮৩. তরঙ্গ
২৮২/৫, ১ম কলোনী, মাজার রোড, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০২-৯০৩৪৩৪১, ৯০২৫৩৬৯, ০১৭১৫-০২৪১১০
ইমেইল: wedptar@yahoo.com
wedptar@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.tarango-bd.org

৮৪. টিএমএসএস
টিএমএসএস ভবন, ৬৩১/৫, পশ্চিম কাজীপাড়া
মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৫৫০৭৩৫৪০, ৫৫০৭৩৫৩০
৫৫০৭৩৫৮৬, ৯০১৩৬৫৯
ফ্যাক্স: ৯৩৪৮৬৪৪, ৯০০৯০৮৯
ইমেইল: tmsseshq@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.tmss-bd.org

৮৫. উদ্দীপন
বাড়ি: ৯, রোড: ০১, ব্লক- এফ
জনতা কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
রিং রোড, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৮১১৫৪৫৯, ৯১৪৫৪৪৮
ফ্যাক্স: ৯১২১৫৩৮, ০১৭১১-৫০০০২০
ইমেইল: udpn@agni.com
ওয়েবসাইট: www.uddipan.org

৮৬. উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি
৫/১০ (নীচ তলা), হুমায়ুন রোড
ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ২২২৪৬৫৬৯, ০১৯৭৭-৪১৯১১০
ইমেইল: udps_dhaka@yahoo.com

৮৭. ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)
বি-৩০, এখলাস উদ্দিন খান রোড
আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা-১৩৪০
ফোন: ৮৮-০২-৭৭৪৫৪১২, ০১৭১৩-০৩০৮৮৫
০১৭৭৮-২৮০২০০ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৭৭৪৫৭৭৯
ইমেইল: info@vercbd.org
ওয়েবসাইট: www.vercbd.org

৮৮. লিয়া হেল্থ এন্ড এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
২৪ নিউ চাষাড়া, দোপাপট্টি রোড
জামতলা, নারায়ণগঞ্জ
ফোন: ০১৭১৩-০৬৮৮৯১
ইমেইল: leyafoundation@yahoo.com

৮৯. সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
৮৪, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ৯১১৪৪৯৭, ০১৭১১-৫৬০০৬৫
ইমেইল: sheva@bol-online.com

৯০. শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিজএ্যাডভান্টেজড উইমেন
বাড়ি: ৪, রোড: ১, ব্লক-এ, সেকশন-১১
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০২-৮৮১০৭০০, ০১৮১৯-২১৮২৬৭
০১৮৪৭-০৯৯৫৪১, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৬১৬৩৮৮
ইমেইল: info@sfdw.org
ওয়েবসাইট: www.sfdw.org

৯১. ওয়েভ ফাউন্ডেশন
২২/১৩ বি, ব্লক: বি, খিলজি রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা
ফোন: ৫৮১৫১৬২০, ৪৮১১০১০৩
০১৭১৩-৩৩৭৫৫৫
ইমেইল: info@wavefoundationbd.org
ওয়েবসাইট: www.wavefoundationbd.org

ফরিদপুর জেলা

৯২. আমরা কাজ করি (একেকে)
রওশন আরা মঞ্জিল, ৩৫/৭/১ উত্তর কমলাপুর
ডাকঘর + উপজেলা: ফরিদপুর সদর, জেলা: ফরিদপুর
ফোন: ০৬৩১-৬৩৯৪৪, ০১৭৩১-১৮৭৫৬৯
০১৭১২-০০১২৩৩, ০১৭১৯-৬২৮৮৮৩
ফ্যাক্স: ৮৮-০৬৩১-৬৩৯৪৪
ইমেইল: amrakajkory@yahoo.com

৯৩. দারিদ্র্য নিরসন প্রচেষ্টা (ডি.এন.পি)
ভাসানচর, মঙ্গলডাঙ্গি
অম্বিকাপুর, ফরিদপুর-৭৮০২
ফোন: (০৬৩১) ৬২৭১২, ০১৭১৬-০৯১৮০৮
ফ্যাক্স: ৮৮-০৬৩১/৬৪৪৬
ইমেইল: dnpfpur@yahoo.com

৯৪. **পল্লী প্রগতি সহায়ক সমিতি**
শাপলা সড়ক, আলীপুর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর
ফোন: (০৬৩১) ৬৪৩০৪, ০১৭১১-৩৫২৬৮৬
ইমেইল: ppssfaridpur@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.ppssbd.org

৯৫. **সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি)**
জামান মঞ্জিল, রোড: ১, গোয়ালচামট
ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর-৭৮০০
ফোন: (০৬৩১) ৬৫৮৫৪, ০১৭১৪-০২২৯৮৭
ইমেইল: sdc.bangladesh@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.sdcbd.org

গাজীপুর জেলা

৯৬. **সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন এডুকেশন আরনিং ডেভেলপমেন্ট (ক্রিড)**
বাড়ি: ৩০৭/১ (৬ষ্ঠ তলা), রোড: ৮/এ (নতুন)
১৫ (পুরানো), পশ্চিম ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ০১৭১১-৬০৮২৮৮, ০১৬২৭-৯৯৮২৯৭
০১৭১১-৭৮৬৫৫৩
ইমেইল: creeddhaka@gmail.com
creedgfsc@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.creed-bd.org

কিশোরগঞ্জ জেলা

৯৭. **অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট (ওআরএ)**
যামিনী টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ

লিয়াজোঁ অফিস
২৭১/৭ (নীচ তলা), জাফরাবাদ, শংকর
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১২৯৪১০, ০১৭১১-৬২২৬০৯
ইমেইল: oradhakaora@yahoo.com

মানিকগঞ্জ জেলা

৯৮. **এসোসিয়েশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট ইন বাংলাদেশ (আরব)**
বেউথা রোড, মানিকগঞ্জ টাউন, মানিকগঞ্জ-১৮০০
ফোন: ৮৮-০২-৭৭১০২৬৪, ৭৭১১০৮৫
০১৫৫২-৩১৩৯১৯, ০১৯৩২-৭১৫৮৩৩
ফ্যাক্স: ৮৮০-০২-৭৭১১০৮৬, ০৬৫১-৬২০৮৬
ইমেইল: arab-bd@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.arab-bd.org

৯৯. **গ্রামীণ সেবা সংস্থা (জিএসএস)**
৭৪/১, বনগ্রাম আবাসিক এলাকা (গঙ্গাধর পট্টি)
মানিকগঞ্জ সদর-১৮০০
ফোন: ০১১৯৯-৮৪০১৯৩, ০১৭১৫-১৮৬৭১৫
ইমেইল: gssmanikgonj@gmail.com

১০০. **স্যোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট এ্যাকশন প্রোগ্রাম (সিডাপ)**
প্যারাডাইস হল রোড, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ
ফোন: ০১৬৭৩-৩২৭৬১৬, ০১৬২৭-১৮৯০৫৭

মুন্সিগঞ্জ জেলা

১০১. **আরাম ফাউন্ডেশন**
ভবেরচর, কলেজ রোড
ডাকঘর: গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ
ফোন: ০১৭৭৮-৬৪৫৪৫৫

রাজবাড়ী জেলা

১০২. **কর্মজীবী কল্যাণ সংস্থা (কেকেএস)**
রেড ক্রিসেন্ট প্লাজা (৩য় তলা)
১নং বেড়াডাঙ্গা, রাজবাড়ী সদর
রাজবাড়ী-৭৭০০
ফোন: ০১৭১৬-০৮০৩১৯, ০১৭১১-৮৪৯৩৪০
ইমেইল: kksrajbari2010@yahoo.com

১০৩. **ভিপিকেএ ফাউন্ডেশন**
বাড়ি: ৬৫, দক্ষিণ ভবানীপুর
রাজবাড়ী-৭৭০০
যোগাযোগ: ০৬৪১-৬৫৫৭৯, ০১৭৩০-৪৪৯৫৪০
ইমেইল: vpkafoundation@outlook.com
vpka.credit@hotmail.com

শরীয়তপুর জেলা

১০৪. **নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)**
ডাকঘর+থানা: নড়িয়া, শরীয়তপুর-৮০২০
ফোন: (০৬০১) ৫৯১৫৪, ০১৭১৮-২৩৯৭৪৪
ইমেইল: nusa_bd@yahoo.com

লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ী নং: ৪২৯, রোড নং: ৩০
৬ষ্ঠ তলা, মহাখালী ডিওএইচএস
ঢাকা-১২১২

১০৫. **এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি)**
সদর রোড, শরীয়তপুর-৮০০০
ফোন: (০৬০১) ৬১৬৫৪, ০১৭৫৪৪৪৬৯০৭
ফ্যাক্স: ০৬০১-৬১৫৩৪
ইমেইল: sds.shariatpur@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sdsbd.org, info@sdsbd.org

শেরপুর জেলা

১০৬. **রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)**
৪৯, গৃদ্দা নারায়ণপুর
শেরপুর টাউন, শেরপুর-২১০০
ফোন: ০৯৩১-৬২৪০৪, ০১৭১১-১৮৬৭০৩
০১৭০৯-৯১৫১৯৫
ইমেইল: rdssher@gmail.com

টাঙ্গাইল জেলা

১০৭. সামাজিক সেবা সংগঠন
পাথরাইল
দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল
ফোন: ০৯২১-৬২৬৯৬, ০১৭১৬-৪০১৫৬৯
ইমেইল: samajiksebashonghothon@yahoo.com

১০৮. সমন্বিত উন্নয়ন সেবা সংগঠন (এসইউএসএস)
সাথী সিনেমা হল রোড
মধুপুর, টাঙ্গাইল
ফোন: ০৯২২৮-৫৬৩২৬, ০১৭১১-৪৪৭০২৮
০১৯২২-০৪৬৩০৩
ইমেইল: tapan.gun@gmail.com

১০৯. সোশ্যাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার (এসআরসি)
ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল
ফোন: ০১৭১২-৯৭১৬৫৮, ০১৭২৯-৮৬৩৩৫৭

১১০. সোসাল এডভান্সমেন্ট থ্রু ইউনিটি-সেতু
প্লট: ৯১, ব্লক: ২, রোড: ১২
টাঙ্গাইল হাউজিং এস্টেট
পশ্চিম আকুর টাকুর পাড়া
টাঙ্গাইল- ১৯৯০
ফোন: ৮৮-০৯২১-৬৩৬৭৪, ০১৭১১-৫৬৭৩৯৩
ইমেইল: satu@bol-online.com
ওয়েবসাইট: www.satu-bd.org

১১১. সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস
বাড়ি: ৬/১, ব্লক-এ, লালমাটিয়া
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৫৫০০৮৩৩৪, ০২-৫৫০০৮৩৩৫
ই-মেইল: ssstgl@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.sss-bangladesh.org

ময়মনসিংহ বিভাগ

জামালপুর জেলা

১১২. প্রগ্রেস (একটি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা)
৩৩০, দেওয়ান পাড়া, জামালপুর সদর, জামালপুর
ফোন: (০৯৮১) ৬৩১১৬, ০১৭১-৩৫৬১২৪২
ইমেইল: progressmfi@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.progressbd.org

ময়মনসিংহ জেলা

১১৩. আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
স্বপ্ন কুটির, বাড়ি: ৫/১৭
ভালুকা পৌরসভা, ময়মনসিংহ
ফোন: (০৯০২২) ৫৬২৬৮, ০১৭১৩-০৩১৫৫১
ইমেইল: aspadabd@yahoo.com

লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ১৯৩, রোড: ১ (২য় তলা) (উত্তর)
নতুন ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬

১১৪. গ্রামীণ মানবিক উন্নয়ন সংস্থা (গ্রামাউস)
কানিজ মহল ১০২
ডিবি রোড, সেহড়া মুন্সী বাড়ি, ময়মনসিংহ
ফোন: ০৯১-৬২৯৯৩, ০১৭৭৮-০৫৫৫৩৫
০১৭১৩-৫০৩৯৮২
ইমেইল: ngo-gramaus@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.gramausbd.org

১১৫. পরশমনি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা
বগারবাজার, গ্রাম ও ডাকঘর: গুজিয়াম
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, ফোন: ০১৭১৬-০৮১২৭৪
ইমেইল: porashmoni@gmail.com

নেত্রকোণা জেলা

১১৬. স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি
শিবগঞ্জ রোড, নেত্রকোণা-২৪০০
ফোন: ০৯৫১-৬১৫৬৬, ০১৮৩৯-৯৭৪২০০
০১৮৩৯-৯৭৪২০২, ফ্যাক্স: ০৯৫১-৬১৭৬৬
ইমেইল: sabalambysus@yahoo.com

১১৭. শ্রম উন্নয়ন সংস্থা
এনআই খান ভবন, মুক্তারপাড়া, নেত্রকোণা
ফোন: ০১৭১২-০০৬৮১৬
ইমেইল: dinakhan1@hotmail.com

খুলনা বিভাগ

বাগেরহাট জেলা

১১৮. শাপলাফুল
দশানি, বাগেরহাট- ৯৩০০
ফোন: (০৪৬৮) ৬৩৩২৭, ০১৭১১-৯৬৫৮২৯
ইমেইল: shaplaful04@yahoo.com
sfngo15@gmail.com

১১৯. ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ভিডিএফ)
উপজেলা পরিষদ রোড
বড়াইখালী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট
ফোন: ০৪৬৫৬৫৬০০৮, ০১৭১৫-৫৪৮৬৬৭
ইমেইল: amirvdf@gmail.com

চুয়াডাঙ্গা জেলা

১২০. আত্মবিশ্বাস
বিশ্বাস টাওয়ার, সিনেমা হল পাড়া
চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা-৭২০০
ফোন: (০৭৬১) ৬৩৮২৮, ০১৭১৪-০৯০৪০২
ইমেইল: atmabiswas_ngo@yahoo.com

১২১. জনকল্যাণ সংস্থা (জেকেএস)
এতিমখানা রোড, চুয়াডাঙ্গা-৭২০০
ফোন: (০৭৬১) ৬২৭৯৭, ০১৯৬৬-৭৮৪৬৪৭
০১৭১২-৯২৭৪৫১, ০১৭১২-৯৩২১০৩
ইমেইল: jksbangladesh@yahoo.com
ওয়েব: www.jks-bd.org

যশোর জেলা

১২২. আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার
চাঁচড়া চেক পোস্ট, পুলেরহাট, যশোর-৭৪০০
ফোন: ০৪২১-৬১৪৪৭৬১৪৪৮, ০১৮৭৪-০৭৫১০১
ফ্যাক্স: ০৪২১-৬৮৮০৭
ইমেইল: addinjsr@gmail.com

ঢাকা অফিস
আদ্-দ্বীন হাসপাতাল
২, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৯৩৫৩৩৯১-৩, ০১৭১১-৫৩২০৪৮
০১৭১১-৮২৭৯২২, ফ্যাক্স: ০২-৮৩১৭৩০৬
ইমেইল: addinjsr@gmail.com info@ad-din.org
ওয়েবসাইট: www.ad-din.org

১২৩. অগ্রগতি
গ্রাম: কাঁকবান্বাল, ডাকঘর: সারুটিয়া
কেশবপুর, যশোর-৭৪৫০
ফোন: ০১৭১১-৩৬১০১৭, ০১৭২২-৩৯৪৯০৩
ইমেইল: agragatibd@gmail.com

১২৪. বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন
রাজঘাট, নওয়াপাড়া পৌর এলাকা
অভয়নগর, যশোর
ফোন: ০২-৪২১৪৪২৮৫, ০১৭১১-৮৩৮০৭১
ইমেইল: bkfmfi@gmail.com
bkfmfi@yahoo.com

১২৫. জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন
৪৬ মুজিব সড়ক, যশোর-৭৪০০
ফোন: (০৪২১) ৬৮৮২৩, ৬১৯৮৩
০১৭১১-৮৯৯২৫৯, ফ্যাক্স: ৮৮-০৪২১-৬৮৮২৪
ইমেইল: mfpjcf@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.jcf.org.bd

১২৬. রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)
আরআরএফ ভবন, সিএন্ডবি রোড, কারবালা
পোস্ট বক্স: ০৭, যশোর-৭৪০০
ফোন: ০৪২১-৬৬৯০৬, ০৪২১-৬৫৬৬৩
০৪২১-৬৮৪৫৭, ০১৭১৩-০০০৯২৬
ফ্যাক্স: ০৪২১-৬৮৫৪৬
ইমেইল: admin@rrf-bd.org, info@rrf-bd.org
ওয়েবসাইট: www.rrf-bd.org

১২৭. সমাধান
সমাধান ভবন
উপজেলা রোড, কেশবপুর, যশোর-৭৪৫০
ফোন: (০৪২২৬) ৫৬৫৪৯, ০১৭১১-১৩১২৫০
ইমেইল: samadhan_rezaul@yahoo.com
samadhan.mis1987@gmail.com

১২৮. সেভিয়ার
সেজান প্লাজা, পুলেরহাট, ছনছড়া, যশোর
ফোন: ০১৭৪০-৯৫২১১১, ০১৭১২-০৪০৭০০
ইমেইল: saviourjessore@gmail.com

১২৯. শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন
২২/এ, মুজিব সড়ক, যশোর-৭৪০০
ফোন: ৮৮-০৪২১-৬৫১১৫, ০১৭১১-৪৮৯৮৮৩
ইমেইল: snf_mfp@yahoo.com
shishu_niloy@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.snf-bd.org

ঝিনাইদহ জেলা

১৩০. সৃজনী ফাউন্ডেশন
১১১, পবাহাটি রোড, পবাহাটি
ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন: ০৪৫১-৬২৭৯১, ৮০৬০৭২৫, ৮০১৬০৬৮
০১৯২২-৩৭৩০০০, ফ্যাক্স: ৮৮-০৪৫১-৬৩৩৪৬
ইমেইল: srijonyfoundation@gmail.com

লিয়াজোঁ অফিস
সৃজনী ভবন, প্লট: ৩, রোড: ১, ব্লক: এ
সেকশন: ২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ৮৮-০২-৮০১৬০৬৬, ০১৬১১-২১৭৩২৪
০১৯২৬-৮৮৮৫৮৮
ওয়েবসাইট: www.srijonyfoundation.org

১৩১. রুরাল হেলথ এডুকেশন এন্ড ক্রেডিট অর্গানাইজেশন (রিকো)
এইচএসএস রোড
মডার্ন মোড় (১নং পানির ট্যাংকের সামনে)
ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন: ০১৭১১-৫৭১৯৪২
ইমেইল: rhecoorgnjh@gmail.com

খুলনা জেলা

১৩২. বাংলাদেশ রুরাল ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফর গ্রাবস্ট্রিট ইকোনমি (ব্রিজ)
বাড়ি: ৮, রোড: ১১২
খালিশপুর হাউজিং এস্টেট, খুলনা-৯০০০
ফোন: ০২-৯১৩৯৪২০, ০১৭১৬-৪৯৫৯৭৭
ইমেইল: maksudulalom71@gmail.com
bridgebd92@gmail.com
লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ৫৬০, রোড: ৮, বি/৫
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৯১৩৯৪২০, ০১৭১১-৮০৭৭৪০
ইমেইল: zhbali59@yahoo.com

১৩৩. নবলোক পরিষদ
বাড়ি: ১৬৩, রোড: ১১, নিরালা আ/এ, খুলনা-৯১০০
ফোন: (০৪১) ৭২০১৫৫, ০১৭৪৫-৮৮৪৪৮৮
০১৭১১-৮৪০৯৫৭
ইমেইল: nabolok@nabolokbd.org, nabolok@khulna.net

১৩৪. প্রগতি সমাজকল্যাণ সংস্থা (পিএসএস)
গ্রাম: বরুনা, ডাকঘর: বরুনা বাজার
ডুমুরিয়া, খুলনা
ফোন: ০১৭১৪-৬৬২৮৩৫
ইমেইল: progoti_khulna@yahoo.com

১৩৫. প্রদীপন
সাহেব বাড়ি রোড, মহেশ্বরপাশা
দৌলতপুর, খুলনা- ৯২০৩
ফোন: ০১৭১৩-২০৫৪৩৭, ০৪১-২৮৭০০০৮
০১৭১৪-৬৩১১০৭
ইমেইল: ho@prodipan-bd.org, ed@prodipan-bd.org
ওয়েবসাইট: prodipan-bd.org

১৩৬. উন্নয়ন
১৮৯, পশ্চিম বালিয়াখানার
প্রধান সড়ক, খুলনা-৯১০০
ফোন: (০৪১) ৭৩২৪৩৮, ০১৭১৫-৯১৫৫০৮
ইমেইল: unnayanngo@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.unnayan-bd.org

কুষ্টিয়া জেলা

১৩৭. অ্যাক্‌শন্ ফর হিউম্যান ডেভেলপ্‌মেন্ট অরগানাইজেশন (এ্যাডো)
বাড়ি: ৫৪৬ (২য় তলা)
উপজেলা রোড, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
ফোন: ০১৭১১-১৪৫৩৩৮, ০১৮৪৫-৯৮২৪৮০
ইমেইল: ahdo.kushtia@gmail.com

১৩৮. দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা
দিশা টাওয়ার, উপজেলা মোড়
ঝিনাইদহ মহাসড়ক, কুষ্টিয়া-৭০০০
ফোন: (০৭১) ৭৩৪০২, ৫৪০২৩, ০১৭১১-২১৭৬২৩
০১৭৬৭-৪২১৪৮২
ফ্যাক্স: ০১৭-৫৪০২৩
ইমেইল: imfo@desha.org.bd
desha_bd@yahoo.com

১৩৯. KPUS (কুষ্টিয়া পল্লী উন্নয়ন সংস্থা)
১৮/৫, ১নং মসজিদ বাড়ি লেন
আড়ুয়াপাড়া, কুষ্টিয়া-৭০০০
ফোন: ০৭১-৬২০৫৬, ০১৭১১-৩১০১২৬
ইমেইল: kpus_bd23@yahoo.com

১৪০. স্বেচ্ছাসেবী পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (পিপাসা)
৪১/৩০, দাদাপুর রোড, মঙ্গলবাড়িয়া, কুষ্টিয়া
ফোন: ০১৭১৬-০৭৮৭৫৩
ইমেইল: pipasakus@yahoo.com

১৪১. সেতু
টিএন্ডটি কলোনি রোড
কোর্টপাড়া, পোস্ট বক্স: ১০, কুষ্টিয়া-৭০০০
ফোন: (০৭১) ৬২০২৯, ৬১৬১০
০১৭২০-৫০৭৬৩৬, ০১৭২০-৫০৭৭০০
ইমেইল: info@setubd.org
setu.orgbd@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.setubd.org

১৪২. শিরোপা ডেভলপমেন্ট সোসাইটি
বাড়ি: ২৭, বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ রোড
(পুলিশ লাইনের সামনে), পশ্চিম মজমপুর, কুষ্টিয়া- ৭০০০
ফোন: ০১৭১১-১১২৩২০, ০২৭৭৭৮৩৪৫৩
ইমেইল: shiropa_2011@yahoo.com
shiropa2011@gmail.com

মাগুরা জেলা

১৪৩. রোভা ফাউন্ডেশন
৯১/১, স্টেডিয়াম পাড়া (পশ্চিম), মাগুরা
ফোন: ০৪৮৮-৬৩৪২২, ০১৭১১-৮০৭৩৫২
ইমেইল: rovafoundation@yahoo.com

মেহেরপুর জেলা

১৪৪. দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস)
ফুলবাগান রোড, মুখার্জী পাড়া
ডাকঘর ও থানা: মেহেরপুর-৭১০০
ফোন: ৮৮-০৭৯১- ৬২৬২৯
০১৮১২-৯০৭৫৫৫, ০১৭২৭-০৫৯১১১
ইমেইল: dbsed.org@gmail.com

১৪৫. পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি
বাঁশবাড়িয়া, গাংনি, মেহেরপুর-৭১১০
ফোন: ০৭৯২২-৭৫০৪৬, ০১৭১১-২১৮৮১৯
০১৭১২-২৭৯৪৬৭
ইমেইল: psksmeherpur@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.psks-gm.org

নড়াইল জেলা

১৪৬. নড়াইল আশার আলো ফাউন্ডেশন
রূপগঞ্জ বাজার, ভুয়াখালী, রতনগঞ্জ, নড়াইল-৭৫০১
ফোন: ০৪৮১-৬২৯১৫, ০১৭১১-৪৮৬১৯৫
ইমেইল: ashar_alo@yahoo.com
asharalonrl@gmail.com

সাতক্ষীরা জেলা

১৪৭. মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র
গ্রাম: পনিয়া, ডাকঘর: ওবায়দুরনগর
থানা: কালিগঞ্জ সদর, সাতক্ষীরা
ফোন: ০১৭১৫-৩৫০৭৬৬, ০১৭৯৯-০৫৮৩২০
ইমেইল: masukkaligonj@gmail.com

১৪৮. নওয়াবেঁকী গণমূখী ফাউন্ডেশন
নওয়াবেঁকী বাজার, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
ফোন: ০১৭১১-২১৮১৯৭, ০১৭১১-৮৬৪৬০৪
ইমেইল: ngfbd1@yahoo.com

১৪৯. সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস)
ডাকঘর ও থানা: তালা, সাতক্ষীরা
ফোন: +৮৮-০৪৭২৭-৫৬২৫২, ০১৭১১-৮২৯৪৯২
ইমেইল: sus_ngo@yahoo.com

১৫০. উন্নয়ন প্রচেষ্টা
গ্রাম ও ডাকঘর: তালা, সাতক্ষীরা
ফোন: ০৪৭২৭-৫৬১৫৬, ০১৭১১-৪৫১৯০৮
ইমেইল: unnpro07@gmail.com

রাজশাহী বিভাগ

বগুড়া জেলা

১৫১. ফোকাস সোসাইটি
হাসপাতাল রোড, গাবতলী, বগুড়া-৫৮২০
ফোন: (০৫০২৫)-৭৫১১৫, ০১৭৩৩-৩৩১২৫৬
০১৭৩৩-৩৩১২৫২
ইমেইল: focus_society@yahoo.com
focussocietybd@gmail.com

১৫২. গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)
গাক টাওয়ার, বনানী, বগুড়া-৫৮০০
ফোন: ০৫১-৭৮২৬৪/৬৯৯৭৬, ০১৭১৪-০০৪০১৫
০১৭৩৩-৩৬৬৯৯৯
ইমেইল: gukbogra@yahoo.com
guk.bogra@gmail.com

১৫৩. নোবেল এডুকেশন এন্ড লিটারেরী সোসাইটি
নারুলী পশ্চিমপাড়া, সারিয়াকান্দি রোড, বগুড়া
ফোন: ০১৭৬৭-৯৮২৯৯০, ০১৭২৮-৩৯৮৭৫০
ইমেইল: noblesociety23@gmail.com

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা

১৫৪. প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি (পিএমইউএস)
বেলেপুকুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৬৩০০
ফোন: ০৭৮১-৫১৫০১, ০১৭১৪-০২৯৪৮৪
ইমেইল: proyasbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.proyas.org

জয়পুরহাট জেলা

১৫৫. এহেড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন (এসো)
মাদ্রাসা রোড, জয়পুরহাট-৫৯০০
ফোন: ০৫৭১-৬৩৫৬৯, ০১৮১৯-৭৮৪০০৮
০১৭১১-৯৬৮৭৯৭, ইমেইল: asojoy@yahoo.com

১৫৬. জাকস ফাউন্ডেশন
সবুজনগর, জয়পুরহাট-৫৯০০
ফোন: ০৫৭১-৬২৯৮৪, ০১৭১১-০৬৩২১৬
ইমেইল: jakas.bd@gmail.com
ওয়েবসাইট: jakas-bd.org

১৫৭. জয়পুরহাট রুরাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট (জেআরডিএম)
বাড়ি: ৪৭৬/১, চৌধুরীপাড়া
পূর্ব বাজার, জয়পুরহাট-৫৯০০
ফোন: (০৫৭১) ৬২০৩৮, ০১৭১৫-০২৪১৬৪
০১৭১৩-৪৪২৯০২, ০১৭১৩-৪৪২৯০৫
ফ্যাক্স: ০৮৮-০৫৭১-৫১০১৬
ইমেইল: jrdmngo95@gmail.com

নওগাঁ জেলা

১৫৮. বরেন্দ্রভূমি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম: মহিনগর, ডাকঘর: সুজাইল হাট
মহাদেবপুর, নওগাঁ, ফোন: ০১৭১২-০২১৬৪৫
ইমেইল: bsdo.mohinagar86@gmail.com

১৫৯. দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা
চকরামপুর, কাঁঠালতলী, সান্তাহার রোড, নওগাঁ-৬৫০০
ফোন: ৮৮০-৭৪১-৬২০৭২, ০১৭১৭-৫৪৮৫১৪
ইমেইল: dabi@rocketmail.com

১৬০. মৌসুমী
উকিলপাড়া, নওগাঁ
ফোন: (০৭৪১)-৬১১৩১, ০১৭১১-০৪৩৬৭০
ইমেইল: ranamousumi@yahoo.com

নাটোর জেলা

১৬১. এ্যাকসেস টুওয়ার্ডস লাইভলিহুড এন্ড ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (আলো)
নীলাচল, বাড়ি: ৮১/১, হাজরা নাটোর, নাটোর-৬৪০০
ফোন: ০৭৭১-৬১২৫৫, ০১৭৪০-৯৩৩৮৮৩
০১৭১১-৩৮৪২৯৮
ইমেইল: alwonat@gmail.com

১৬২. আভা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি
ডাকঘর: গোপালপুর, উপজেলা: লালপুর, নাটোর
ফোন: ০১৭১১-৪৫৩৭৫৩
ইমেইল: avango2008@gmail.com

পাবনা জেলা

১৬৩. অর্গানাইজেশন ফর সোসাল এডভান্সমেন্ট এন্ড কালচারাল এক্টিভিটিস (ওসাকা)
চক রামানন্দপুর, ঈশ্বরদী রোড
গাছপাড়া, পাবনা-৬৬০০
ফোন: ০১৭১২-৬৫১৬৩৬, ০১৫৫২-৩৮৯২৪৭
ইমেইল: osaca_pabna@yahoo.com
ওয়েবসাইট: osacabd.org

১৬৪. পাবনা প্রতিশ্রুতি
বাড়ি এ/৫, ব্লক- জে (আলিয়া মাদ্রাসার পূর্ব দিকে)
রাধানগর, পাবনা সদর, পাবনা-৬৬০০
ফোন: (০৭৩১) ৬৬১৯৯, ০১৭১১-১২৩৭০৯
০১৮৬৫-০৩৫৩৫১, ০১৭১১-৪৮৪২৯০
ইমেইল: protishruti@gmail.com

১৬৫. প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (পিসিডি)
রাধানগর, মক্তব মোড়, পাবনা
ফোন: ০৭৩১-৬৬৯৬৯, ০১৭১৬-৫৩৫০৮১
০১৭৯৮-৬৭৪৭১২
ইমেইল: pcdpabna17@yahoo.com
pcdpabna18@gmail.com

রাজশাহী জেলা

১৬৬. এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি)
বাড়ি: ৪১, সাগরপাড়া, রাজশাহী- ৬১০০
ফোন: (০৭২১)-৭৭০৬৬০, ০১৭১১-৮১৯৫১৩
০১৭৬৮-৫৮৯৭২৬
ইমেইল: acdbd@yahoo.com

১৬৭. আশ্রয়
গ্রাম: পাকুরিয়া, ডাকঘর ও উপজেলা: পবা, রাজশাহী
ফোন: ০৭২১-৭৬০৫৪৫, ০১৭১১-৪২৭২১৯
০১৭১৩-৩৮৩২৮৮
ইমেইল: ashrai@librabd.net
ওয়েবসাইট: www.ashraibd.org

১৬৮. সেন্টার ফর এ্যাকশন রিসার্চ-বারিন্দ (কার্ব)
বাড়ি: ১৮৪, সেক্টর: ০৩
উপশহর হাউজিং এস্টেট, সপুরা
রাজশাহী- ৬২৯০
ফোন: (০৭২১) ৭৬১৪০৭, ০১৭১৪-২২২৮১৪
ইমেইল: carbbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.carb-bd.info

১৬৯. অর্গানাইজেশন ফর সোস্যাল এন্ড ইকোনমিকাল ডেভেলপমেন্ট (ওসেড)
গ্রাম: শ্রীপুর
ডাকঘর ও উপজেলা: বাগমারা, রাজশাহী
ফোন: ০১৭১২-২০৫৩৮৩
ইমেইল: shaiful.osed@gmail.com

১৭০. পার্টিসিপেটরী ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (পিডিও)
নওহাটা, পবা, রাজশাহী- ৬২১৩
ফোন: ০২৪৭৮০০১৯০, ০১৭১১-৩১৮৬৬২
ইমেইল: pdoraj6213@yahoo.com

১৭১. সচেতন সোসাইটি
সুগন্ধা, বাড়ি: ২৪৫, ডাকঘর: সপুরা
থানা: বোয়ালিয়া, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন: (০৭২১) ৭৭১৬০২, ৮১২৫৬০
০১৭১৩-১৯৫৪০০, ০১৭২১-১৬৫৭৪৩
০১৭৯৩-০৪০২৭০
ইমেইল: sachetanraj@yahoo.com
sachetanraj@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.sachetansociety.com

১৭২. শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা
৩৭, ফিরোজাবাদ, সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী
ফোন: ০৯২১৯৬২১৪০২, ০১৯২১-৯৬২১৪২
ইমেইল: shaplango_99@yahoo.com

১৭৩. শতফুল বাংলাদেশ
গ্রাম ও ডাকঘর: জাহানাবাদ
মোহনপুর, রাজশাহী
ফোন: ০১৭১১-০৬২৭৬৭, ০১৭১৩-১৯৫৩০২
ইমেইল: shataphool@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.shataphoolbd.org

সিরাজগঞ্জ জেলা

১৭৪. মানব মুক্তি সংস্থা
গ্রাম: খাস বাড়া শিমুল
ডাকঘর: বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু পশ্চিম সাব
সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ- ৬৭০৩
ফোন: ০১৭১৩-০০২৮৫০, ০১৭২৮-৭০৫৯৮০
ইমেইল: hbaharmms@gmail.com

১৭৫. মডার্ন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এমডিও)
সনি আবাসিক এলাকা
মুজিবসড়ক, বাড়িঃ ৪৪/২ (নীচতলা)
ডাকঘর+উপজেলা ও জেলা: সিরাজগঞ্জ
ফোন: ০১৭১৬-৩৭৮৭৮৯
ইমেইল: moderndo@gmail.com

১৭৬. ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)
এনডিপি ভবন, বাগবাড়ি, শহীদ নগর
কামারখান্দ, সিরাজগঞ্জ-৬৭০৩
ফোন: ০৭৫১-৬৩৮৭৭, ০১৭১৩-৩৮৩১০০
০১৭১৩-৩৮৩১১২, ফ্যাক্স: ০৭৫১-৬৩৮৭৭
ইমেইল: akhan_ndp@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.ndpbd.org

১৭৭. প্রোগ্রামস ফর পিপল্‌স ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি)
গ্রাম: শক্তিপুর, ডাকঘর ও থানা: শাহ্‌জাদপুর
সিরাজগঞ্জ-৬৭৭০
ফোন: ০৭৫২৭-৬৪৩৫২, ০১৭১৩-৪৪০২০০
ইমেইল: ppdshahzadpur@gmail.com

রংপুর বিভাগ

দিনাজপুর জেলা

১৭৮. আল ফালাহ্ আম উন্নয়ন সংস্থা (আফাউস)
গ্রাম ও ডাকঘর: রাজবটি
দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর
ফোন: (০৫৩১) ৬৫২৬৪, ৫২৭৭১
০১৯১৯-১৮৮৪৪০, ০১৭৬২-৯৬১৩২৮
ইমেইল: afaus03@yahoo.com
afausbd@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.afaus-bd.org

১৭৯. গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র
হলদিবাড়ী, পার্বতীপুর, দিনাজপুর
ফোন: ০১৭১৩-১৬৩৫০০, ০১৭১৩-১৬৩৫০১
ইমেইল: gbkpbt@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.gbk-bd.org

১৮০. মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র
নিমনগর, বালুবাড়ি, দিনাজপুর-৫২০০
ফোন: ০৫৩১- ৬৪৪৩৩, ০১৭১২-৬৩৯২৫৯
০১৭১৬-৮৮৪৮৫০, ০১৭৫১-৪৬৪৭৬৭
ইমেইল: razia.mbsk@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.mbskbd.org

১৮১. পল্লীশ্রী
পল্লীশ্রী রোড, বালুবাড়ি, দিনাজপুর- ৫২০০
ফোন: (০৫৩১) ৬৫৯১৭, ০১৭১৩-৪৯১০০০
ইমেইল: pollisree@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.pollisree.org

১৮২. কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)
গ্রাম: মন্মথপুর, ডাকঘর: চাকলাবাজার
পার্বতীপুর, দিনাজপুর- ৫২৫০
ফোন: (০৫৩১)-৮৯১১৪, ০১৭১২-০৪১৯১৫
ইমেইল: ctwdinaj08@gmail.com

গাইবান্ধা জেলা

১৮৩. গণ উন্নয়ন কেন্দ্র
নশরাতপুর, পোস্ট বক্স: ১৪, গাইবান্ধা- ৫৭০০
ফোন: +৮৮-০৫৪১ ৫২৩১৫
০১৭১৩-৪৮৪৬০৪, ০১৭১৩-২০০৩৭১
ইমেইল: info@gukbd.net
ওয়েবসাইট: www.gukbd.net

লিয়াজোঁ অফিস
বাড়ি: ৯, রোড: ১/বি, বনানী, ঢাকা-১২১৩
ফোন: ০২-৫৫০৪০৬৬৪, ০১৭১৩-৪৮৪৬৪০

১৮৪. এসকেএস ফাউন্ডেশন
কলেজ রোড, উত্তর হরিণ সিংহ, গাইবান্ধা- ৫৭০০
ফোন: (০৫৪১) ৫১৪০৮, ০১৭১৩-৪৮৪৪০০
০১৭১৩-৪৮৪৪০৪, ফ্যাক্স: +৮৮-০৫৪১-৫১৪৯২
ইমেইল: sks-poes2@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.sks-bd.org

কুড়িগ্রাম জেলা

১৮৫. সলিডারিটি
নিউ টাউন, কুড়িগ্রাম- ৫৬০০
ফোন: (০৫৮১) ৬১২২২, ৬১৫৩২
৬১৪৮৫, ০১৭১৫-১৬৯৪৬৯
ইমেইল: solidarity_bd@yahoo.com

লালমনিরহাট জেলা

১৮৬. নজীর (নতুন জীবন রচি)
এয়ারপোর্ট রোড, হাড়িভাঙ্গা, লালমনিরহাট- ৫৫০০
ফোন: ০৫৯১-৬১২৫২, ০১৭১৫-৫৭২৩৭১
ইমেইল: nurul_nazir@hotmail.com

নীলফামারী জেলা

১৮৭. সেলফ-হেল্প এন্ড রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প)
নতুন বাবুপাড়া, সৈয়দপুর- ৫৩১০, নীলফামারী
ফোন: ০৫৫২৬-৭৩১৩৬, ০১৭১২-০৫৯১৪৮
ইমেইল: sharpsdp@yahoo.com

পঞ্চগড় জেলা

১৮৮. অনুভব
থানা পাড়া রোড, বোদা, পঞ্চগড়
ফোন: (০৫৬৫৩) ৫৬১৮০, ০১৭১২-৬৭৬৮৫৭
ইমেইল: anuvabboda1993@gmail.com

১৮৯. দৃষ্টিদান
থানাপাড়া, বোদা, পঞ্চগড়
ফোন: ০১৯১৯-৫৭০৯২২, ০১৭১৩-৭৮০৫৭০
ইমেইল: drishtidanboda@yahoo.com

১৯০. ডুডুমারী গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম: ডুডুমারী, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়
ফোন: ০১৭১১-৪৫১৯৪৯
ইমেইল: nazim.bd.007@gmail.com

১৯১. সূচনা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
থানাপাড়া, বোদা, ডাকঘর: বোদা, পঞ্চগড়
ফোন: ০৫৬৫৩-৫৬২৭৪, ০১৭১৪-২২৯০৩৪
ইমেইল: ssdobd@yahoo.com

রংপুর জেলা

১৯২. রুরাল ইকোনোমিক সাপোর্ট এন্ড কেয়ার ফর দ্যা আন্ডার প্রিভিলেজড (রেসকিউ)
রেসকিউ ভবন, হোল্ডিং নং: ০১৫৭-০১
দর্শনা, তাজহাট, রংপুর
ফোন: ০১৭১৫-৫০৭৩৯৪, ০১৭১২-৫০৭৬৩৩
ইমেইল: rescu_rangpur@yahoo.com

১৯৩. সমকাল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
গ্রাম: জাহাঙ্গীরাবাদ হাট
ডাকঘর: জাহাঙ্গীরাবাদ, পীরগঞ্জ, রংপুর
ফোন: ০৫২২৭-৫৬০২২, ০১৭১১-৪১৯০৪৫
০১৮৩৯-৯৬৯৯৪৪
ইমেইল: ssusinfo@gmail.com

ঠাকুরগাঁও জেলা

১৯৪. ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
কলেজ পাড়া, ঠাকুরগাঁও- ৫১০০
ফোন: (০৫৬১) ৫২১৪৯, ০১৭১৩-১৪৯৩৩৩
০১৭১৩-১৪৯৩৪৪, ফ্যাক্স: ০৫৬১-৬১৫৯৯

লিয়াজোঁ অফিস
ইএসডিও হাউস, প্লট: ৭৪৮, রোড: ৮
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৮১৫৪৮৫৭, ০১৭১৩-১৪৯২৫৯
ইমেইল: esdomis@yahoo.com
esdobangladesh@hotmail.com
ওয়েবসাইট: esdo-bangladesh.org

সিলেট বিভাগ

হবিগঞ্জ জেলা

১৯৫. 'ইনডেভার' ইনসিওর ডেভেলপমেন্ট একটিভিটিজ ফর ভালনারেবল আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল পিপল
স্টাফ কোয়ার্টার, ৬৪৯৫ ইনাতাবাদ রোড
হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ
ফোন: ০৮৩১-৬২৩০৭, ০১৭১৫-১২০৮৯৮
ইমেইল: endobi.1994@gmail.com

লিয়াজোঁ অফিস
২৮২/৫, ফার্স্ট কলোনী
মাজার রোড, মিরপুর-১, ঢাকা
ফোন: ৯০২৭৪৫৭

১৯৬. হবিগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা
১৮, মহিলা কলেজ রোড
হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ- ৩৩০০
ফোন: ০৮৩১-৬২৩৯২, ০১৭১৫-৩৫৬৮৩৭
ইমেইল: hushabiganj@gmail.com
ওয়েবসাইট: hus-org.bd

মৌলভীবাজার জেলা

১৯৭. পাতাকুড়ি সোসাইটি
বাসা নং: ০২, ৩য় তলা, ক্যাথলিক মিশন রোড
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার- ৩২১০
ফোন: ০৮৬২৬-৭২৯৪৮, ০১৭৩৩-৭৯৩১৮৮
০১৭৭৪-০০০৪০০
ইমেইল: patakurisociety@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.patakuri.org

১৯৮. পসবিদ উন্নয়ন সংস্থা
উত্তরা আবাসিক এলাকা
মৌলভীবাজার রোড
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
ফোন: ০১৬৪৩-৮০০৬২১ , ০১৪০৭-৩৩৮৩০০

সিলেট জেলা

১৯৯. ভলান্টারি এ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ভার্ড)
প্রধান কার্যালয়, বাড়ি: ৫৫৪, রোড: ৯
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩৩৫৯০, ৯১২৪৪১০
ইমেইল: vardho@vardbd.org

[৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে হালনাগাদকৃত]

অন্যান্য সহযোগী সংস্থাসমূহের তালিকা

১. **বাংলাদেশ রুরাল ইমপ্রুভমেন্ট ফাউন্ডেশন (ব্রীফ)**
হাজী নগর, গোয়ালদিঘি
খানসামা, দিনাজপুর

২. **শ্রমজীবী ও দুস্থ কল্যাণ সংস্থা**
গ্রাম: চাকলা, ডাকঘর: পুন্দুরিয়া-৬৬৮২
(ভায়া: কাশিনাথপুর), বেড়া, পাবনা

৩. **রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (আরডিও)**
থানা রোড, গ্রাম+ডাক+থানা: মুলাদি, বরিশাল

৪. **পল্লী ফরমেশন**
সার্কুলার রোড, মহাজন পট্টি, ভোলা- ৮৩০০

৫. **বোয়ালখালি প্রশিকা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা**
কলেজ রোড, কানুনগো পাড়া, বোয়ালখালি, চট্টগ্রাম

৬. **ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ইন্টারন্যাশনাল (ডিসিআই)**
বাড়ি: ৫৫৭, রোড: ৯
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

৭. **অসডার (অর্গানাইজেশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসার্চ)**
২৪/২, ইস্কাটন গার্ডেন
ঢাকা-১০০০

৮. **সোসিও ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (সেডস)**
জাতপুর, সাটুরিয়া
মানিকগঞ্জ

৯. **এ্যাসোসিয়েশন ফর সোস্যাল এডভান্সমেন্ট প্রোগ্রাম (এসাপ)**
আলমগীর হোসেন রোড
গাইতাল, কিশোরগঞ্জ

১০. **প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র**
প্রশিকা ভবন, ১/১-গ, সেকশন-২
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

১১. **সমাজ কল্যাণ ও পল্লী উন্নয়ন সংঘ (স্পাস)**
রূপসা, শিবালয়
মানিকগঞ্জ

১২. **গণ উন্নয়ন কমিটি (গউক)**
গ্রাম: ওসমানপুর, ডাকঘর: বাঙ্গালপাড়া
থানা: অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ-২৩০০

১৩. **রুরাল ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট (আরডিটি)**
থানা রোড, থানা: ত্রিশাল
ময়মনসিংহ

১৪. **সিন্ডিকেট (আর্থ-সামাজিক ও গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা)**
পায়ারকান্দি (পুরাতন বাসস্ট্যান্ড)
মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

১৫. **টাঙ্গাইল সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (টিএসইউএস)**
আশেকপুর, মেইন রোড
টাঙ্গাইল

১৬. **কনশাসনেস রেইজিং সেন্টার (সিআরসি)**
আরপপুর, চাকলাপাড়া (শহীদ অমৃতি বিদ্যাপীঠ)
ঝিনাইদহ- ৭৩০০

১৭. **সেবা**
গ্রাম: তেতুলিয়া, থানা: তালা
সাতক্ষীরা

১৮. **ছিন্নমূল মহিলা সমিতি**
পলাশবাড়ি রোড
গাইবান্ধা

১৯. **নিজপথ (নিরাশ্রয়ের জনতার পাশে থাকি)**
পাবনা রোড (আরনখোলা)
ঈশ্বরদী, পাবনা

২০. **আদর্শ সমাজ সেবা সংস্থা (এএসএসএস)**
মুসলিম মঞ্জিল, বাড়ি: ৬
আর কে মিশন রোড, ময়মনসিংহ

২১. **অন্বেষা ফাউন্ডেশন (এএফ)**
৩১/২, সেনপাড়া পর্বতা
মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬

২২. **এসিসটেন্স ফর সোস্যাল অর্গানাইজেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এসোড)**
গাজী খুরশীদ বে ভবন, ৮/৪-এ (১ম তলা)
ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭

২৩. **অনন্য সমাজ কল্যাণ সংস্থা**
অনন্য সেন্টার, ঢাকা রোড
শালগাড়িয়া, পাবনা

২৪. **হ্যাবিটেড এন্ড ইকোনমি লিফটিং প্রোগ্রাম (হেল্প)**
প্লট: ৩৬, ৩৭ ও ৩৮
বিএসসিআইসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, বাগেরহাট
ফোন: ০৪৬৮-৬২৬৩৪, ০১৭১১-১৫৫৭৫৯

২৫. **লাইফ এসোসিয়েশন**
বাধাল, কচুয়া
বাগেরহটা

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮০-২-৮১৮১১৬৯, ৮১৮১৬৬৪-৬৯
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৮১৬৭৮, ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েবসাইট: www.pksf-bd.org
ফেসবুক: www.facebook.com/pksf.org

অলঙ্করণ: বশির আহমেদ, নেটপার্ক